বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির

সম্বন্ধ বিচার

দ্বিতীয় ভাগ
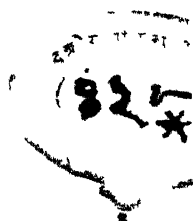
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত
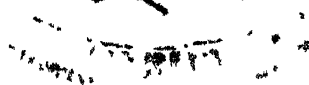
শকাব্দ ১৭৭৪

বিজ্ঞাপন

"বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" বিষয়ক পুস্তক সমাপ্ত হইল। অতএব, স্বদেশীয় লোকের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তক সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিবেন, এবং ইহাতে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সচেষ্টিত, হইবেন। যিনি যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন তাহা লোকদিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। যে সকল মহাশয়েরা কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁ-

হারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যখন বালকদিগের বিদ্যাধ্যয়নের ভার তাঁহারদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা আপনারা যথোচিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগকে সুশিক্ষিত ও সদাচারি করিবার চেষ্টা করিলে, এতদ্দেশীয় লোকের সুখসৌভাগ্য সাধনের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন,আপনার,আপন পরিবারের ও অপর সাধারণ সকলের জ্ঞান,ধর্ম্ম ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত,সেইরূপ রাজারও প্রজাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ভার গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যের সহিত যে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই,সে বিষয়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ি ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে যাহাতে ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার না হয়, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার উপায় করা বিধেয়; কারণ এক ব্যক্তির কুব্যবহার দ্বারা অন্যের অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার প্রতিবিধান করা রাজনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক নিয়ম

না জানিলে,শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক কার্য্য সাধনে অশক্ত হইতে হয়,এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্দ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসিদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভাবনা; অতএব যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকে, তাঁহাকর্ত্তৃক সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব,প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্তে,প্রজাদিগকে রীতিমত ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, লোকযাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের দুঃখ মোচন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারা যায়,তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন

না। যদি দুষ্ট দমনার্থে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে প্রজাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমন ও সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধন হয়, তাহার উপায় করা কত দূর কর্ত্তব্য! প্রজাদিগের শারীরিক সুস্থতা সম্পাদনার্থে, নগর পরিষ্কার, নির্ম্মল জল প্রাপ্তির সুবিধা, জঙ্গাল ও দুর্গন্ধ বস্তু দূরীকরণ প্রভৃতির বিধান করা যদি রাজার উচিত হয়, তবে যাহাতে প্রজারা স্বয়ং ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অন্যান্য শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের উদ্দেশ্য কেন না হয়? অতএব, প্রজাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিজ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষায় প্রবৃত্ত করা ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহারা কাব্য অলঙ্কার শিক্ষা করুক আর না করুক, সে তাহারদের স্বেচ্ছাধীন, রাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ে তাহারদিগকে প্রবৃত্ত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। যদি ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা এই সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া অপর সাধারণ সকল লোককে

পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমারদের সৌভাগ্যের সীমা কি? যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজ-সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা, এবং যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে তাহা শিক্ষা করিতে পারে ও শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

অধিক-কাল-ব্যাপি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার্থে অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব, যে সকল সাংসারিক রীতি প্রচলিত থাকাতে, লোকে বহুকাল ব্যাপিয়া কায় ক্লেশ করিতে বাধ্য হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ-কাল পায় না, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই

প্রবল হইতে পারে। ধনোপার্জ্জন ও বিষয় বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি বলবতী আছে,তাহাতে লোকের অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি সর্ব্ব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বংশমর্য্যাদা ও কৃত্রিম উপাধি থাকাতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। যুদ্ধ-ব্যবসায় ও যুদ্ধকার্য্য দ্বারা জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবল হইতেছে। মদিরা পান ও অন্যান্য মাদক সেবনের প্রথা প্রবল হইয়া লোকের চিত্তভূমিস্থ ধর্ম্মাঙ্কুর সকল সমূলে নির্ম্মূল করিতেছে। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরা সহস্র প্রকারেই উপদেশ করুন, তথাপি যত দিন এই সমস্ত সাংসারিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তাঁহারদের উপদেশ সম্যক্‌রূপে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপদেশ প্রদান ব্যতিরেকে উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধানুযায়ি অনুষ্ঠানের উপরে যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে,এই সমস্ত বিষয় উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ে উপদিষ্ট হইলে,লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নি-

য়ম ও আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার যথার্থ পথ অবগত হইবে,এবং অবগত হইয়া তদনুযায়ি সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহারদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য আমারদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু,কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন,তদনুযায়ী কার্য্য-ই তাঁহার প্রিয় কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমারদের একমাত্র ধর্ম্ম। এপর্য্যন্ত কত প্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ

হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে যথা সাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব, এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে ও অন্য লোকদিগকে তৎ সমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিতে যত্নবান্ থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সর্ব্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের এই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক আচার ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে, তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

কলিকাতা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

শকাব্দ ১৭৭৪। ১০ মাঘ

সূচীপত্র

ষষ্ঠাধ্যায়

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রধান প্রধান নীতি-দর্শক ও ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত-ভেদের বিষয় আ-লোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একাল-পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণার্থে কত তর্ক বিতর্ক উৎপন্ন হই-য়াছে, কত মতামতই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দেশ ভেদে ও কাল ভেদে কত শত ধর্ম্ম-শাস্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের পরস্পার জ্ঞানের তার-

তম্য ও প্রকৃতির ইতর বিশেষই ইহার প্রধান কারণ। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরাই ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন, এবং তন্নিমিত্তে এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ না হইয়া এই সংসারকে কতক গুলি অসম্বদ্ধ বস্তুরাশি-মাত্র বোধ করিতেন। যে বস্তুর অসামান্য প্র-ভাব ও বিশেষ উপকারিতা গুণ দৃষ্টি করিতেন, তাহারই দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করি-তেন। তাঁহারা গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী; মেঘ, বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তৃত পদার্থ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বি বস্তু, ইত্যাদি যে যে বস্তুর বি-শিষ্ট রূপ শক্তি, প্রভাব, তেজঃ ও হিতকারিতা গুণ স্পষ্টরূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ পরমে-শ্বরের জ্ঞান লাভে অসমর্থতা প্রযুক্ত সেই সেই বস্তুকেই ভক্তি ও অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে-ন। অদ্যাপি ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তি প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি ধর্ম্মোৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সকল কালে সকল ব্যক্তিতেই

থাকে, যথোচিত বুদ্ধি-পরিপাক না হইলে সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে নিযোজিত হয় না।

এইরূপ, ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতির ইতর বিশেষও পরস্পর মত-ভেদের আর এক কারণ। যাঁহার জিঘাংসা, আশ্চর্য্য ও সাবধানতা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এবং উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তিনি উপাস্য দেবতার ভীষণ স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া লোকদিগকে অতিশয় সভয় চিত্তে উপাসনা করিবার বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উপাস্য ও উপাসক উভয়েরই দয়া ও ন্যায়পরতা গুণ বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি থাকা সম্ভাবিত বোধ হয় না। এমন ব্যক্তিই ইষ্ট দেবতার তুষ্ট্যর্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং কহিতে পারেন, বিবিধ উপচারে দেবতার অর্চ্চনা করিলেই তিনি সমুদায় দোষ মার্জ্জনা করেন, ও সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের কাম, জিঘাংসা ও বুভুক্ষা বৃত্তি যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু যাঁহার ভক্তি, উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি প্রবল থাকে, ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় তাহারদের

বশবর্ত্তি হয়, তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র অবশ্যই অন্য প্রকার হয়।

বাহ্য বস্তু সমুদায়ের যেরূপ শৃঙ্খলা ও আমারদের মনের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিলে সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখ ঘটনা হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শেযোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করিলে অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়, এবং নানা প্রকার সাংসারিক সুখ উৎপন্ন হয়। আর তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে সেই সমস্ত পরম সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক যন্ত্রণা ও সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করিবার পর ক্ষণেই মনে মনে প্র-

রন পরিতোষ জন্মে। যখন আমারদের কোন মনোবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্বকীয় বিষয় ভোগে চরিতার্থ হয়, তখন তাহা অশেষ সুখের উৎস স্বরূপ হইয়া অনর্গল আনন্দ নীর নির্গত করিতে থাকে। অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা, অর্জ্জনস্পৃহা, নির্ম্মিৎসা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, আত্মাদর প্রভৃতি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তি থাকিয়া চরিতার্থ হইলে সুখসাগরে মগ্ন হইতে হয়। তেজস্বিনী উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে তৃপ্ত করিয়া—ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান এবং ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বদেশীয় লোকের দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন করিয়া—দয়াবান্ দাতার উদার-চিত্ত আনন্দামৃত রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। অশেষ-গুণাশ্রয় অত্যাশ্চর্য্য-স্বরূপ পরাৎপর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা আলোচনা করিলে ভক্তি ও আশ্চর্য্য বৃত্তি পরম পরিতৃপ্ত হইয়া চিত্তভূমিতে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত সুখামৃত বর্ষণ করে, তাহা বাক্য-পথের অতীত। বুদ্ধিবৃত্তির চালনাতেই বা কত সুখের উৎপত্তি

হয়! জগতের স্বাভাবিক শোভা দর্শন, সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ ও কাব্যামৃত-রসাস্বাদন করিয়া অন্তঃকরণ কেমন প্রফুল্ল হয়! আর মেধাবি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানরত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ বিবিধ প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ বিমল আনন্দ লাভ করেন, তাহা অন্যের অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। এইরূপে, সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমারদিগের মনোবৃত্তি-চালনার পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমরা আপনারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া চালনা করিলেই তাহা লাভ করিতে পারি, নতুবা তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। এপ্রকার প্রগাঢ় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া সামান্য ক্ষতির বিষয় নহে; ইহাকে আমারদের যথোচিত চিত্ত-চালনার ত্রুটি নিমিত্তক দণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। যদি ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য প্রকার অনিষ্ট ঘটনা না হইত, তথাপি ধর্ম্ম-জন্য সুখের অপ্রাপ্তিকেই তাহার সমুচিত শাস্তি স্বরূপ বলিয়া স্বীকার

করা উচিত হইত। কিন্তু এপ্রকার সুখ ভোগে বঞ্চিত হওয়া যে দারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। যেরূপ, চিররোগী ব্যক্তি শারীরিক-স্বাস্থ্য-জনিত অপূর্ব্ব সুখের স্বাদগ্রহে সমর্থ নহে, সেই প্রকার, ধর্ম্ম রূপ নির্ম্মল নীরে চিত্তকে ধৌত করিয়া ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, ইতর ব্যক্তি তাহা কখনই পারে না; কারণ তাহার অশুচি চিত্ত অধর্ম্ম রূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন অসুস্থ হইয়া রহিয়াছে। অদ্যাপি মনুষ্যেরা আপনারদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহা পালন করিলে কি পর্য্যন্ত সুখোৎপত্তি হইতে পারে ও লঙ্ঘন করিলেই বা কত সুখে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা জ্ঞাত নহেন। তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে আপন প্রকৃতি, বাহ্য বিষয়ের স্বভাব, তাহারদের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমারদের যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, এই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে যে সমস্ত

যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ফূর্ত্তি সহকারে অপ্রতিহত ভাবে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সচেষ্ট হইতে সমর্থ হয় না, এবং আপনারদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্থলও প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তথাকার অজ্ঞানি মনুষ্যেরা তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অনির্দ্দেশ্য বিড়ম্বনার ফল মনে করে। ইহাতে তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হয় না। এই দুর্ঘটনার কারণ ও তৎ প্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুব্ধ থাকে, পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে সংশয় জন্মিয়া ভক্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের ব্যতিক্রম ঘটে, এবং বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-প্রণালীতে নানা প্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কল্পনা করিয়া ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি অতৃপ্ত থাকে। যাহারা জগদীশ্বরের সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর নিয়ম সমুদায় শিক্ষা না

করিয়াছে, এবং তাহা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ও যাহারা আপনারদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে বিকটাকার ও ক্রুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে তাহারদিগের প্রত্যয় হওয়া কিপ্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম রূপ গভীর উৎস হইতে যে কত সুখধারা নিঃসারিত হইতে পারে, তাহারা তাহার আভাসও পায় না। কিন্তু তাহারদিগের এ বোধ নাই বলিয়া কদাপি ঐশিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না,—জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের দর্শন-শক্তি নাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি-সুখ সম্ভোগের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

ইহা বলা বাহুল্য, যে জগদীশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় না জানিলে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিয়মানুযায়ি কার্য্য করা সম্ভাবিত নহে। এই অখিল সংসার রূপ ভ্রম-শূন্য প্রগাঢ় গ্রন্থের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্ব-

রূপ বিষয়ক জ্ঞান লাভের অদ্বিতীয় উপায়। অতএব, তিনি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা বিশিষ্ট-রূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। যাহারা ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আবৃত থাকিয়া অহরহঃ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম শুভকর নিয়ম সমুদায় লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহারদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট রূপে স্ফূর্ত্তি পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়া তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দুঃখ বর্জ্জন ও সুখ সম্ভোগ করেন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অপার মাহাত্ম্য ও নির্ম্মল মঙ্গল স্বরূপে তাঁহারদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রত্যয় জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। যৎ পরিমাণে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবেক, তৎপরিমাণে তাঁহাকে মহৎ ও পূর্ণ-স্বরূপ বলিয়া স্পষ্টরূপে বোধ হইতে থাকিবেক। এদেশীয় সর্ব্ব-সাধারণ লোকে এখানকার প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরকে অতি ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ-জ্ঞান স্থির করিয়া এই প্রকার

বিশ্বাস করেন, যে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মূর্ত্তি-মান্, ভূলোকের ভার মোচনার্থে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ও অবতীর্ণ হইয়া কখন কখন পাপাসক্ত মনুষ্যের ন্যায় অবি-হিত কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয়েন, আর জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার পূজা, স্তুতি ও প্রণতি করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করেন, ও তাঁহার অ-র্চ্চনা না করিলে কোপান্বিত হইয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করেন। ইত্যাকার নানা প্রকার অপবাদ দিয়া যে তাঁহারা পরাৎপর পর-মেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক স্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে তাঁহারদের বিবেচনারই ত্রুটি স্বী-কার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে নানা প্রকার বিদ্যা প্রচার দ্বারা লোকের জ্ঞানোদ্রেক হই-বার সম্ভাবনা হইতেছে,—শীঘ্র বা কাল বিল-ম্বে অজ্ঞান রূপ তামসী নিশার অবসান হই-বার উপক্রম হইতেছে। জগদীশ্বর-প্রসাদে যৎ পরিমাণে বিদ্যাজ্যোতি বিকীর্ণ ও মানব প্রকৃ-তির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবেক, তৎ পরিমাণে তাঁহার পরাৎপর পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবেক, এবং তৎপরিমাণে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবা-

রিত হইয়া লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখোন্নতি হইতে থাকিবেক।

অনেকে পরমেশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসি হয়েন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। আমারদিগের মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে আমারদিগের যত মনোবৃত্তি আছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পৃথিবীর কার্য্য সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বুভুক্ষা, কাম, অপত্যস্নেহ, প্রতিবিধিৎসা, নির্ম্মিমিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, জুগোপিষা, সাবধানতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং পরিমিতি, আকারানুভাবকতা, কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা এবং সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ভূমণ্ডলের অতিনৈকট্য অখণ্ড্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীর রক্ষার্থে বুভুক্ষা, জীবপ্রবাহ রক্ষার্থে কাম, সন্তান প্রতিপালনার্থে অপত্যস্নেহ, বিপদুদ্ধার

ও প্রতিবন্ধক নিরাকরণার্থে প্রতিবিধিৎসা, গৃহ নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়নাদির নিমিত্তে নির্ম্মিমিৎসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবৎসা, ভাবি দুর্ঘটনা নিবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাকার সকল মনোবৃত্তিই ভূলোকের এক এক কার্য্য সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই তাহারদের সম্যক্ উপযোগিতা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এই পৃথিবীতে তাহারদিগকে যথোচিত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না পাইয়া অন্যথাচরণ করিলে, জগদীশ্বরের অনুমতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আমারদের আশা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, শোভানুভাবকতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরলোকেও চরিতার্থ হইতে পারে, এবং কোন ভাবি অবস্থাতেও তাহারদের উপযোগিতা থাকিতে পারে; কিন্তু পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ইহলোকেও লোকের দুঃখ নিবারণার্থে ও ভূমণ্ডলকে বিমল সুখের আলয় করিবার নিমিত্তে যে তাহারদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই অবনিমণ্ডলেও যে তাহারদের অত্যন্ত উপযোগিতা আছে, তাহার কোন সংশয়

নাই। যৎ পরিমাণে আমারদের মানব প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তু বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবেক, তৎ পরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য বিষয়ক জ্ঞানেরও আধিক্য হইতে থাকিবেক, এবং তৎ পরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইয়া আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব। ফলতঃ, যখন চক্ষুর সহিত জ্যোতির্ব্বিষয়ক নিয়মের, এবং কর্ণের সহিত বায়ু বিষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তখন আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুরূপ ঐক্য না থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

সমুদায় মনোবৃত্তিরই এই স্বভাব, যে সমধিক তেজস্বী হইয়া উৎসাহ পূর্ব্বক চালিত হইলেই প্রচুর সুখ প্রদান করে, নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোৎপাদনে অসমর্থ হয়। অতএব, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মনোবৃত্তিরও তেজোবাহুল্য এবং ঔৎসুক্য সহকারে চালনা এই

উভয়ই আমারদের সুখের কারণ। স্বরানুভাবকতা শক্তির স্বাভাবিক অল্পতা বশতঃ যাহার কিছুমাত্র স্বর-জ্ঞান ও রাগরাগিণী বোধ নাই, তাহার সুখ প্রাপ্তির এক প্রধান পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। সেইরূপ, যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রখরা থাকে, ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয়, তিনি তাহা প্রবলরূপে চালনা করিয়া যে রূপ অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন, চেষ্টারহিত-মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা কখনই তাদৃশ সুখের স্বাদ গ্রহে সমর্থ হয় না। তাহারা স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণে অশক্ত প্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি চালনায় অভ্যাস না থাকাতে বিস্তর সুখে বঞ্চিত হয়। বিশেষতঃ, সৃষ্টি-ক্রিয়ার আলোচনা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ নিরূপণ করাও মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যাহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া আপনারদের বুদ্ধিকে অমার্জ্জিত রাখে, এবং সুতরাং পরম সুন্দর বিশ্ব-কৌশল প্রতীতি করিতে, এবং তদ্দ্বারা বিশ্বাধিপের অ-

ত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য মহিমার আলোচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহারদিগকে বহুবিধ নির্ম্মল আনন্দ লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। পরমেশ্বর-পরায়ণ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এই অখিল সংসার রূপ মহারাজ্যের এক এক পরম শুভকর নিয়ম অবগত হইয়া যে প্রকার প্রগাঢ় সুখ প্রাপ্ত হয়েন, কুসংস্কারাবিষ্ট মূঢ় লোকের ভাগ্যে তাহা কখনই ঘটে না। তাহারা শাস্ত্র বিশেষের প্রমাণানুসারে কাল্পনিক দেবতাদিগের কল্পিত চরিত্র শ্রবণেই আপনারদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ অখণ্ড্য অভ্রান্ত শাস্ত্রে অধিকারি হয় না, সুতরাং তাহার আলোচনায় যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার আস্বাদন মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অতএব, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহারদিগকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক বৃত্তি এ অংশে বিফলে যায়।

এই রূপ যে সকল পাপিষ্ঠ নরাধম ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন করিয়া অন্যাচরণ করে, তাহারদের শত শত প্রকার প্র-

সিদ্ধ শাস্তির বিষয় দূরে থাকুক, তাহারদি-
গের যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার ফল রূপ পরম
পবিত্র সুখাস্বাদনে অধিকার হয় না, ইহাও
তাহারদের সামান্য শাস্তি নহে। নির্দ্দোষ
সাধু ব্যক্তি আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া যেরূপ
আত্ম-প্রসাদ ও শান্তি-সুখ লাভ করেন, পর-
মেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি জগদীশ্বরের
বিচিত্র শক্তি, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অপার মঙ্গলা-
ভিপ্রায়ের আলোচনায় অন্তঃকরণ সমর্পণ ক-
রিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব ক-
রেন, এবং পরহিতার্থী দয়াশীল ব্যক্তি দুঃ-
খিকে অন্ন দান, রোগিকে ঔষধ প্রদান এবং
অজ্ঞানিকে জ্ঞান দান করিয়া যেপ্রকার প্রগাঢ়
হর্ষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার আস্বাদ গ্রহণের
সামর্থ্য না থাকা কি সামান্য দুঃখের বিষয় ?
যখন কোন নিরাশ্রয় অনাথ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা
রসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁ-
হাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করে, অথবা
অতি দীন পিতৃ-হীন বালক তাঁহার কৃপা লাভ
করিয়া আপনার মলিন মুখের হাস্য দ্বারা
মনের পরিতোষ প্রকাশ করে, এবং আন-
ন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া নয়ন যুগল সজল ও

উজ্জ্বল করে, তখন তাঁহার কি অনুপম মনোরম সুখেরই উদয় হয়! যিনি চিরজীবন মধ্যে এরূপ একটি পুণ্য কর্ম্মও করিয়াছেন, তাঁহার সুখ-সরোবর কখনও নিঃশেষে শুষ্ক হয় না। তিনি যখন তাহা স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার অন্তঃকরণ সুখামৃত রসে অভিষিক্ত হয়। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষ তুল্য নিতান্ত প্রতিপালিত আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিলে কত আহ্লাদই হয়! যিনি স্বয়ং জলতরঙ্গে পতিত হইয়া তথা হইতে কোন মুমূর্ষু বক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন, বা দহ্যমান গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তাহার মুখাবলোকন করিলে কেমন পুলকিত হয়েন! পুণ্য-ক্রিয়ার সঙ্কল্পে সুখ, অনুষ্ঠানে সুখ, এবং অনুষ্ঠান করিলে পরে তাহার আলোচনাতেও সুখোদয় হয়! যে পাপাসক্ত দুরাচারেরা এমন সুখ-ভাণ্ডারে বঞ্চিত হয়, তাহারদের কর্ম্মানুযায়ি শাস্তি প্রাপ্তির আর কত অবশিষ্ট থাকে?

আর, ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পালন করিলে সাংসারিক উপকার দর্শে, এবং

লঙ্ঘন করিলে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মাচরণে যে সাংসারিক সুখোৎ-পত্তি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দেখ, উপচি-কীর্ষা, ন্যায়পরতা, ভক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধা-ন্য রাখিয়া স্বপরিবারস্থ সকল ব্যক্তির স-হিত সদ্ব্যবহার করিলে কেমন প্রীতির পাত্র ও সমাদর-ভাজন হওয়া যায়! যদি আমরা পুত্র ভৃত্যাদির প্রতি স্নেহ, দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করি, তবে তাহারা আপনা হইতেই আমারদের প্রতি অকপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রফুল্ল চিত্তে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদের আজ্ঞা পালন করে। এপ্রকার পিতা বা প্রভু কখ-নই অন্যায় ও অসাধ্য কর্ম্মে অনুমতি ক-রেন না, সুতরাং তাঁহার কার্য্য সাধনে তা-হারদের বিরক্তি হয় না। ধর্ম্মশীল মিত্রের আদরের সীমা কি! তাঁহার মিত্রেরা তাঁহার প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হয়, তাঁহাকে যথা সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার মুখাবলোকন ও তাঁহার সহিত সদা-লাপ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে। বৈদ্য, বণিক্ ও রাজকীয় কর্ম্মচারিদিগের

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহারে অভ্যাস পাওয়া অশেষ উপকারের হেতু। তাহা হইলে তাঁহারা লোকের বিশ্বস্ত ও আদরণীয় হয়েন, এবং তাঁহারদের স্বীয় ব্যবসায়েরও গৌরব ও উন্নতি হইতে পারে।

পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন। অতএব, সকলে এক এক প্রকার কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই সংসারের সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মই ভূলোকে বিবিধ প্রকার ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। "আমি মনুষ্যবর্গের প্রয়োজন সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে পরিশ্রম করিতেছি" এই মনে করিয়া যে কৃষক ও শিল্পকার কার্য্য করে, এবং "ক্রেতাদিগের অনিষ্ট না হয় ও তুষ্টি সাধন হয়" এই অভিসন্ধি রাখিয়া যে পরহিতৈষী ব্যক্তি স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, তাহারদেরই প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির বিধানানুযায়ি কার্য্য করা হয়, এবং তাহারাই সম্যক্ প্রকারে

কৃতকার্য্য হয়। ইহাতে, তাহারদের অর্জ্জন স্পৃহা বৃত্তিও বিশিষ্টরূপ চরিতার্থ হইতে পারে। বৈদ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রতি এই ব্যবস্থা। বৈদ্য যদি রোগির রোগ শান্তি মাত্রের উদ্দেশে তদ্গতান্তঃকরণে চিকিৎসা করেন, এবং উকীল যদি নিয়োগ কর্ত্তার মঙ্গল মাত্র অভিসন্ধি করিয়া একান্ত যত্নে তাঁহার কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-জনিত পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন. এবং যথেষ্ট সমাদর. নির্ম্মল যশ, ও পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন।

আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি পশ্চাল্লিখিত নিয়ম ত্রয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—যে ব্যবসায় লোকের হিত-কারী, তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ।— যে পরিমাণে পরিশ্রম করিলে লোকের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণে পরিশ্রম করা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ।—যাঁহার যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, তাঁহার

সেই বিষয়েপ্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা লাভ করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ সুস্থ ও উৎকৃষ্ট হয়, এবং তিনি যাবজ্জীবন ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই একথা বলিতে পারা যায়, যে জগদীশ্বর তাঁহার সমুদায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যথা নিয়মে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি চালনার সামর্থ্য দিয়া তন্নিমিত্তক পরম সুখ সম্ভোগে বিশিষ্ট রূপ অধিকারি করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহা শিক্ষা করা উচিত। অতএব, যেমন ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম জানিতে হইলে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়, সেই রূপ কোন্ কোন্ ব্যবসায় মনুষ্যের যথার্থ উপকারী এবং কোন্ বিষয়ে কত পরিশ্রম করিলে তাহার ন্যায্য পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমুদায় অবগত হইবার নিমিত্তে

লোকযাত্রাবিধান বিদ্যাও* অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই বিদ্যা-ব্যবসায়িরা যেমন ধনোপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করেন, সেইরূপ তাঁহারদের এপ্রকার উপদেশও প্রদান করা উচিত, যে কেবল ধন মাত্রই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, এবং কেবল ধনেই যে সর্ব্বসাধারণ লোকের সুখ লাভ হয় তাহাও নহে; জ্ঞান এবং ধর্ম্মই স্থায়ি সুখের মূল। লোকযাত্রাবিধান বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দারিদ্র্য দশা ঘটে, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ করাতে সেই দুঃখের কত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অপত্যোৎপাদন বিষয়ক নিয়মের লঙ্ঘন হওয়াতে আয় অপেক্ষা সন্তানের সংখ্যা অধিক হইলে, দুঃস্থতা এবং তৎপরে দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহা দুঃখি লোকদিগের যুক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহারের ফল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারদিগের সেই দারুণ দুঃখ রূপ দাবানলে সাধ্যমত বারি সেচন করা ধনাঢ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। কেবল উপস্থিত দুঃখের

---

* আয় ব্যয় বিষয়ক বিধিদর্শক শাস্ত্র।

প্রতীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, তদনুরূপ ক্লেশ ঘটনা নিবারণার্থে তাহার কারণ সমুদায় নিঃশেষে নিরাকরণ করা স-র্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ, মনুষ্যের সকল অবস্থাতে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ, তদ্ব্যতীত দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধির আর উপায় নাই।

এক্ষণে প্রায় সকল দেশীয় লোকেরই এই প্রকার সংস্কার আছে, যে কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভাতেই সুখোৎপত্তি হয়; যদিও কেহ কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অন্য প্রকার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ধনাদি লাভই পরম পুরু-ষার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভা আমারদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়, অতএব তদ্দ্বারা কখনও প্রকৃত রূপ সুখপ্রাপ্তি হইতে পারেনা; কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্র-বৃত্তির উপদেশানুযায়ি ব্যবহার না করিলে সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভা-বিত নহে। অনেকেই ধন ও প্রভুত্ব মাত্রের উদ্দেশে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রবৃত্ত

হইয়া নানা প্রকার অন্যায় আচরণ পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহাতে, তাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকের নিকট অবিশ্বস্ত ও হতমান হয়, ক্রমাগত চৌর্য্য ও প্রতারণায় প্রবৃত্ত থাকিলে এক-বার না এক বার ধৃত হইয়া রাজদণ্ডেও দণ্ডিত হয়, এবং কেহ কেহ আপনার অবিবেচনা ও দু-ষ্প্রবৃত্তি দোষে গৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হয়। এদেশীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই যেমন আয় বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ক-র্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই, সেইরূপ তাঁহা-রদের ব্যয় বিষয়েও দূরদৃষ্টি ও ন্যায্যান্যায্য বিচার থাকে না। তাঁহারা চৌর্য্য, উৎকোচ, প্রতারণাদি নানাপ্রকার গর্হিত উপায় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করেন, এবং সুখ্যাতি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগার্থে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া অকাতরে অর্থ ব্যসন করেন ও উপা-র্জ্জিত অর্থ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করাতে অবশেষে ঋণ গ্রস্তও হয়েন। ঋণ-গ্রস্ত হইলে অবিলম্বে লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপ-মানিত হইতে হয়। প্রথমে মূর্খতা ও প্রতা-রণা, পরে ঋণ ও যাতনা, এই চারি শব্দেই

তাঁহারদের চরিত্র বর্ণনা পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সংসারের সমুদায় দুঃখই সাংসারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; অতএব যাঁহারা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অভিমত ফল লাভ করিতে না পারেন, পশ্চাল্লিখিত দুই বিষয় তাঁহারদের কৃতকার্য্য না হইবার প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। [illegible]র, তাঁহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারদের তদুপযোগি ক্ষমতা না থাকিবেক; নয়, কোন কোন অতিপ্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহারদের স্বীয় বৃত্তি বিষয়ক সমুদায় কার্য্যের প্রযোজক হইয়া থাকিবেক। যদি উকীলদিগের প্রবলতর ভাষা ও তর্কশক্তি না থাকে, তবে তাঁহারা কখনই স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, এবং যে গায়কের উত্তমরূপ কালানুভাবকতা ও স্বরানুভাবকতা শক্তি নাই, ও যে চিত্রকরের বর্ণানুভাবকতা, শোভানুভাবকতা, নির্ম্মিমিৎসা ও অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অতিক্ষীণ, তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা সমধিক অর্থ উপার্জ্জন ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ ক-

রিতে সমর্থ হয়েন না। আর যাহারদিগের শারীরিক প্রকৃতি কেবল শ্লেষ্ম-প্রধান, তাহারদিগের মনোবৃত্তি সকল কোন বিষয়ে তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না; ইহাতে তাহারদিগের ব্যবসায়ের বিলক্ষণ হানি সম্ভব। এইরূপ, স্বার্থ সাধন মাত্র আমারদের ব্যবসায় নির্ব্বাহের উদ্দেশ্য হইলে [illegible] অনিষ্ট ঘটনা হয়। যে চিকিৎসক [illegible]দ্রা-সংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে, সুতরাং যে স্থানে যত গুলি মুদ্রা হস্তগত হয় সে স্থানে তদনুযায়ি ব্যবহার করে; আর যে চিকিৎসক ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া রোগির প্রতীকার উদ্দেশে চিকিৎসা করেন, রোগী ব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ এক কটাক্ষেই বুঝিতে পারেন। তিনি দেখিতে পায়েন, চিকিৎসকের বুদ্ধিবৃত্তি উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত হইলে, রোগির শরীরের ভাব ও প্রয়োজনাপ্রয়োজন যেমন স্পষ্টরূপে বোধ হয়, কেবল অর্জনস্পৃহাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে, সেরূপ কখনই হয় না। অতএব, তিনি ন্যায়বান্ পরোপ-

কারি চিকিৎসককে নিযুক্ত করিতে পারিলে, স্বার্থপরায়ণ কুটিল-স্বভাব বৈদ্যকে কখন চাহেন না। ঐরূপেও অনেকানেক স্বার্থপর ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যতিক্রমঘটে।

এই সমুদায় উদাহরণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে ব্যবসায়ের হানি হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু সংসারের যেরূপ স্বরূপ, তাহাতে পদে পদে [illegible] দোষে অন্যের অপকার হইয়া থা[illegible]ণিক্‌দিগের আপনার অনৈপুণ্য ও অবিবেচনা এবং অংশি ও কর্ম্মচারিদিগের অপটুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, উভয় কারণেই ক্ষতি ও অসম্ভ্রম হইতে পারে। জন-সমাজে পরস্পর সমবেত চেষ্টা করিয়া বিস্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে সমুদায় সম্পন্ন করা উচিত, তাহার নাম সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, সংক্ষেপে তাহারবিবরণ করা যাইতেছে।

সামাজিক নিয়ম

মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহ নির্ম্মাণ, শস্য উৎপা-

দন, নৌকা গঠন, বস্ত্র বয়ন, ইত্যাদি যাবতীয় সুখ-সাধন ব্যাপার লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন, সমাজ-বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমারদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সঞ্চার করে। কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গ-লিপ্সা, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা, লোকানুরাগ-প্রিয়তা প্রভৃতি অতি শুভকরী বৃত্তি সমুদায় জন-সমাজে অপর্য্যাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া ক- আনন্দই প্রদান করে! বিশেষতঃ মনুষ্য-বর্গকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সমাজ-বদ্ধ করাই আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তির এক মাত্র উদ্দেশ্য। অতএব, যিনি আমারদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমারদিগের গৃহস্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনু-ষ্যের এই বৃত্তি থাকাতে স্বভাবতই অন্য সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়। শিশুগণ মাতৃ বা ধাত্রী ক্রোড়ে গমন করিতে কত ব্যগ্র হয়! বালকেরা স্বীয় বয়স্যাদিগের সংসর্গি হইবার

নিমিত্ত কেমন উৎসুক হয়! আর প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিরা স্বকীয় মিত্র মণ্ডলীর সহবাসে মধুরালাপে কালযাপন করিতে পারিলেই বা কেমন প্রফুল্ল থাকেন! আমরা অন্যের সহিত মিত্রতা করিয়া, অন্যের প্রিয় পাত্র হইয়া ও অন্যের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র স্বর্গোচিত সুখ সম্ভোগ করি, লোকসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজনে বাস করিলে তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ, যদি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী নির্জ্জনে বসতি করি, তবে আমারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অধিকাংশই স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অকৃতার্থ থাকে, এবং সুতরাং স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ি সুখোৎপাদনে অসমর্থ হয়। এ প্রকার অবস্থায় থাকিলে পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের কিছু মাত্র বিভিন্নতা থাকিত না, বরঞ্চ তদপেক্ষাও তাঁহারদিগের দুরবস্থা হইত। পশুদিগের আত্মরক্ষার্থে যেরূপ নখ, শৃঙ্গ, লোমাদি নানা উপায় আছে, আমারদিগের তদনুরূপ উপায় না থাকাতে অতি সামান্য হেতুতেই প্রাণ বিয়োগ হইত। অত-

এবং পরস্পর সাপেক্ষতা আমারদিগের সকল সম্পদের মূল, এবং যিনি এই পরম শুভদায়ক সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তিনি পরম মঙ্গলাকর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক সামাজিক নিয়ম সমুদায় শিক্ষা করা ও শিক্ষা করিয়া পালন করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

একাকী নৌকা চালনা করিয়া অধিক দূর গমন করা সম্ভাবিত নহে, অনেকের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। যাহারদিগকে নৌকা চালনা করিতে হয়, তাহারদিগের তদ্বিষয়ক নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সমুদ্রের আবর্ত্ত, গুপ্ত চর, বায়ুর প্রভাবানুসারে পাল নিয়োজন, পথের গুণাগুণ, ইত্যাকার সমস্ত ব্যাপার সম্যক্ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে নাবিক এই সমুদায় বিষয়ে সুনিপুণ, সদা সতর্ক, ও স্বকর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হয়, আর ব্যসনাসক্ত ও মাদক সেবনে অনুরক্ত না থাকে, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু যে নাবিকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল, এবং বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ, সুতরাং নৌকা-চালন

কার্য্যের অনুপযুক্ত, এবং যে সর্ব্বদাই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে জল-মগ্ন হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইতে অব্যাজ। যে সকল পোতবাহক কোন অনুপযুক্ত কর্ণধারের দোষ গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারদের বিস্তর ক্লেশ প্রাপ্তি ও মৃত্যু ঘটনা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আপনার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সহকারি কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিলে শ্রম লাঘব হয় বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ দুর্ব্বৃত্ত লোক নিযুক্ত করিলে তাহার ভ্রম, প্রমাদ, চৌর্য্য ও প্রতারণা দ্বারা কর্ম্ম-ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় ব্যক্তিদিগের প্রাণের উপরেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে পরস্পর অংশি স্বরূপে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে, বাহুল্যরূপ ব্যবসায় ও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম অবগত থাকা ও তৎ প্রতিপালনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। যদি কোন বাণিজ্যাগারের এক অংশী কলিকাতায় ও অন্য এক অংশী

লণ্ডন নগরে থাকেন, তবে লণ্ডন নগরস্থ অংশির ভ্রম, অনবধানতা, অথবা প্রতারণায় কলিকাতাস্থ অংশির সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সমবেত বাণিজ্য সামাজিক নিয়মসিদ্ধ বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অবলম্বন করিতে হইলে, তৎ পালনার্থে যে যে প্রকরণ করিতে হয়, তাহার অন্যথাচরণ করিলেই অনিষ্ট ঘটে। যাহারদের সহিত বিষয়ঘটিত সংস্রব রাখিতে হয়, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি কার্য্য করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে কি না, তাহা বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান করা উচিত। সামাজিক নিয়ম পালন বিষয়ে এই গুরুতর তত্ত্বে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তৎপ্রতিপালনের রীতি নির্দ্দেশ করা গেল, এক্ষণে, তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহার আর দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চরিতার্থ হওয়া যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয়, এবং সমুদায় প্রা-

কৃতিক নিয়মের সহিত তাহারদের ঐক্য থাকে, তবে কোন জন-সম্প্রদায়ের লোকে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে ক্রমাগত চরিতার্থ করিলে, ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধনে চেষ্টা না করিলে, অবশ্যই দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহার সংশয় নাই। এদেশীয় লোকের অবস্থা দৃষ্টি করিলেই ইহার যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে দেশে অন্ন অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক, সে দেশীয় লোকের সমূহ ক্লেশ উৎপন্ন হয়; অতএব আপন আপন অবস্থানুসারে অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা উচিত। যাবৎ পরিবার প্রতিপালন ও সন্তান সন্ততিকে শিক্ষাদানের উপযোগি অর্থ সংগ্রহ বা তাহার উপায় ধার্য্য করিতে না পারা যায়, তাবৎ বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যদি কোন বহু-লোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলন করিয়া অল্প বয়সে স্ত্রীপরিগ্রহ করে, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকাল মৃত্যু দ্বারা

সে দেশের লোক-সংখ্যা হ্রাস হয়। এ দেশীয় লোকে এই নিয়ম লঙ্ঘন করাতে যে রূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। কত শত ব্যক্তি কতক গুলি কুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। তাহারদের ভরণ পোষণের ভার যাঁহার উপর সমর্পিত আছে, তিনি তদুপযোগি ধনের চতুর্থাংশও উপার্জ্জন করিতে পারেন না। কেহ কেহ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অন্ন চিন্তায় ব্যাকুল হয়েন, এবং ঋণ-গ্রস্ত হইয়া কোন ক্রমে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন; ইহাতে তাঁহারদের ঋণবৃদ্ধি সহকারে দিন দিন সন্তাপ ও ব্যাকুলতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। কত কত সদ্বংশ-জাত ভদ্রলোক অন্নাভাবে মৃত-প্রায় হইয়া অবশেষে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। কেহ কেহ বিষয়-কর্ম্ম চেষ্টায় অর্দ্ধ আয়ুঃশেষ করিয়া অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পরিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশত্যাগ করিতেছে। যাহারদের উদর পূর্ত্তি হওয়া দুঃসাধ্য, তাহারদের জ্ঞান চর্চ্চাই বা কোথায়? ধর্ম্ম চিন্তাই বা কোথায়? এই সমস্ত দুঃসহ

দুঃখ উদ্বাহ, অপত্যোৎপাদন ও অন্যান্য কার্য্য বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানব প্রকৃতির যেপ্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে আমারদের সমুদায় বৃত্তিকে যথোচিত সংযত করা উচিত। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি অতি প্রবল হইলে অত্যন্ত লোভ বৃদ্ধি হইয়া প্রতারণা ও চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হয়, ও তাহার প্রতিফল রূপ নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারদের অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাঁহারা পুত্র কন্যার কুপ্রবৃত্তিতে উৎসাহ দিয়া তাহারদিগকে অবিনীত করেন ও অশিক্ষিত রাখেন; ইহাতে তাহারদের ও আপনারদিগেরও অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়। অতএব, যখন সমুদায় মনোবৃত্তিকে যথোচিত দমন করা উচিত, তখন কেবল অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। পরমেশ্বর আমারদের রিপু-দমন ক্রিয়াকে কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও তদুপযোগি শৃঙ্খলা স্থাপন করি-

য়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমারদিগের দেশীয় লোকেরা এই সমস্ত পরম শুভকর নিয়ম অবগত না থাকাতে, ক্রমাগতই তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন, ও তাহার প্রতিফল স্বরূপ যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পরিবার প্রতিপালনের উপায় ধার্য্য না করিয়া যে বিবাহ করা উচিত নয়, ইহা এদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে কখনও উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখস্রোত ও পাপ-প্রবাহ বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হইতেছেন। এই অধিবেদনের প্রথা যে পরিণাম অপকারক, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অতএব, এ দেশীয় লোকে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহারা অধিবেদন ও তৎপ্রয়োজক কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই উভয় প্রথা প্রচলিত রাখাতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা আপনারদিগের দারিদ্র্য দশা বর্দ্ধিত ও পাপানল প্রবল করিতেছেন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সক-

লকে তাহারদের বশবর্ত্তি রাখিয়া কার্য্য করিলে, ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট নিবরাণ ও ইষ্ট সাধন হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি হইতে থাকে। জগদীশ্বর আমারদিগকে অতিবিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অত্যুৎকৃষ্ট ইউরোপীয় হলযন্ত্র দ্বারা তাহা কর্ষণ করি এবং উত্তমোত্তম বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যে পরিধেয় ও অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করি, তবে প্রতিদিবস অল্প ক্ষণ পরিশ্রম করিলেই প্রয়োজনোপযোগি সমুদায় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। লোকে যদি উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত কর্ম্ম করিয়া কায়িক পরিশ্রমে নিরস্ত হয়, এবং অবশিষ্ট কাল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনায় ক্ষেপণ করে, তবে তাহারদের সর্ব্ব প্রকারেই সুখোৎপত্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রয়োজনোপযোগি দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহার উচিত মূল্য অবধারিত থাকে, অতএব পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় বিহিত বিধানে চালনা করিলে, সমুদায় মনোবৃত্তি পর-

স্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যা-
পৃত থাকে ; তাহাতে যাদৃশ অপর্য্যাপ্ত আ-
নন্দ অনুভূত হইতে পারে, তাহা আর কি-
ছুতেই হইতে পারে না। ইহা হইলে দে-
শের সর্ব্ব সাধারণ লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্ম
বৃদ্ধি হয়, এবং সন্তানে পৈতৃক ও মাতৃক গুণ
অধিকার করাতে পুরুষে পুরুষে স্বভাবের
উন্নতি হইয়া আইসে। ইহাতে সন্তানেরা
পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপেক্ষায় কেবল অধিক
বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে এমত নহে, ত-
দপেক্ষায় তেজস্বি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি
সমুদায় প্রাপ্ত হইতে, এবং তাহা লোক-হি-
তার্থে নিয়োজন করিয়া সাংসারিক সুখ সা-
ধন করিতে সমর্থ হয়।

আমারদিগের দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার
বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এসমুদায় অ-
ভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপা-
রের ন্যায় অসম্ভাবিত বোধ হয়। এদেশে
কৃষিকার্য্য যাহারদের উপজীবিকা, তাহারা
সকলেই বিদ্যা-বিহীন ইতর লোক। তাহা-
রা কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, সুতরাং উৎ-
কৃষ্ট প্রণালী ক্রমে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ

হয় না* । ভদ্র লোকেরা এ বৃত্তি অবলম্বন করা অসম্ভ্রম-জনক বোধ করেন । এ দেশীয় কৃষাণেরা যে প্রকার রীতিক্রমে স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, তাহাতে যদিও তাহারদের অধিক সময় ক্ষেপণ হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাহারদের বিদ্যা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা করণার্থে অবসর পাওয়া দুষ্কর, তথাপি তাহারা স্বীয় বৃত্তি দ্বারা স্ব স্ব পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতে পারে । কিন্তু এ দেশের কতক গুলি ভূস্বামি, এবং তাঁহারদের অনুচরেরা যেরূপ প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থাপহরণ করেন, তাহাতে প্রজাদিগের উদরান্ন সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য । তাহারাও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যথোচিত চালনা না করাতে ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারে না । জ্ঞান-বল ও ধর্ম্ম-বলই প্রধান বল ; যাহারা

---

* সম্প্রতি বারাসত গ্রামে একটি কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় ভদ্র লোকের সন্তানেরা কৃষি কার্য্য শিক্ষা করিতেছে । এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত শুভ-সূচক এবং যাঁহারা ইহার সূত্র পাত করিয়াছেন তাঁহারা বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন। স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত না হইলে কোন মতে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবেক না ।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক। আর ঐ সকল নিষ্ঠুর-স্বভাব দুর্দ্দান্ত ভূস্বামিও অবিহিত আচরণ দ্বারা আপনারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে অত্যন্ত প্রবল করাতে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহারদের কুব্যবহারে প্রজাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে যাহারা কিছু ক্ষমতাপন্ন, তাহারা তাঁহারদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে বিশিষ্টরূপে সচেষ্টিত হয়। এই হেতু মধ্যে মধ্যে প্রজায় ও ভূস্বামিতে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ ঘটনার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। প্রজার সহিত বিবাদ করিয়া অনেকানেক ভূস্বামিকে রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছে। ইহাও এক প্রকার কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিতে হয়, যে তাঁহারা প্রজানিষ্পীড়ন করিয়া যত অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মোকদ্দমাদি উপলক্ষেই তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, বরঞ্চ কখন কখন ঋণ-জালে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এইরূপে, তাঁহারা প্রজাগণের নিষ্পীড়ন করাতে

তাহারদিগের অনাদর-ভাজন হইতেছেন, ত-দ্বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্র-বৃত্তির উপদেশানুযায়ি কার্য্য না করাতে, সর্ব্বদা বিরক্তি, উৎকণ্ঠা, অপমান ও ধনক্ষয় রূপ অ-শেষ শাস্তি ভোগ করিতেছেন, এবং বোধ হয়, ভবিষ্যতে তাঁহারদিগকে এতদপেক্ষায়ও গুরু-তর প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদি কোন দেশের কোন ভূস্বামী স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লোকের সহিত তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজা সকল জ্ঞানা-পন্ন ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া তদনুযায়ি আচরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তিনি অন্তরে ও বাহিরে কেবল সুখ-ব্যাপারই দৃষ্টি করেন তা-হার সন্দেহ নাই। সমঞ্জসীভূত মনোবৃত্তি সক-লকে চরিতার্থ করিয়া— স্বীয় অধিকারস্থ জন-পদ সকল স্বর্গোপম সুখ-ধাম দৃষ্টি করিয়া— জ্ঞা-নবান পুণ্যাত্মা প্রজাদিগের প্রীতিভাজন হ-ইয়া— বিবাদ বিসম্বাদ এবং অজ্ঞান ও অধর্ম্ম জনিত দুঃখ সমুদায় হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া— আপনাকে পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অ-নুমতি পালনে সমর্থ জানিয়া তিনি যে প্রকার

অনুপম সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এদেশীয় তুঃশীল ভূস্বামিরা তাহার স্বাদগ্রহেও সমর্থ নহেন। ভূমণ্ডলে এরূপ অথবা এতদনুরূপ সুখ-ব্যাপার ঘটনা হওয়া এক্ষণে অসম্ভাবিত বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন জগদীশ্বর আমারদের শুভাভিপ্রায়েই সমুদায় বাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমারদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে তাহার সম্যক্ উপযোগিতা রাখিয়াছেন, তখন শীঘ্র না হউক, কাল বিলম্বেও তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া ভূমণ্ডল অপর্য্যাপ্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমারদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, স্বদেশের তুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাঁহারদের তুন্নিরাকরণার্থে লোকদিগকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে এদেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আপনারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য বুঝিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সমুদায়কে তাহার বশবর্ত্তি

রাখিয়া তদনুযায়ি সাংসারিক ব্যবহারে প্র-বৃত্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যেরূপ শরীরের স্থূলতা, দীর্ঘতা, বলবত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যদিগের পরস্পর বিভিন্নতা আছে, তাঁহারদের মানসিক প্রকৃতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্টি করা যায়। যখন পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক প্রকার বৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, তখন সকলেরই এক ব্যবসায় অবলম্বন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আপনার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদুপ-যুক্ত ব্যবসায় গ্রহণ করিলে জন-সমাজের কার্য্য সাধন হয়, এবং আপনারও অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখপ্রাপ্তি হয়। আমার-দিগের এই বিবেচনা না থাকাতে, এদেশ ঘোরতর দারিদ্র্য রূপ দাবানলে দগ্ধ হই-তেছে। এদেশের ভদ্র লোকেরা কেবল রাজ-কীয় কর্ম্ম ও লিপিকর-ব্যবসায় ভিন্ন আর আর সমুদায় ব্যবসায়কে হেয় ও অপমান-জনক বোধ করেন, অল্প বাণিজ্যকে উঞ্ছবৃত্তি বলি-য়া ঘৃণা করেন এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কার্য্য

কেবল ইতর লোকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। তাঁহারদের এই কুসংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে; যাহাতে লোকের সুখহানি ও দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তাহা কখনই এই সমুদায় প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। অতএব, এই কুপ্রথা অবলম্বন করিয়া চলিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই দুঃখ ঘটনা হয়। এদেশের যে অংশে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অংশেই এই নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল দৃষ্টিগোচর হয়। রাজপুরুষেরা প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে হিন্দুদিগকে অনধিকারি করিয়া রাখিয়াছেন, যে কয়েক টা বিচার-বিষয়ক কার্য্যে তাঁহারদের অধিকার আছে, তাহারও সংখ্যা অধিক নহে, অতএব ভদ্র লোকের মধ্যে অধিকাংশে কেবল লিপিকর-ব্যবসায় অবলম্বনেরই চেষ্টা করেন। বহু লোকে এক প্রকার বৃত্তি লাভার্থে সচেষ্ট হইলে, সহজেই কর্ম্ম অপেক্ষায় কর্ম্মার্থির সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে সুতরাং কতক লোককে কর্ম্মাভাবে অবশ্যই নিরবলম্ব থাকি-

তে হয়, ও অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয়। এ দেশীয় ভদ্র লোকদিগের অবিকল এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যালয়ে, প্রধান প্রধান বণিক্দিগের বাণিজ্যাগারে, বা ভূস্বামিদিগের অধিকারে কোন কর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্তেই অনন্য মনে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ ক্রমাগত ১০।১২ বৎসর বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তথাপি ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন না। তাঁহারদের এ ভ্রম কত দিনে দূরীকৃত হইবে? তাঁহারদের কি বিপরীত বুদ্ধিই উপস্থিত হইয়াছে! তাঁহারা দাসত্বকে পরম সুখকর জ্ঞান করেন, আর কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়ে প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চালনার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, এবং যাহা অবলম্বন করিলে আপনার স্বতন্ত্রতা ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ সহকারে অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তাহাকে অপকর্ম্ম ও উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু তাঁহারদের ভ্রম জন্মি-

য়াছে বলিয়া বাহ্য বিষয়ের অন্যথাভাব ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারে না ; অতএব, তাঁহারা বিশ্বাধিপের অনভিপ্রেত কার্য্য করাতে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বে যখন এক এক বর্ণের এক এক প্রকার বৃত্তি ছিল,—ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও রাজকার্য্য, বৈশ্যের বাণিজ্যাদি, বৈদ্যের চিকিৎসা, কায়স্থের লিপিকরতা ও অন্যান্য লোকের অন্যান্য বৃত্তি ছিল, তখন এপ্রকার দুঃসহ ক্লেশ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি ভদ্র লোকে ও বণিক্ তন্তুবায়াদি ইতর লোকে সকলেই লিপিকর হইবার জন্য ব্যগ্র। পূর্ব্বে যাহা কেবল কায়স্থের বৃত্তি ছিল, এক্ষণে সকল বর্ণেই সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যে অন্নে একজন মাত্রের উদরপূর্ত্তি হওয়া সম্ভব, তাহাতে দশ জনের ক্ষুধা নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? একারণ, ভদ্র লোকের পরিবার প্রতিপালন ও মান সম্ভ্রম

রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর ভদ্র লোকেরা শিল্পকর্ম্ম করিতে চাহেন না, অথচ ইতর লোকে ভদ্র লোকের বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এ প্রযুক্ত শিল্পকর্ম্ম অপেক্ষা শিল্পি লোকের সংখ্যা অল্প হওয়াতে অক্লেশে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এইরূপে দিন দিন এদেশীয় লোকের দুঃখানল প্রজ্বলিত হইতেছে। কিরূপে কত কালে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে পরমেশ্বর-প্রসাদে দুঃখের একশেষ হইলে সুখের প্রারম্ভ হয়, এই আশায় নির্ভর করিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়, যে কখন না কখন আমারদের দুঃখ ভার মোচন হইবেক। দুঃখ ভোগই সুখ-চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইবে, ও বিদ্যা প্রচার দ্বারা লোকের কুসংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া এক্ষণকার অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। কিন্তু এ দেশীয় লোকে যে কত কালে এই সকল যথার্থ তত্ত্বে আদর করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা এক্ষণে অনুমানেও আইসে না।

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে কি প্রকার সাংসারিক অমঙ্গল ঘটনা হয়, ১৭৬৯ শকের বাণিজ্য-ঘটিত বিপত্তি তাহার সম্যক্ দৃষ্টান্ত-স্থল। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে ইউ-নিয়ন্ ব্যাঙ্কের অসম্ভ্রম ঘটনাই তাহার প্রধান কারণ, আর ইহাও অনেকের বিদিত থাকিতে পারে, যে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষদিগের সাতিশয় স্বার্থপরতাই তাহার তাদৃশ অসম্ভ্রমের অদ্বিতীয় হেতু। প্রধান প্রধান বাণিজ্যাগারের যে সকল অংশি ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতা-পদে অধিরূঢ় ছিলেন, তাঁহারাই তাহার সর্ব্বনাশ করেন। তাঁহারা সাধারণের ধন পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ক মঙ্গল চিন্তনার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন আপন লোভানলে আহুতি দানার্থেই তাহা নিয়োজন করেন।

কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকেরা যে প্রকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েন ও যেরূপে ব্যয় ব্যসনাদি করিয়া থাকেন, অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই তাহার প্রবর্ত্তক তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা অত্যল্প মূল ধন লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন, এখানকার অদূরদর্শি মনুষ্য-

দিগের নিকট হইতে বিনা প্রতিভূ ও বিনা মূল্যে ধন ও পণ্য গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা ছলে কলে কৌশলে নিজ নিজ বাণিজ্য-কার্য্য বিস্তারিত করিতে থাকেন, ও আপনারা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানা প্রকার ব্যসন ও ইন্দ্রিয়োপভোগ সমাধান বিষয়ে অতিব্যয়শীল হয়েন। উত্তম অট্টালিকা, বহুমূল্য সুদৃশ্য যান, শোভমান পরিচ্ছদ, বহু-সমৃদ্ধি-সাধ্য আহার বিহার ইত্যাদি বিষয়েই তাঁহারদের সমুদায় অর্থ ব্যয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়া অসম্ভ্রম ঘটিয়া উঠে। এই সকল ইউরোপীয় বণিক্ কেবল ধনই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন; সুতরাং ইহাঁরদের ধর্ম্ম বিষয়ে তাদৃশ অনুরাগ নাই ও আপনার কুখ্যাতিতেও তাদৃশ লজ্জা বোধ নাই। অসম্ভ্রম হইলে ইহাঁরা ইন্সাল্‌বেণ্ট কোর্টের আশ্রয় লইয়া মহাজনদিগকে বঞ্চিত করেন, এবং অম্লান বদনে পূর্ব্ববৎ অধর্ম্ম-প্রযোজিত বাণিজ্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হয়েন। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরাও এই শ্রেণিস্থ লোক। অতএব, তাঁহারা স্বার্থ-পরবশ হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে লোভ রূপ জলধি-জলে বিসর্জ্জন দিলেন; আ-

পনারদিগের অর্থ সামর্থ্য অনুসারে যেরূপ ব্যবসায় সম্ভব তদপেক্ষায় বাহুল্য রূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন, এবং স্বীয় ধনে সেরূপ ব্যবসায় সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ঋণাদান ব্রত অবলম্বন করিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহারদের নীল-ব্যবসায়ই সর্ব্বনাশের হেতু হইল। তাঁহারা নীল-ব্যবসায় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে ব্যাঙ্ক হইতে রাশি রাশি মুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা সহজেই হস্তগত করিতে পারিবাতে অতি স্বচ্ছন্দ রূপে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই এক প্রয়োজন—আপনার লোভ রিপুকে চরিতার্থ করা সকলেরই উদ্দেশ্য; অতএব, যিনি যখন উত্তান হস্তে উপস্থিত হইয়া আত্ম অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, অন্যান্য সকলে একমত হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ ব্যয়ের বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা না থাকাতে নীল প্রস্তুত করিতে বহু ব্যয় হইতে লাগিল, অনেকে নীলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহার মূল্য ন্যূন হইয়া আসিল, কোন বৎসর বা নীলোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে বণিক্‌দিগের অত্যন্ত ক্ষতি

হইতে লাগিল। এইরূপে, বর্ষে বর্ষে যত ক্ষতি হয়, তাঁহারা কেবল ব্যাঙ্কের ধন লইয়া তাহা পূরণ করেন। ইহাতে ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের যে কোটি টাকা মূলধন, তাহার প্রায় সমুদায়ই কয় জন বিখ্যাত বণিকের হস্তগত হইয়া একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল!

১৭৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যে প্রকার বাণিজ্য বিষয়ক বিপত্তি ঘটনা হয়, তাহার মূল কারণ বিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার এক মাত্র হেতু। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অর্থ লোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পূর্ব্বক অতি প্রবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করাতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, এবং এই নিমিত্তে তাঁহারদিগকেও স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারদিগের অসম্ভ্রম ও মানভ্রংশ হইল, স্ব স্ব বাণিজ্যাগারের কর্ম্ম বন্ধ হইল, সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং তাঁহারা জন-সমাজে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক রূপে

পরিচিত হইয়া সকলের অনাদরণীয় ও অবি-
শ্বস্ত হইলেন। যদি তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও
ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ ক-
রিয়া ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে তাহারদের ব-
শবর্ত্তি রাখিয়া স্ব স্ব অর্থ সামর্থ্য ও আয় ব্যয়
বিবেচনা পূর্ব্বক আপন আপন বাণিজ্য-কার্য্য
নির্ব্বাহ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থ ও লোক-হি-
তার্থি হইয়া যথা নিয়মে ব্যাঙ্কের কর্ম্ম সম্পন্ন
করিতেন, তবে এপ্রকার দুর্ঘটনা কখনই ঘ-
টিত না, এবং তাঁহারদিগকেও এরূপ লজ্জা
ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হইত না।

যখন জগদীশ্বর আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও
ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর মনোবৃত্তি অ-
পেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন, ও বাহ্য বস্তু সমুদা-
য়কে তদুপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং
যখন পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান বৃত্তির উপদেশা-
নুসারে কার্য্য করিলেই সুখোৎপত্তি ও তাহা
না করিলেই অনিষ্ট ঘটনা হয়, তখন লোক-
যাত্রা নির্ব্বাহার্থে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির
প্রাধান্যানুযায়ি নিয়ম সকল সংস্থাপন করা
সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দেশের সর্ব্ব
সাধারণ লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স-

মুদায় যথা নিয়মে মার্জ্জিত ও উন্নত না হয়, তথায় সুবিবেচনা-সিদ্ধ ব্যবহার-প্রণালী সংস্থাপিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। মূঢ়দিগের সমাজে বাস করিলে পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিও তাহারদের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া স্বাভিমত কার্য্য সাধনে অপারগ হয়েন; বরঞ্চ কত কত পরম ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তি স্বদেশস্থ কুসংস্কারাবিষ্ট মূর্খদিগের অত্যাচারে অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বে এ কথার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে, এবং এক্ষণেও দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়ে পাঠকবর্গের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবেক।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট রূপে বিদ্যালোচনা করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি তথায় আপনার প্রয়োজনোপযোগি পুস্তক প্রাপ্ত না হইয়া সাতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইবেন,—তাঁহার অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য হইবেক। যদি তত্রস্থ লোকে সুচারু রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত, এবং তদ্দারা বিদ্যার মর্য্যা-

দা জানিয়া তাহার অনুশীলনার্থে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে বিদ্যার্থিরা তথায় বাস করিলে জ্ঞান-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন।

পল্লীগ্রামে ও সমুদায় সামান্য নগরে যে উৎকৃষ্ট রূপ বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমুদায়েও যে প্রকার প্রণালীক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, তাহাও উত্তম নহে, তাহাতেও বিস্তর দোষ আছে। সেখানেও বালকদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি যথা নিয়মে চালিত, বর্দ্ধিত ও নিয়োজিত হয় না, এবং অনেকানেক সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় পরম শুভদায়ক অত্যাবশ্যক বিজ্ঞান-শাস্ত্রও উপদিষ্ট হয় না। যদি এতদ্দেশীয় কোন মার্জ্জিত-বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট রীতি ক্রমে স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে অভিলাষ করেন, তবে যত দিন অন্যান্য লোকে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানাপন্ন হইয়া আপন আপন পুত্রদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা সাধনার্থে তদুপযোগি বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিবেন, তত

দিন তিনি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বাস্তবিকও, এক্ষণে কোন কোন ব্যক্তিকে এদেশীয় বালকদিগের সুশিক্ষা প্রাপ্তির অনুপায় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারদের সংখ্যা অধিক নহে। বহু লোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এতাদৃশ বিষয় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

এদেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ও অত্রত্য লোকদিগের অশেষ প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া যেৰূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা এদেশীয় ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যায়ি অনেকানেক ব্যক্তি সবিশেষ অবগত আছেন। কৌলীন্য মর্য্যাদা, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার প্রতিষেধ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা যে প্রকার প্রভূত দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে ও যাদৃশ পাপানল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তথাপি লোক ভয়ে এই সকল কুরীতির উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ নহেন।

কোন কোন দেশের লোকে সুরা, অহিফেণ প্রভৃতি মাদক সেবনে অত্যন্ত আসক্ত হ-

ওয়াতে আপনারদের বিশিষ্টরূপ অনিষ্ট উ-
ৎপাদন করিতেছে। কোন সদ্বুদ্ধিশালী দে-
শহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশীয় লোকের এই বি-
ষম বিগর্হিত কুব্যবহার রহিত করিবার মানস
করিলে কোনমতেই কৃতকার্য্য হইবেন না।
বরং তাঁহার স্বীয় সন্তানদিগকেও এবিষয়ে
নির্দ্দোষ রাখা সুকঠিন হইবে। তাহারা চ-
তুর্দ্দিকে কুদৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া অবিলম্বেই
তাহার অনুবর্ত্তি হইতে পারে। যত দিন তত্ত-
দ্দেশীয় লোকের সেই দেশাচারকে ধর্ম্ম-বি-
রুদ্ধ ও দুঃখ-দায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হই-
বে, তত দিন তাহা রহিত হইবার সম্ভাবনা
নাই*। অতএব, সর্ব্ব সাধারণ লোকে বিহিত
বিধানে বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক ভৌতিক, শারী-
রিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা না করিলে,
কোন ক্রমেই কোন দেশের কল্যাণ নাই।

---

* এতদ্দেশীয় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সুরাপান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং গুণকারি বোধ করেন। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয় বিচার করা যাইবে।

কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদেশীয় লোকের যে প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে ও সর্ব্ব দেশেই যেরূপ রীতি বর্ত্ম প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম শুভদায়ক অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে লোকে কেবল অর্থ উপার্জ্জন মাত্র শরীর ধারণের প্রধান প্রয়োজন ও জীবনের সার কার্য্য বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করে। জন-সমাজের অধিক লোক কেবল ধন-লালসাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই ব্যগ্র, মানব জন্মের সার্থক্য-সাধক প্রধান প্রধান বৃত্তিদিগকে চালনা করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা ভ্রমেও একবার চিন্তা করে না। যাহারা স্বাবকাশ ও সদুপায় থাকিতে জ্ঞান চর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলন না করে, তাহারদের অপরাধের আর পরিসীমা নাই। কিন্তু শ্রমোপজীবি সামান্য লোক প্রভৃতি যাহারদিগকে সমস্ত দিবসই শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহারদের যথা নিয়মে বিদ্যালোচনার সম্ভাবনা নাই। যাহারদিগকে সমস্ত দিবস কায়ক্লেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে

হয়, তাহারদের বিদ্যাশিক্ষার্থে অবসর থাকে না, এবং ১০। ১২ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের পরে বুদ্ধিবৃত্তি চালনার সামর্থ্যও থাকে না। যে সকল ব্যবসায়ি লোকে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল বা রাত্রি ৯। ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তাহারদের জ্ঞানানুশীলনের অবকাশই বা কোথায়? যোগ্যতাই বা কোথায়? ফলতঃ, বর্ত্তমান সাংসারিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া শারীরিক পরিশ্রমের হ্রাস না করিলে, আপামর সাধারণ সকল লোকের যথোচিত বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় অভিপ্রায় পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ বোধ না করেন, যে কিছু মাত্র শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীর চালনা করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ, দেহের লঘুতা-বোধ, চিত্ত-স্ফূর্ত্তি ও পরম সুখানুভব হয়। বিশেষতঃ, কেবল শারীরিক সুস্থতা মাত্রের উদ্দেশে অঙ্গ চালনা করা অপেক্ষায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিশ্রম করিলে শরীরের অধিক সুস্থতা ও মনের অধিক

সুখ সম্পন্ন হয়। অনতিদীর্ঘ কাল পরিমিত পরিশ্রম করা অতি উপকারক ও সকলের পক্ষেই বিধেয়। পরিশ্রম মাত্রকে অনিষ্টকর জ্ঞান করা মূর্খতার কর্ম্ম; কেবল তাহার আতিশয্যই অপকারক ও নিন্দনীয়। দীর্ঘ-কাল ব্যাপিয়া নিয়মাতীত প্রগাঢ়রূপ পরিশ্রম করিলে, বীর্য্য-ক্ষয় ও ক্লেশানুভব হইয়া বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনায় অপারগ হইতে হয়।

পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে অধিকারি করিয়াছেন, তৎ সম্পাদনার্থে সচেষ্টিত থাকাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ। তবে শরীর রক্ষা করিতে হইলেই অন্ন, বস্ত্র, ও বাসস্থান আবশ্যক; এপ্রযুক্ত তিনি তদুপযোগি বুদ্ধি, বল, ও শিল্প-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, তাঁহার এই সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়া নিন্দনীয় নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট বিষয় সাধনার্থে উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। সর্ব্বদেশীয় ধনিদিগেরই এই বাসনা, যে আপনারা ঐশ্বর্য্য ভোগে মগ্ন থাকিয়া পরম সুখে

কাল যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল তাঁহারদের ইন্দ্রিয়-সেবা সাধনার্থে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ঘোরতর অ-জ্ঞান ও সাতিশয় স্বার্থপরতার কার্য্য। যাঁহা-রা পরমেশ্বরের নিয়ম অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তদর্থে মানব প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই এ মতে সম্মত হইতে পারেন না। কোন দেশীয় কোন শ্রেণিস্থ লোকে কেবল কায়িক ক্লেশ করি-য়া আয়ুঃশেষ করিবার নিমিত্তে জন্ম-গ্রহণ করে নাই। পরমেশ্বর ধনি, মধ্যবর্ত্তি, নির্দ্ধন সকল শ্রেণিস্থ লোককেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্র-দান করিয়াছেন, এবং তৎ সমুদায়ই যে সর্ব্বা-পেক্ষা প্রধান বৃত্তি তাহাও সকলের হৃদয়ঙ্গম আছে। ধনহীন ইতর লোকদিগের এই সকল বৃত্তি যে বিফলে যাইবে, ইহা কখনই সর্ব্ব-লোক-পালক পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদি তাহারা ভারবাহ পশুদিগের ন্যায় কেবল গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে কায়িক ক্লেশ করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইত, তবে তিনি তাহারদিগকে ঐ সমুদায় মহীয়সী মনোবৃত্তি কখন প্রদান করিতেন না। অত-

এব, সর্ব্বসাধারণেরই স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু সময় জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় ক্ষেপণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সামান্য লোকদিগের এরূপ ব্যবহার করা যাহাতে সুগম ও সুসাধ্য হয়, ধনি ও জ্ঞানি ব্যক্তিদিগের তদর্থে চেষ্টা করা এবং রাজা ও রাজপুরুষদিগের তদনুকূল নিয়ম সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এক্ষণে কর্ম্মোপজীবি লোকদিগকে দিবসের অধিক ভাগ বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া এপ্রকার অবধারণ করা উচিত নহে, যে চিরকালই মনুষ্যদিগকে এইরূপ কুরীতি পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই এ আশঙ্কার সম্ভাবনা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারদিগের জ্ঞানানুশীলনে অনুরাগ ও চেষ্টা আছে, তাঁহারা এক্ষণেও তদর্থে উপায় ও অবকাশ করিয়া লয়েন। এক্ষণে যাহারদিগকে ক্লান্তিকর প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার্থে অবকাশ পাওয়া দুষ্কর বটে; কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞান শাস্ত্রের,

বিশেষতঃ শিল্পবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হই-
তেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে মনুষ্যের কায়িক
শ্রমের লাঘব হইয়া অল্প কালে সংসার নি-
র্ব্বাহের উপযোগি সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হ-
ইতে পারিবে। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যকে
যদর্থে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তদর্থে
তাহা নিয়োজন না করাতেই দুঃখ-ভাজন
হইতেছেন। ইংলণ্ডাদি যাবতীয় দেশে শিল্প
বিদ্যার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়া নানাবিধ
শিল্পযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাকার ধনলোভি
লোকেরা তদ্দ্বারা স্বাবকাশ লাভের চেষ্টা
না করিয়া কেবল অর্থ উপার্জ্জনেরই পন্থা
দেখেন। তাঁহারদের অতিপ্রবল অর্জ্জনস্পৃ-
হা বৃত্তি যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে
পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ
নাই। জগদীশ্বর কি এই নিমিত্তে আমার-
দিগকে বাষ্পের অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ ও
বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শক্তি প্রদান ক-
রিয়াছেন, যে আমরা তৎ সহকারে পূর্ব্বা-
পেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভোজ্য ও ব্যবহা-
র্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করণার্থেই যাবৎ কাল নি-
যুক্ত থাকিব? তিনি কি কেবল এই নিমিত্তে

আমারদিগকে জড় পদার্থ বিশেষের অসাধারণ গুণ ও আশ্চর্য্য শক্তি নিরূপণের ক্ষমতা দিয়াছেন, যে ভূরি ভূরি গৃহ নির্ম্মাণ ও রাশি রাশি বস্ত্র বয়নাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থেই তৎ সমুদায় নিয়োজন করিব? ইহা কাহারও অবিদিত নাই, যে এক্ষণে বাস্পীয় পোত দ্বারা এক বৎসরের পথ এক মাসে ও বাস্পীয় রথ সহকারে এক মাসের পথ এক দিবসে গমন করিতে পারা যায়। জগদীশ্বর আমারদিগকে কি নিমিত্তে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সাধনে সমর্থ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যে আমরা উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার্থে যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই নিমিত্তেই পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর আমারদিগকে যন্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষমতা দিয়াছেন, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ও তাহার উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, যাহাতে সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে অল্প ক্ষণ

বিষয় কার্য্য করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় ক্ষেপণ করিতে পারে, ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোকেই সমানরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভে অধিকারি হয়, এইরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত হওয়াই আবশ্যক। লোকে যদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক মানব প্রকৃতির বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে শিক্ষিত ও বিশ্ব-কার্য্যের আলোচনা পূর্ব্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে অবশ্যই মর্ত্ত্যলোকের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এক পুরুষে বা দুই পুরুষেই যে এই মনোরম মনোরথ পূর্ণ হইবে ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যের যে প্রকার প্রকৃতি ও যাদৃশ অল্পে অল্পে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এরূপ আশু উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সকল পরম শুভকর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে যে কত শতাব্দী গত হইবেক তাহার নিশ্চয় কি? কিন্তু যখন এই সমুদায় শুভদায়ক অভিপ্রায় আমারদের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-

প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড্য নিয়মের অনুযায়ি, তখন কোন না কোন কালে যে তাহা সম্পন্ন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন জন-সমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণ লোকের মূর্খতা সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক, সেইরূপ অর্থ ও বংশ-মর্য্যাদার অতিমাত্র গৌরবও তাঁহারদের সমুচিত সমাদর লাভ ও লোকের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের অত্যন্ত প্রতিকূল। ধন মাত্র মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের উপায় রূপে নির্দ্ধারিত থাকাতে, তাহাই সংসারের সার বস্তু বিবেচনা করিয়া, লোকে নানা ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রাণ পণে তৎ সঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পরিহার পূর্ব্বক ধনতৃষ্ণাতুর সম্ভ্রান্ত বিষয়ি লোকদিগের চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। বহু-মূল্য পরিচ্ছদ, উত্তম বেশ ভূষা, বাহ্য আড়ম্বর, উদ্বাহ-বিষয়ক কুলকর্ম্ম, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে বহুতর ব্যয় ইত্যাকার সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলেই এদেশে সম্যক্ রূপে সুখ্যাতি ও সমাদর লাভ করা যায়। যাহার

যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সে অতিশয় অসচ্চ-
রিত্র হইলেও লোকে তাহাকে অসামান্য ম-
নুষ্য জ্ঞান করে, এবং যে ধনবান্ ব্যক্তি
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া লো-
কের মনোরঞ্জন করেন, তিনি সকলের পূজ-
নীয় হয়েন,—তাঁহার যশোগান চতুর্দ্দিক্ হ-
ইতে শ্রুত হইতে থাকে। ধন সংগ্রহার্থে
চৌর্য্য, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানা
প্রকার বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম করিলেও জন-
সমাজে তাঁহার মানের ত্রুটি [illegible] প্রকাশ্য রূপে
অপযশঃ [illegible] হয় না। নির্দ্ধন লোকে
অত্যন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন ও [illegible] ধার্ম্মিক হইলেও,
তাদৃশ ধনি ব্যক্তির [illegible] মানের দশাং-
শের একাংশও প্রা[illegible] না। তিনি বাহ্য
আড়ম্বর দ্বারা [illegible] মালিন্য গোপন করিয়া
রাখেন, এবং লোকে [illegible]রের পবিত্রতা বি-
ষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া বাহ্য শোভারই পূজা
করে। ধনাঢ্যদিগের চরিত্র অত্যন্ত দোষা-
কর হইলেও লোকে তাহাতে বিরাগ প্রকাশ
করে না, বরং তদ্দৃষ্টে আপনারাও তদনুব-
র্ত্তি হইয়া চলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে,
এক্ষণে যে প্রকার কুৎসিত রীতি নীতি প্রচ-

লিত হইয়াছে, তাহাতে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি-দিগের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সকল দে-শেই ধন সম্পত্তির সমান আদর আছে ব-লিয়া এরূপ অবধারণ করা কদাপি উচিত নহে, যে বিশ্বাধিপতি ধনকে সর্ব্বোপরি পূজনীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকের যখন যে প্রকার সংস্কার থাকে, তখন তদনুযায়ি আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়। অত্যন্ত অস-ভ্যাবস্থায় জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় প্রবল থাকে, সুতরাং তখন নিষ্ঠুর-স্বভাব যুদ্ধ-ক্ষম বলিষ্ঠ ব্যক্তিরাই প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়, এবং বোধ করি, তৎকাল-প্রাপ্য সমধিক সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়। ভারতীয় মহাসা-গরস্থিত দ্বীপ বিশেষের লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মনুষ্য বধ করিয়া নিজ গৃহে যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, সে তদ্দেশীয় লোকের নিকট তত সমাদর প্রাপ্ত হয়। বো-র্ণিও, সেলিবিস্, মলুক্ প্রভৃতি নানা-দ্বীপ-নি-বাসি হোরফোর নামক লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে, যে নর হত্যা করিয়া তদীয় কপাল প্রদর্শন করিতে না পা-

রিলে বিবাহ হয় না। এক্ষণে যাঁহারা সভ্য জাতি বলিয়া খ্যাত আছেন, তাঁহারদের বু-দ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহা-রদের ঐ সকল প্রধান বৃত্তি অদ্যাপি নিকৃষ্ট বৃত্তিদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহারদের অর্জ্জনস্পৃহাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল থাকাতে, ধনই সর্ব্বা-পেক্ষায় স্পৃহণীয় ও আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান আছে। ইংরেজদিগের ন্যায়-বিরুদ্ধ ভার-তবর্ষীয় বাণিজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহ এবিষয়ের বিল-ক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান রত্ন প্রধান রত্ন, এবং ধর্ম্ম রূপ পরম পদার্থ সকল অপেক্ষায় পূজনীয়। অতএব, যৎ প-রিমাণে মানববর্গের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স-মুদায় উন্নত হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে বশ-বর্ত্তি করিবেক, তৎপরিমাণে ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আদর বৃদ্ধি হইয়া পরমেশ্বরের পরম শুভকর অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন হই-তে থাকিবেক।

পরমেশ্বর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়া-

ছেন, ও বাহ্য বস্তু সকলও তাহারদের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় বৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষায় প্রবল, তাহাকেই সমধিক সমাদর ও শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং লোকের তদ্বিষয়ের তারতম্যানুসারে মান, মর্য্যাদা ও পদোন্নতির তারতম্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই প্রকার গুণাগুণ অনুসারে লোকশ্রেণীর ইতর বিশেষ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং এই প্রকারে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করিলেই তাঁহার নিয়মানুগত কার্য্য করা হয়। ফলতঃ, লৌকিক প্রতিবন্ধক না থাকিলে জনসমাজের এইরূপ ব্যবস্থাই সংস্থাপিত হইতে পারে, কেবল লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য এই পরম রমণীয় মনোরথ সাধনের সম্যক্ প্রতিকূল হইয়াছে।

ধন-মর্য্যাদার ন্যায় বংশ-মর্য্যাদাও ন্যায়-বিরুদ্ধ ও অনিষ্ট-কারক। যদি মান্য কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি অতি অযোগ্য পাত্র হয়,—ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি ঘোরতর মূর্খ ও অতিশয় অধার্ম্মিক হয়েন, কুলীন-পুত্র যদি সর্ব্ব প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হয়েন, এবং রাজকুমার

যদি পিশাচবৎ পাষণ্ড নরাধম হয়েন, তথাপি লোক-সমাজে তাঁহারদের আদরের ত্রুটি হয় না;—হীন-বর্ণ, অকুলীন ও ধনহীনদিগকে অবশ্যই অবশ্য তাঁহারদিগের পূজা করিতে হয়। যখন জগদীশ্বর আমারদিগকে লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন,তখন সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করা অন্যায়ং নহে, এবং যখন ভক্তি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাত্রকে সমাদর করা তাঁহার অনভিপ্রেত নহে, কিন্তু সদসং বিবেচনা পূর্ব্বক যোগ্য পাত্রেই ভক্তি নিয়োজন করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। লোক-কল্পিত কুল-মর্য্যাদানুসারে অশেষ দোষাকর গুণ-শূন্য ব্যক্তিরা যে শান্ত-স্বভাব গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যদিগের দ্বারা আদৃত ও পূজিত হয়, এবং তাঁহারদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহারদের উপর প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করে, ইহা কদাপি পরম ন্যায়বান্ বিশ্ব-নিয়ন্তার অভীষ্ট নহে। পরমেশ্বর-প্রদত্ত প্রধান প্রধান প্রকৃত গুণ সমুদায়ই ভক্তির ভাজন; লোক-কল্পিত বংশ-মর্য্যাদা কদাপি তাহার বিষয় নহে।

এইরূপ অবিহিত আচরণ পরমেশ্বরের নিয়মানুগত নহে, অতএব তদ্দ্বারা নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকে বাল্যকালাবধি অকিঞ্চিৎকর কুল, মান, উপাধি এই সমুদায়েরই সমাদর করিতে শিক্ষা করে, যাহাতে যথার্থ কৌলীন্য ও যথার্থ শ্রেষ্ঠতা লব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে তাহারদের কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না। ইহাতে সর্ব্বদাই এ প্রকার ঘটিয়া উঠে, যে অনেকে কুলীন বা ধনাঢ্য লোকের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্তে তত্তদ্বংশোদ্ভব বুদ্ধি-হীন রিপু-প্রধান নিকৃষ্ট পাত্রের সহিত আপনার অতি উৎকৃষ্টতর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-ভূষিতা কন্যার বিবাহ দিয়া স্বীয় দৌহিত্র বংশের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করেন; কারণ এরূপ অপকৃষ্ট পাত্রের ঔরসে সেই কন্যার যত সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা অবশ্যই ধর্ম্ম ও বুদ্ধি-শক্তি বিষয়ে হীন হয়, তাহার সংশয় নাই। অকুলীন ধন-হীন লোকেরা যদি কোন ক্রমে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহা স্বীয় পরিবারের ও জন-সমাজের উন্নতি সমাধানার্থে ব্যয় না করিয়া কুল-ক্রিয়া করণার্থে সমর্পণ করে,

এবং একটা কুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে, তাহারদের অভিমান বর্দ্ধিত ও যশোভিলাষ প্রবল হইয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, ও তদ্দ্বারা কুল-মর্য্যাদা রূপ অন্ধ কূপে ভূরি ভূরি অর্থ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এদেশের ন্যায় ইউরোপেও বংশ-মর্য্যাদার বিলক্ষণ আদর আছে। তত্রত্য মান্য-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আপনারদিগকে অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করেন, এবং অন্যান্য লোকে স্বকীয় কুলের উন্নতি সাধনার্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদেশীয় বল্লালসেন-সংস্থাপিত কৌলীন্য-প্রথা দ্বারা যে সমস্ত মহানিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রথা না থাকিলে, বংশ-মর্য্যাদা রূপ বিষময় বৃক্ষে যেরূপ ফল ফলিত হয়, এ দেশীয় অজ্ঞানান্ধ কুলীন ও ধনিদিগের চরিত্র তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। যে দেশে এই প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তত্রত্য তত্ত্বদর্শি সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও তাহা অতিক্রম করিয়া যথাবৎ সত্যানুষ্ঠান করা সহজ ব্যাপার নহে।

অদ্যই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায় এককালে রহিত হইয়া যায়, ইহা আমারদিগের উদ্দেশ্য নহে। যখন মনুষ্য-সাধারণে যথোচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা সম্যক্ রূপে অবগত হইবে, এবং তৎ সহকারে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় অতি যথার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন আপনা হইতেই এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমারদিগের বক্তব্য বটে, যে ধনবান্ সম্ভ্রান্ত লোকে জন-সমাজে বিশিষ্ট রূপ গণ্য মান্য হইয়াও যে তদুপযুক্ত গুণ ধারণ করেন না, ইহা তাঁহারদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। উচ্চ পদের উপযুক্ত না হইয়া তাহাতে অধিরূঢ় থাকিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বাস্তবিকও, এদেশীয় বহু-দোষাকর বিদ্যা-শূন্য ধনি ও কুলীন-সন্তানেরা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপহাস-স্থল হইয়াছেন। বেশ, ভূষা, বাহ্য শোভা এ সমুদায় যথার্থ গুণের চিহ্ন নহে, বরং যাহারা এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করে, ও যে সকল ব্যক্তি এই সমুদায় বিষয়কে বিশিষ্ট রূপ

আদরণীয় বোধ করে, উভয়েরই ঘোরতর অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যদিও এক্ষণকার বিদ্যাবান্ নামে প্রসিদ্ধ যুবকদিগের মধ্যে অনেকে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা যানের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়েই বিশিষ্টৰূপ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এৰূপ ব্যবহার ছিল না। তাঁহারা এ সমুদায় বিষয়কে সামান্য বোধ করিয়া জ্ঞান ও ধৰ্ম্মকে পরম রত্ন স্বৰূপ মনে করিতেন, এবং আপনারদের মধ্যে যাঁহারা তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারদিগকেই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তিকে যথা নিয়মে নিয়োজন না করাতে, এই বিষম দোষাকর ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, তাহারদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই উভয়ই মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অতএব তাহারা কোন কালে স্বকীয় প্রভাব প্রকাশে বিরত হইবেক না। তবে বুদ্ধি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতার তারতম্যানুসারে তাহারদের উপভোগ্য বিষয় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোন দেশীয় লোকে শ-

রীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন জাতীয় লোকে যুদ্ধ-সামর্থ্য, কোন জাতীয় লোকে বা লোকাচার-সিদ্ধ দলাধ্যক্ষতা বিষয়ে আপনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারিলেই জন-সমাজে সমাদর লাভ করে। তাহারদের আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি এই সমস্ত নিকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হয়। যৎ পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, তৎ পরিমাণে ঐ উভয় বৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় লাভার্থে সচেষ্ট হয়। কালে কালে লোকে এই দুই প্রবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থে যে সকল অসাধ্য-সাধন কল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর যে সমুদায় বিষম সঙ্কটজনক দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহারদিগকে সদ্বিবেচনানুসারে নিয়োজন করিতে পারিলে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। যদি এই প্রকার নিয়ম থাকে, যে লোকে কেবল স্বকীয় গুণানুসারে মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এবং ধনাঢ্য, কুলীন বা ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাও যোগ্য

পাত্র না হইলে কোন ক্রমেই পৈতৃক মর্য্যা-
দার অধিকারি হইবেক না, তবে ঐ সকল মা-
ন্য-কুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে স্বকীয় সম্ভ্রম রক্ষ-
ণার্থে জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে একান্ততঃ
যত্ন পাইতে হয়, এবং অপর লোকদিগেরও
আপন আপন গুণানুরূপ মান ও যশঃ প্রাপ্তির
প্রত্যাশায় আপনারদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্র-
বৃত্তির উন্নতি চেষ্টায় অনুরাগ ও উৎসাহ হয়।
প্রত্যুত, বংশপরম্পরাগত মান, মর্য্যাদা ও
উপাধি প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকিলে, মানি
ব্যক্তিদিগের মান সম্ভ্রম লাভ স্বকীয় গুণের উ-
পর নির্ভর করে না, সুতরাং তাঁহারদের
জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে তাদৃশ চেষ্টা থাকে
না। কাল্পনিক কুলীনেরা, অর্থাৎ কুল-ম-
র্য্যাদা-বিশিষ্ট বিদ্যা-রহিত অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি-
রা অপর সাধারণের বিদ্যা শিক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি
সম্পাদন বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদান
করেন না, বরঞ্চ তদ্বিষয়ে প্রতিপক্ষতাচরণ ক-
রেন। কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রা-
কৃতিক কুলীন, যাঁহারা প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎ-
কৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগকে
বিহিত বিধানে চালিত, মার্জ্জিত ও উন্নত ক-

রেন, তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান ও ধর্ম্মো-ন্নতি এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে অকপট অনুরাগ ও অসাধারণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব, যদি ভূমণ্ডলে অশেষ দোষাকর কাল্পনিক কুলীনতা রহিত হইয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক কৌলীন্যই স্থাপিত হয়, তবে তৎ-পদাভিষিক্ত বহু-গুণাকর মহা-ত্মারা স্বেচ্ছা ও স্বার্থ উভয় কারণেই আপামর সাধারণ সকল লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও মহোন্নতি সম্পাদনে উদ্যত হইবেন; কেন না তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, যে স্বদেশস্থ লোক সকল সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে, তাঁহারদের সুখ, সম্মান ও সার্থকতা সম্যক্ রূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহা হ-ইলে এই পৃথিবী কি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুখ-ধাম হইবে!—ভূমণ্ডল জ্ঞান-জ্যোতিতে প্র-দীপ্ত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম রম-ণীয় রূপ ধারণ করিবে!

লোকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্ম বিষয়ক নি-য়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার দণ্ড ভোগ করে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে, কোন দে-শীয় জন সাধারণে সমবেত হইয়া দেশান্তরীয়,

লোকের উপর অত্যাচার করিলে তাহার যে প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতেছে।

যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েরই আছে, কেবল স্বার্থ সাধন যে তাহার প্রয়োজন, এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় ইতর জন্তু সেই সমুদায় স্বার্থসাধিকা বৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া পরস্পর প্রহার ও সংহার করে, সেইরূপ বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যেরাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া চলিলে পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বরং তদ্বিষয়ে আপনারদের অতি প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করাতে, হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। এ কাল পর্য্যন্ত কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের প্রতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। আবহমান কাল বলবীর্য্য-বিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ লোকে বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার এবং তাহাঁরদিগকে পরাভূত ও নষ্ট করিয়া আসি-

তেছে। কোন কোন জাতি প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে একেবারে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। সমুদায় অশুভ ঘটনা হইতেই কিছু কিছু সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে ঐ দুর্নীত দুঃশীল লোকদিগের দুর্ব্ব্যবহার দৃষ্টে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত, যে কোন জাতীয় লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং শারীরিক শক্তির নিতান্ত হ্রাস করা কর্ত্তব্য নহে। হিংস্র-স্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে ঐ সমুদায় অত্যন্ত আবশ্যক। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা করা উচিত নহে।

পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রূপ রমণীয় ভূষণে ভূষিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি জনসাধারণের স্বজাতীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা সমুন্নতি বিষয়ে ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন কিনা? আর যাহারদের প্রভূত বল, প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকে, তাহারা যদিও

দুর্ব্বলদিগের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার করিতে পারে, কিন্তু এইরূপ অধর্ম্মাচরণ সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয়ের 'উৎকৃষ্ট উপায় কি না? এ দুই প্রস্তাব বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা এই উভয়ই ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায়। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য দানে প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা সহকারে হস্ত বিস্তার করিলেই যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এবং দস্যু তুল্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু কাল দুর্ব্বলের ধন হরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থের আকর ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া আইসে। অন্যের অত্যাচারে সঞ্চিত ধন ক্রমাগত নষ্ট হইতে থাকিলে, লোকে ধন সঞ্চয় করণে তাদৃশ যত্নবান্ না হইয়া ধনাপহারি অত্যাচারিদিগকে প্রতিফল প্রদানার্থেই সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টিত হয়।

যদি পরমেশ্বর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া এই

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং বিশ্ব-রাজ্য পরিপালনার্থে ঐ সকল শুভ বৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের সর্ব্বনাশ সঙ্কল্প পূর্ব্বক তাহারদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে, কখনই স্থায়িতর সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেক না। যদি কোন জাতীয় রাজা বা রাজপুরুষেরা লোভাসক্ত হইয়া অন্য দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহারদিগকে যুদ্ধ নির্ব্বাহার্থে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ আহরণার্থে নানা প্রকার দুষ্কর ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তৎ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহারদের শত্রুপক্ষ প্রবল ও জয়ী হয়, তবে তাঁহারদিগের যুদ্ধে যত ক্লেশ ও যত ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পরেও তদ্দ্বারা বহুপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি তাঁহারা জয়ি হইয়া পরাজিত জাতিকে নিষ্পীড়ন করেন, তবে তাঁহারা পশ্চাৎ দেখিবেন, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে পরিণামে

সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও শান্তিরসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের যেরূপ অসম্ভাবিত প্রবলতা হইলে পরদেশ আক্রমণ ও তত্রত্য লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা স্বদেশের রাজনীতি ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার উভয়ই অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইয়া দুঃখ রূপ বিষম বিষ উৎপাদন করে। •

সর্ব্বদেশীয় পুরাবৃত্তেরই মধ্যে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ একাল পর্য্যন্ত সকল জাতীয় লোকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অতএব, এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১—রোমীয় লোকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাহারা পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত। এ নিমিত্ত, কোন কালে তাহারা ধর্ম্মশীল, পরিশ্রম-পরায়ণ, সুখ-বিশিষ্ট রূপে দৃষ্ট হয় নাই। তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ভোগাসক্ত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। তাঁহারা যে-

মন দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লোকের উপর অশেষ প্রকার উপদ্রব করিতেন, সেইরূপ কখন কখন দুর্দ্দান্ত ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারি দুরন্ত রাজাদিগের হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতেন। রোমীয়দিগের সাম্রাজ্য কালে সামান্য লোকে মূর্খ, কলহ-প্রিয়, আলস্য-পরবশ ও দরিদ্র ছিল; তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদর পূর্ণ করিত, এবং স্বার্থানুরোধে আপন দেশ ও আপনারদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত। তবে যে কখন কখন রোমীয়দিগের দেশে ধর্ম্ম ও শান্তি সুখের সঞ্চার হইত, তাহার কারণ, তৎকালে ধর্ম্মশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা রোম-রাজ্য রূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণধার হইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা স্বদেশ-হিতৈষা, ন্যায়পরতা ও অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু সামান্যতঃ রোমীয় লোকেরা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত তাহার সন্দেহ নাই।

তাহারা ধর্ম্মানুযায়ি ব্যবহার ও ন্যায়-যুক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে কেবল পর-দ্রব্যাপহরণের উপর নির্ভর করিয়া থাকাতে দুর্ব্বল, নিবীর্য্য, নি-রুৎসাহ, অবশ-চিত্ত, এবং সমবেত চেষ্টা ও শৌর্য্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহারদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অশেষ অত্যা-চার অসহ্যমান হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত জাতীয় লোকে তাহারদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষি ও বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। অবশেষ, যখন তাহারদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন অভ্রষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীল অসভ্য লোক সকল সংহার-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহার-দিগকে আক্রমণ করিলেক, তাহারদের সাম্রা-জ্য বিনাশ করিলেক, এবং তাহারদের অসা-ধারণ কীর্ত্তি লুপ্ত করিলেক।

২।—আমারদিগের দেশাধিপতি ইংল-ণ্ডীয় লোকেরাও এবিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাঁহারা বহু কালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কার্য্য ক-রিয়া আসিতেছেন। দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা, অতি প্রবল আত্মাদর এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসা-

বৃত্তি তাঁহারদের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহারা এই সমুদয় বিষম প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া তদনুযায়ি বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারেই তাঁহারা পরদেশ অধিকার করেন, বাণিজ্য-বিষয়ক স্বতন্ত্রতার ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে অনিষ্টকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন, এবং অন্যান্য ভূরি ভূরি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত করেন। যদি জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুযায়ি শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেন, তবে এত দিনে ইংলণ্ড দেশ স্বর্গোপম সুখ-ধাম হইত। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তাঁহারদের কর্ম্ম বৃক্ষে বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে, এবং উত্তরোত্তরও হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ, আমেরিকা-বাসিদিগের সহিত ইংলণ্ডবাসিদিগের দুর্ব্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ। সহস্র সহস্র ব্রিটেনীয় লোক ধর্ম্ম বিষয়ক অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শত

বৎসর গত না হইতেই তাহারদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের এরূপ বৃদ্ধি হইল, যে তৎকালে তাহারদের দেশ একটি রাজ্য রূপে পরিগণিত হইতে পারিত, এবং যদি ইংলণ্ডীয় রাজা ও রাজপুরুষেরা তাহারদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধন, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সৌভাগ্য সমুন্নতি বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য হইত। বস্তুতঃ, তৎকালে আমেরিকা ইংরেজদিগের শস্যাগার স্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ-প্রবাহ প্রবল করিলেন। তাঁহারা আমেরিকা-নিবাসিদিগের সহিত নানা প্রকার কুব্যবহার আরম্ভ করাতে, উভয় পক্ষে বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

সেই ঘোরতর সংগ্রামে কোন্ দেশীয় মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের কিরূপ নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিয়া কি প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইংরেজেরা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক অর্জ্জনস্পৃহা ও

আত্মাদর বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমেরিকা-বাসি-দিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইংরেজেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধৰ্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন পূৰ্ব্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভার্থে, আর আমেরিকা-বাসিরা প্রধান প্রধান প্রবৃত্তির উপদেশানু-সারে স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপনের নিমিত্তে এই বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। এমত স্থলে ইং-রেজদিগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি সম্ভাবনা, বরঞ্চ জয় হইলে অধিক অনিষ্ট হইত। ব্রিটেন-বাসিরা আমেরিকা-বাসিদি-গকে পরাজয় করিতে পারিলে, তাহারদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে আমেরিকা-বাসিদিগের নি-কৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ইংরেজদিগের দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইত। এ প্রকার দুঃশাসনীয় রাজ্য শাসন ও প্রজা-দ্রোহ নিবারণার্থে বহু সংখ্যক সৈন্য ও রণ-তরি রক্ষা করিতে হইত, এবং তাহাতে ঐ রাজ্যের সমুদায় উপস্বত্ব অপেক্ষায়ও অধিক অর্থ ব্যয় হইত। তদ্ব্যতীত, এ প্রকার আচ-

রণ দ্বারা তাঁহারদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ক্রমাগত প্রবল হইতে থাকিত, এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি-বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনারদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন করিত। কিন্তু তাঁহারদের পরাজয় হওয়াতে অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকা-বাসিরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিত্র স্বরূপে ইংরেজদিগের বহু প্রকার উপকার করিতেছে। তাঁহারা তাহারদিগকে নিগ্রহ করিয়া যত অর্থ অপহরণ করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য দ্বারা তাহার দশগুণ ধন লাভ করিতেছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারদিগকে অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাতে ভূরি ভূরি লোকক্ষয় ও রাশি রাশি ধন ব্যয় হইয়া তাঁহারদিগের অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয়দিগের ইতিহাস তাঁহারদিগের অধর্ম্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজ্য যে

অতিপ্রভূত দুষ্পরিশোধনীয় ঋণ-জালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারদিগের ন্যায়-বিরুদ্ধ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিই তাহার এক মাত্র কারণ। তাহা কেবল তাঁহারদিগের দুর্জ্জয় আত্মাদর, অর্জ্জনস্পৃহা, প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তির প্রবলতা ও উত্তেজনার ফল। ইংলণ্ড ভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৭ বৎসরের মধ্যে ৬৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয় এবং তাহাতে ২০২৩০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি কোটি টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে তত্রত্য প্রজাদিগকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০০০ একাদশ শত ঊননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং রাজপুরুষেরা ৮৩৪০০০০০০০০ অষ্ট শত চতুস্ত্রিংশৎ কোটি ঋণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইংরেজদিগকে সেই দুর্ব্বহ ঋণ-ভার বহন করিতে হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা কর স্বরূপে প্রদান করিতে হইতেছে। তাঁহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে মহানর্থকর বিষম পাপ করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সন্তান সন্ততিদিগকে অদ্যাপি তাহার সম্যক্ শাস্তি ভোগ করিতে হই-

তেছে। তাঁহারদের যুদ্ধ নির্ব্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইয়াছে, তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি শিক্ষা দান, পথ নির্ম্মাণ, খাত খনন, দানশালা সংস্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় হইত, তবে এত দিনে ব্রিটেন ভূমি কি অনুপম সুখধামই হইত!

আপনারদিগের লোকক্ষয়, অর্থ ব্যয়, ঋণপাপ, ধর্ম্মোন্নতি নিবারণ, সুখ সভ্যতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা, স্বজাতীয় প্রজাদিগের দরিদ্রতা বৃদ্ধি ইত্যাকার বিবিধ প্রকার বিষময় ফল ইংরেজ জাতির অধর্ম্ম রূপ বিষ-বৃক্ষে ফলিত হইয়াছে।

ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকা-বাসিদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তি হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসন করিয়া আসিতেছেন। বিরলে বসিয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয়। আমারদের ভারতবর্ষে যাঁহারদের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই, ও অত্রত্য লোকদিগের সহিত যাঁহারদের কোন স্বাভা-

বিক সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা প্রথমে অতি ন-
ম্রভাবে এখানে আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে
এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্য্যন্ত সমু-
দায় ভারতবর্ষ ছলে বলে কৌশলে হস্তগত
করিয়া নানা প্রকার যুক্তি-বিরুদ্ধ নিয়ম সং-
স্থাপন পূর্ব্বক একাধিপত্য করিতেছেন। প্র-
থমে কতিপয় ইংলণ্ডীয় বণিক্ অতি মৃদু ভাবে
আগমন করিয়া সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করি-
লেন, এবং তদ্দ্বারা এমত মহারাজ্যের সূত্র
পাত করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতব-
র্ষীয় সকল রাজ্যই গ্রাস করিয়াছে, বৃহৎ
বৃহৎ রাজ-ভাণ্ডার লোপ করিয়াছে, এবং
এখানকার সকল লোকের সৌভাগ্য-স্রোত
রোধ করিয়াছে।

ইংরেজেরা অধর্ম্ম সহকারে ভারতবর্ষ
অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম্ম সহকারে
শাসন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরমেশ্ব-
রের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই তাহার
প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব, যে স-
কল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে
তাঁহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া প্রজা-
দিগের সহিত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে-

ছেন, সেই সকল মনোবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা স্বদেশেরও অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়া আসিতেছে। তথাকার রাজ-নিয়ম ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম্ম না থাকিলে স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনারদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতাই তাহারদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয়, একজাতির উপরে অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবেক, যে অত্যাচরিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনারদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল বীর্য্য প্রকাশে চেষ্টা করিবেক। কিন্তু ভয় হয়, কি জানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অখণ্ড্য নিয়মের অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবার অযোগ্যই হইয়া থাকে। মনুষ্যের শারীরিক শক্তি প্রকাশ এবং শক্তি-বিশিষ্ট উৎসাহি লোকের প্রভুত্ব ও রাজত্ব লাভই ঐশ্বরিক নি-

য়মের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্ম্মশীল* জীব; ধর্ম্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অধার্ম্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের এই নিয়ম, যে তাহারা সুখ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না।

যে মহাত্মার গ্রন্থানুসারে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তিনি এই প্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, যে " আমি ভরসা করি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম-প্রণালীর জ্ঞান লাভ বিষয়ে ব্রিটেনীয় লোক-সাধারণের এপ্রকার উন্নতি হইবেক, এবং তাহাতে তাহারদিগের এপ্রকার দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবেক, যে রাজপুরুষেরা আপনারদিগের ভারতরাজ্যাধিকার হিন্দু ও ইংরেজ উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন, অথবা ধর্ম্মানুগামি হইয়া কেবল হিন্দুদিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে ইতি পূর্ব্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে; ভারত-

বর্ষ ইংরেজদিগের অধিকারে যে প্রকার সুখ সৌভাগ্যের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধিকার কালে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরেজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অবধারিত করিতে পারা যায় না; পরাধীন লোকদিগের বাক্য দ্বারা ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ,ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে আমরা হিন্দুদিগকে পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং তদনুসারে তাহারদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদ লাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে, তত্রত্য লোকদিগকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ শিক্ষা দিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা ও তৎ প্রতিপালনে প্রবৃত্তি হয় এইরূপে প্রস্তুত করিতে হয়; রাজ্যের বিচার-কার্য্যে তাহারদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়; তাহারদিগকে ও ইংরেজদিগকে সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান্, স্বাধীন ও ধর্ম্মশীল হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে হয়। যদি কখনও আমরা

তাহারদিগকে এই প্রকার সৌভাগ্যশালি করি, এবং তাহারদের প্রতি কেবল ন্যায় ও দয়ানুযায়ি ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তবে তদ্দ্বারা আমারদিগের প্রতি তাহারদিগের সম্প্রীতি ও সমাদর প্রকাশ হইবে, এবং তখন আর তথায় আমারদের সৈন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা থাকিবে না, অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পাদিত সমুদায় লাভ প্রাপ্ত হইতে পারিব। যদবধি ব্রিটেনীয় রাজ-পুরুষেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধৰ্ম্ম বিষয়ক নিয়মে অবিশ্বাস করিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী রক্ষা করিবেন, তদবধি স্বদেশের রাজ-নিয়মও কখন সম্পূর্ণ রূপ দোষ-শূন্য হইবেক না। আর যদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধৰ্ম্ম দোষে দূষিত থাকিবেক, তদবধি ব্রিটেন ভূমির প্রচলিত ধৰ্ম্ম কেবল বালুকাময় রজ্জু স্বরূপ হইবেক, সুতরাং তদ্দ্বারা প্রজাদিগকে ধৰ্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবেক; তাহার ধন-সম্পত্তি কেবল আপনার পাশ স্বরূপ হইবেক, এবং তাহার সামর্থ্য রূপ দারু-গর্ভে এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবেক, যে সে সকল বল ক্ষয় করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধৰ্ম্ম-পালিত

বিনষ্ট রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবেক।”

এক্ষণে, যাহাতে মহাত্মা কুম্ব সাহেবের এই শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করা ইংরেজদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক রাজ্য শাসন বিষয়ে পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম পালন ব্যতিরেকে ইহার আর উপায়ান্তর নাই।

সপ্তমাধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের বিবরণ

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে; এক্ষণে, পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে কিরূপ দণ্ড বিধান করেন, তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দণ্ড শব্দ শুনিবা মাত্র মনুষ্য-দত্ত দণ্ড মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-কৃত দণ্ডে ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ি দণ্ডে অনেক বিশেষ। এক্ষণে, নানা দেশীয় রাজনিয়মানুসারে যে প্রকার দণ্ড বিধান হইয়া থাকে, তাহার সহিত দণ্ডিত ব্যক্তির কুকর্ম্মের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে রাজা যেরূপ দণ্ড বিধান করিতে

ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পারেন, এই হেতু, পূর্ব্বাবধি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজ-দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ড সেরূপ নহে; ভৌতিক, শারীরিক বা মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে স্বভাব-সিদ্ধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক দণ্ড। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি কালেই তাহা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার আর প্রকারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই।

নিয়ম থাকিলে সুতরাং এক জন নিয়ন্তা ও তাঁহার কতকগুলি প্রজা থাকে। নিয়ন্তার সংস্থাপিত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা প্রজাদিগের কর্ত্তব্য। নিয়ন্তার স্বভাব দুই প্রকার হইতে পারে; হয়, তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া প্রজার উপর উপদ্রব করেন, নয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রযোজিত হইয়া রাজ্য পালন করেন। যিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলেন, কেবল স্বার্থ সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণ চিন্তায় তাদৃশ মনোযোগী হন না, সুতরাং তাহারদিগের মঙ্গল মাত্র উদ্দেশ করিয়া কোন নিয়ম প্রচার করেন না। লবণ

ও অহিফেণাদি মাদক দ্রব্য বিষয়ক একচেটিয়া বাণিজ্যে ইংরেজদিগের যথেষ্ট লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার নাই। তাঁ-হারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, এপ্রকার ন্যায়-বিরুদ্ধ নিয়ম সংস্থাপিত করি-তে ও অদ্যাপি প্রচলিত রাখিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হইত না। সুইজর্লণ্ড দেশের অন্তঃ-পাতি উরি প্রদেশের এক শাসনকর্ত্তা একটা স্তম্ভের উপর আপনার টুপি নিবদ্ধ করিয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা আ-মাকে যেরূপ সমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিও।" এই অন্যায় অনুমতি তাঁহার দুর্জ্জয় আত্মাদরের কার্য্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত নহে। প্রজাদিগের অধীনত্ব ও দাসত্ব দেখিয়া আত্ম গরিমা প্রকাশ করা, ইহার এক মাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, কেবল লাঘব ও অপমান। প্র-ত্যুত, যিনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া চলেন, প্রজার হিত চেষ্টা করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তদনুসারে, তিনি শুভদায়ক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া তাহারদিগের

সুখস্বচ্ছন্দতা সাধনে যত্নবান্ হন, এবং তা-
হারদিগের উপকার করিতে পারিলেই পর-
মাপ্যায়িত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ
করেন। যদি কোন রাজা এই রূপ নিয়ম
প্রচার করেন, যে আমার রাজ্যে কেহ চুরি
করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে,
তবে যদবধি তাহার কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি
হইয়া চরিত্র শোধন না হয়, তদবধি তা-
হাকে কারারুদ্ধ থাকিয়া উত্তম শিক্ষকের
সমীপে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে,
তাহা হইলে সেই রাজার ন্যায়পরতা ও উপ-
চিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে বিলক্ষণ প্রবল ও
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় যে তাহারদের আয়ত্ত,
ইহাতে আর সংশয় থাকে না। রাজার
স্বার্থ লাভ এ নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য
নহে, কেবল প্রজাদিগের সুখবৃদ্ধি ও অন্যা-
য়াচরণ নিবারণ মাত্র ইহার প্রয়োজন।
যদিও দোষি ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখাতে
ক্লেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু
মাত্র নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় না; কারণ যদি
তাহার এইরূপ দণ্ড বিধান না করা যায় এবং
সকলে তাহার দৃষ্টান্তানুগামি হইয়া চৌর্য্য-

ব্রত অবলম্বন করে, তবে ক্রমে ক্রমে হত-সর্ব্বস্ব হইয়া মনুষ্য-কুল নির্মূল হইয়া যায়।

জগদীশ্বর এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টি মধ্যে এপ্রকার কোন কার্য্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, যে তাহা সৃষ্টি-কর্ত্তার কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থ সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি যে পূর্ব্বোক্ত দুরন্ত শাসনকর্ত্তার ন্যায় কেবল আত্ম পরিতোষ লাভ ও আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশার্থে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আপনার প্রতিরূপ সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে তাহার সেবা করিতে কহিবেন, ইহার পর অসম্ভব আর কিছুই নাই। যিনি আমারদিগকে পরম শুভকারিণী পরহিতৈষিণী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার এপ্রকার ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে তাঁহার সমুদায় নিয়ম জীবদিগের সুখোদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লোকে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে তাহার দুঃখ রূপ ফল

প্রাপ্ত হয়, ইহাও পরমেশ্বর তাহারদিগকে সদুপদেশ প্রদান ও সৎপথ প্রদর্শন করণার্থে নিয়োজন করিয়াছেন। একথা যথার্থ বটে, যে অদ্যাপি অনেক প্রকার উৎপাত ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য্য সুন্দর রূপে প্রতীত হয় নাই, কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলাভিপ্রায় বিষয়ক সংশয় তত দূরীকৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা অনিষ্টকর জ্ঞান ছিল, এক্ষণে তাহা ইষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং এক্ষণে যাহা অশুভদায়ক জ্ঞান হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা শুভদায়ক বলিয়া বোধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ না হইত, তবে লোকে একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত সেই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করত আপনার স্বভাবকে একেবারে মলিন করিয়া ফেলিত, অথবা অবিলম্বে অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হইত। কিন্তু, জগদীশ্বর জগতের যেরূপ শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে নিয়ম লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশানুভব হইয়া মধ্যে মধ্যে পাপি

ব্যক্তির কুপথ-ভ্রমণ স্থগিত করিয়া রাখে, এবং কোন কোন ব্যক্তিকে পাপ-পথের মধ্য-স্থান হইতে ফিরিয়া আনিয়া সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে।

ইহা সকলের বিদিত আছে, যে জন্তু-রই হউক আর উদ্ভিজ্জেরই হউক, শরীর মাত্রই দগ্ধ হয়। এই ভৌতিক নিয়মানুসা-রে কাষ্ঠ, তৈল, বসা, চর্ম্ম প্রভৃতি বস্তু অগ্নি-সং-যুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। এক্ষণে, দাহ্যমান বস্তুর এই গুণ মনুষ্যের উপকারী কি না, তাহা বি-বেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক হয়, রাত্রিকালে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, শীতের সময়ে শীত নিবারণ হয়, এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয়। অতএব, শারীরিক বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে যে নিয়মানুসারে দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ প্রকার কল্যাণদায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। বৃক্ষের শরীর ও পশুর শরীরের ন্যায় মনুষ্য-শরীরও এ নিয়মের অধীন; অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলে তাহাও দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, আর তদপেক্ষায় অল্প তেজঃ প্রাপ্ত হইলে শিথিল ও বিকল হইতে থাকে। অতএব, পরমেশ্বর মনু-

ষ্যদিগকে অগ্নি-সম্ভাবিত বিষম বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবার কি উপায় করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আমারদিগকে ন্যূনাধিক উত্তাপ অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উপায় সম্পাদনের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যে প্রমাণ উত্তাপ শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহা সুখকর জ্ঞান হয়; তদপেক্ষা প্রখর হইয়া কিঞ্চিৎ অপকারী হইলে, কিছু কিছু ক্লেশানুভব হয়; যখন তদপেক্ষাও প্রবল হইয়া শরীর বিকল করিতে আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টরূপ ক্লেশকর হইতে থাকে; যখন এমত প্রবল হইয়া উঠে, যে তদ্দ্বারা শরীর বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এই সমুদায় ব্যাপার আপাততঃ অপকারক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অতিউত্তম। যে নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, বসা, চর্ম্মাদি দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ কল্যাণদায়ক; আমরা তদনুযায়ি কার্য্য করিলে নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হই। কিন্তু অগ্নির আতিশয্য ও অযথা নিয়মে নিয়োগ দ্বারা বিপৎ সম্ভাবনা আছে বলিয়া,

করুণাময় পরমেশ্বর তন্নিরাকরণার্থ সুন্দর উ-
পায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে
বুদ্ধিবৃত্তি ও সাবধানতা প্রবৃত্তি দিয়াও ক্ষান্ত
হন নাই, আমারদের শরীরের সর্ব্বস্থানে তা-
পানুভব-শক্তি স্বরূপ প্রহরি নিযুক্ত রাখিয়া-
ছেন। আমারদের অগ্নি-সম্ভাবিত বিপদ্
যত বৃদ্ধি হয়, সে ততই চীৎকার করিয়া সাব-
ধান করিতে থাকে, এবং যখন এ প্রকার
দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয় যে অবিলম্বে মৃত্যু ঘ-
টিতে পারে, তখন এরূপ উচ্চৈঃস্বরে আমার-
দিগকে বিপদুদ্ধারার্থে যত্নবান্ হইতে কহে, যে
তদ্দ্বারা আমারদের সমুদায় শারীরিক ও মা-
নসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া তন্নি-
রাকরণে সচেষ্টিত হয়। ইহাতে পরম ম-
ঙ্গলাকর পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা ও
আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! যখন
আমারদিগের নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত দোষের তা-
রতম্যানুসারে উত্তাপানুভবের তারতম্য হ-
ইয়া আমারদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ
করে, তখন সে উপদেশ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ
আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত যত্ন পূর্ব্বক
প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

যদি কেহ এপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন, যে যাহারদিগের উপস্থিত বিপদ্ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, তাহারদিগের পক্ষে এ নিয়ম শুভদায়ক বটে, কিন্তু যে অপোগণ্ড বালক ও জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ প্রভৃতির তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তাহারদিগের উ-পর এ নিয়ম প্রচার করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। যখন তাহারা শারীরিক শক্তির অল্পতা প্র-যুক্ত আপনারদিগের শরীর স্বায়ত্ত রাখিতে না পারিয়া কোন নিকটবর্ত্তি অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হয়, তখন তাহারদিগকে দাহ-জ্বালায় জ্বলিত করা দয়াবানের কার্য্য নহে। কিন্তু এপ্র-কার আপত্তি করা অদূরদর্শিতার কার্য্য। যদি পরমেশ্বর বালক ও বৃদ্ধকে এই দাহ-বিষ-য়ক নিয়মের অধীন না করিতেন, তবে তাহা-রদিগের পক্ষে অগ্নি থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য হইত। তাহা হইলে, অগ্নি দ্বারা যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে, তাহাতে তাহারদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ যাহার শরীর যত দুর্ব্বল, নিয়মিত উ-ত্তাপ সেবন করা তাহার পক্ষে তত আবশ্যক। অতএব, অগ্নি বিনা ক্ষীণ-কায় বালক ও জীর্ণ-

কায় বৃদ্ধের প্রাণ ধারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদি কেহ বলেন,অগ্নি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহাতে তাহারদিগকে বঞ্চিত না করিয়া এরূপ নিয়ম করিলে হইত,যে তাহারদের শরীর দগ্ধ হইলেও ক্লেশানুভব হইত না। কিন্তু বিবেচনা করিলে, ইহাতেও অনিষ্ট ব্যতীত কিছুমাত্র ইষ্ট সাধন হইত না। প্রথমতঃ, যে নিয়মানুসারে অল্প উষ্ণতায় সুখানুভব হয়, সেই নিয়মানুসারেই অধিক উষ্ণতায় ক্লেশ বোধ হয়, কারণ উত্তাপের আতিশয্য হইলেই দাহ-জনিত যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব, সে নিয়ম রহিত হইলে কেবল দাহ-জন্য দুঃখানুভব নিবারিত হইত এমত নহে, সুখেরও হানি হইত। দ্বিতীয়তঃ,যদি গাত্রে অগ্নি স্পর্শ হইলে ক্লেশানুভব না হইত, তবে তাহারা অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলেও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত না। এক্ষণে যে প্রকার নিয়ম আছে,তাহাতে কোন বালক অগ্নিস্থানে পতিত হইলে তাহার প্রখর তেজ সহিতে না পারিয়া তাহা হইতে উদ্ধারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করে,এবং তদর্থে উচ্চৈঃস্বরে পিতা,

মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করে। অগ্নি স্পর্শ দ্বারা ক্লেশানুভব না হইলে, সে আপনার রক্ষার্থ যত্নবান্ না হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অগ্নি-শয্যায় বিশ্রাম করিত ও তাহার সুকোমল শরীর ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইত। তাহার পিতা মাতা তৎসন্নিহিত গৃহে থাকিলেও এ বিষম বিপত্তির সংবাদ পাইতেন না, অবশেষ কার্য্যান্তর উপলক্ষে সেই অগ্নি-স্থানে আগমন করিয়া প্রিয়তম পুত্র বা স্নেহাস্পদ কন্যাকে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার-খণ্ড রূপে পরিণত দেখিতেন। জগতের নিয়ম আমারদিগের মনঃকল্পিত হইলে এপ্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক্ষণে, এরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে বালক আপনা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং তাহা শুনিবা মাত্র পিতা মাতা ধাবমান হইয়া তাহাকে রক্ষা করে। অতএব, শরীরে অগ্নি সংযোগ হইলে যে ক্লেশানুভব হয়, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহা আমারদিগের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে ক্লেশও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; যদি আমরা

শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি, তবে আর এ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা যে তিনি আমারদের হিতার্থে নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন গুরুতর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যদি বেদনা বোধ না হইত, তবে তদ্দ্বারা রোগ সঞ্চার হইলেও আমরা জানিতে পারিতাম না, সুতরাং তৎপ্রতীকারার্থে চেষ্টাও করিতাম না। ইহাতে আমারদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে রোগের বৃদ্ধি হইয়া আমারদিগকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিত। অতএব, রোগোৎপত্তি হইলে যে গ্লানি ও যাতনা বোধ হয়, তাহা আমারদিগের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। সে যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করা ও ভবিষ্যতে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকা উচিত। হস্ত পাদাদি ভগ্ন হইলে যে বেদনা

বোধ হয়, তাহাতে তিন প্রকার উপকার আছে; প্রথমতঃ সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতিক্রিয়া না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকা যায় না; তৃতীয়তঃ চিকিৎসারম্ভের পরে যদি সেই বেদনা-গ্রস্ত স্থান চলিত বা আহত হয়, তবে তাহার যাতনা বৃদ্ধি হইয়া এই উপদেশ প্রদান করে, যে যে বস্তু বা যে কার্য্য দ্বারা প্রতীকারের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা নিঃশেষে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতএব, এপ্রকার স্থলে যে ক্লেশ অনুভূত হয়, তাহা অধিক ক্লেশ ও অকাল-মৃত্যু নিবারণার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বোধ হয়, যেন "যে কোন প্রকারে হউক, রোগ শান্তি করিতেই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পরমেশ্বর তাহার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনা বিধান করিয়াছেন। বেদনার যত আধিক্য হয়, বোধ হয়, যেন তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তিনি আমারদিগকে প্রতীকার চেষ্টা করিতে অনুমতি করিতেছেন। অতএব, যে দুঃখ কেবল সুখেরই কারণ, কে না তাহা প্রার্থনা করে? এবং যে পরম পুরুষ তাহা নিয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার সমীপে কে

না কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে? রোগ-জন্য যাতনার যে সকল প্রয়োজন অবধারণ করা গেল, তাহার পদে পদে আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ, যে স্থলে পীড়া শান্তির আর সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে যে তিনি মহৌষধ স্বরূপ মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করেন, ইহাতে অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার নিদর্শন দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ হয়, তাহা আমারদিগের হিতার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। কোন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা নিবারণার্থ চেষ্টা করি, এবং ভবিষ্যতে তদ্রূপ অপকর্ম্ম আর না করি, এই দুই পরম কল্যাণকর প্রয়োজন সাধনার্থ পরম কারুণিক পরমেশ্বর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ সৃজন করিয়াছেন। যে স্থলে ঐ দুঃখ রূপ মহৌষধ দ্বারা প্রতীকার সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল পীড়া শান্তি করেন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ ঘটে, তাহারও এই

প্রকার তাৎপর্য্য কি না, বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয় নিরূপণ করা সুকঠিন ব্যাপার; অগ্রে ইতর জন্তুর কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া পরে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে অনেক সুগম বোধ হইতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুও ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের অধীন। মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের কতক গুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং এপ্রকার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে, যে তদ্দ্বারা তাহারা স্ব স্ব কার্য্যের ফলাফল জানিতে পারে। তাহারাও এই সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পরস্পর অন্যায়াচরণ করে, ও তন্নিবারণার্থ পরস্পর শাস্তি প্রদানও করিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্যের যেমন অন্যায়াচরণকে পাপ বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহারদের সেরূপ নাই। কুক্কুরের যে স্বত্বাস্বত্ব জ্ঞান আছে, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কোন কুক্কুর এক খান চর্ম্ম লইয়া কোন স্থানে রাখে, এবং যদি আর একটা কুক্কুর তাহা হরণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা দৃষ্টি করিয়া ঐ চর্ম্মাধিকারি

কুক্কুরের প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি উ-ত্তেজিত হয়, এবং সে এই দুই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আততায়ি কুক্কুরকে দংশন ও প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এপ্রকার প্রতিফল প্রদান করা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। তাহারদের এরূপ কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই, যে তদ্দ্বারা অবৈধ কর্ম্মকে পাপ বলিয়া বোধ করিতে পারে। তাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া উহাকে চরিতার্থ করিতে ধাব-মান হয়। কিন্তু ইহাতে শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আততায়ি জন্তুর আক্রমণে যে আক্রান্ত জন্তুর জিঘাংসাদি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আততায়ি জন্তুকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরমেশ্বর ইতর প্রাণিদিগের পর-স্পর অত্যাচার নিবারণার্থে নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, ইহাতে জন্তুদিগের পরস্পর শাসন হইয়া এক প্রকার ন্যায়ানুগত কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে।

এ প্রকার শাস্তি বিধানকে কল্যাণদায়ক বলিয়া উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, এ নিয়ম আত-তায়ি জন্তুদিগেরও হিতকরী কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক, এ

নিয়ম তাহারদের পরম মঙ্গলদায়ক। যদি সমুদায় কুক্কুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকিত, তবে কুক্কুর-কুল অবিলম্বে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। অতএব, যখন আততায়ির এপ্রকার প্রতিফল প্রাপ্তি তাহার এবং তজ্জাতীয় সকল জন্তুর কল্যাণদায়ক, তখন তাহার শাস্তি-ভোগ যে ন্যায়ানুগত ও শুভাভিপ্রায়ে সংকল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর তাঁহার ইতর জন্তু রূপ নিকৃষ্ট প্রজাদিগের অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ অন্যান্য প্রকার কৌশল করিয়াছেন, তাহাও অবগত হওয়া অনাবশ্যক নহে। প্রথমতঃ, যথার্থ আততায়ি ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহারদের শাস্তি দিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ অপহরণাদি করিতে না দেখিলে তাহারদের ক্রোধোদয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী আততায়ী জন্তু যদি অত্যন্ত অনিষ্টকর কর্ম্ম না করে, তবে অত্যাচরিত জন্তু তাহাকে কুক্রিয়াতে নিবৃত্ত দেখিবা মাত্র নিরস্ত হয়, তাহাকে আর কিছু বলে না। আপনার আহার-দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে,

তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে চাহে না।

ইতর জন্তুরা আততায়িকে শাস্তি দিবার সময়ে তাহার কুব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে না। আততায়ী অত্যন্ত দুরবস্থাতেই পতিত হউক, আর প্রজ্বলিত ক্ষুধানলেই বা দগ্ধ হইতে থাকুক, তাহাতে তাহারা কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করে না, তজ্জন্য দণ্ডের লাঘবও করে না, এবং শাস্তি প্রাপ্তির পর তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহা বিবেচনা ও তদর্থে খেদ প্রকাশও করে না। সে যদি তাহারদের সমক্ষে অনাহারে বা অঙ্গ-পীড়ায় পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তথাপি তদ্দৃষ্টে তাহারদের কিছু মাত্র দুঃখানুভব হয় না। যে সকল বৃত্তি পরের মঙ্গল-বিধায়িনী ও যদ্দ্বারা কার্য্য-কারণ ও ফলাফল বিচার করা যায়, তাহা না থাকাতেই তাহারা এপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারদের সমুদায় প্রবৃত্তিই স্বার্থ-সাধন-পরায়ণ, অতএব, তাহারা অন্যকে বধ করিয়াও স্বার্থ লাভ করিতে পারিলে তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু ইতর জন্তুদিগের পরস্পর এইরূপ শাস্তিপ্রদান যে ন্যায়ানুগত ও উপকারজনক, তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, মনুষ্যদিগের দণ্ড বিধানের বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইতর জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহারদের ন্যায় তিনিও সেই সকল দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া তদনুযায়ি শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। সুসভ্য জাতীয় রাজা ও রাজপুরুষেরাও চিরকাল এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি দণ্ড বিধান করিয়া আসিতেছেন; কেবল সংপ্রতি কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা ভাব হইতেছে। যদি কোন সন্ধিচৌর কাহারও গৃহ প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ করে, তবে রাজকর্ম্মচারিরা তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হন। তাঁহারা তদর্থে সাক্ষি আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি চোর স্থির হয়, তাহাকে কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত, বা আহত করেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, এপ্রকার মনুষ্য-

কৃত দণ্ডে ও ইতর জন্তু-কৃত দণ্ডে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। বিচারকর্ত্তাদিগের এই সমুদায় বিচার-কার্য্যকে আপাততঃ কোন না কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিযোক্তার গৃহে চুরি গিয়াছে কি না, এবং তিনি যাহাকে চোর বলিয়া অপবাদ দেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ চোর কি না, এই দুটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান মাত্র বিচারকের সমস্ত বিচার-ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। ইহা কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য নহে, কেবল বুদ্ধির কার্য্য। এ দুই বিষয়ে কুক্কুরাদির ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহারা স্বচক্ষে আততায়িকে অহিতাচার করিতে না দেখিলে শাস্তি প্রদান করে না। যদি আততায়ী জন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ, নির্ভয় ও অপরাঙ্মুখ থাকিয়া অত্যন্ত উপদ্রব করিতে থাকে, তবে কুক্কুরাদি কখন কখন তাহাকে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় করে। মনুষ্যও তেমন স্থলে উদ্বন্ধন বা মুণ্ডচ্ছেদ করেন। আততায়ির এরূপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি, এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই বা কি উপকার দর্শে, ইতর জন্তুরা এ দুই বিষয়

অনুসন্ধান করে না। মনুষ্যও সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন। তিনিও কুকর্ম্মির কুপ্রবৃত্তির কারণ অন্বেষণ করেন না, এবং তাহার শাস্তি প্রাপ্তির পর কিরূপ গতি ও প্রবৃত্তি হইবে, তাহাও বিবেচনা করেন না। কুক্কুরের সমুদায়ই নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, অন্য কোন শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি নাই, এই হেতু সে এরূপ কার্য্য করে। মনুষ্যেরও সেই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, অতএব তিনিও তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কুক্কুরবৎ ব্যবহার করেন। আর তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি তিনি দণ্ড বিধান বিষয়ে তাহারদিগকে যথা নিয়মে নিয়োজন করিতে পারেন নাই।

মনুষ্য-সমাজে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত হইলে সংসারের যত মঙ্গল সম্ভাবনা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি দণ্ড দ্বারা যদিও তত না হউক, কিন্তু কিছু উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই। যত কাল লোকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, তত কাল তাহারদের ঐ সমুদায় দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির আতি-

শয্য নিবারণার্থ কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণ না হইলে জন-সমাজ উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহাতে দোষি ব্যক্তিদিগেরও দণ্ড-জন্য যাতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা উৎ-পন্ন হয়। অতএব, এক্ষণে যে প্রকার দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা দণ্ডিত ব্যক্তিরও কিঞ্চিৎ উপকার-জনক। কিন্তু প্রাণদণ্ডে তাহার কোন উপকার নাই।

পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগকে কেবল নি-কৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহারদের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর স্বভাব পরস্পর উপযোগি ক-রিয়া রাখিয়াছেন। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বিধানানু-যায়ী দণ্ড তাহারদের পক্ষে যথার্থ উপকারী। অনুমিতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি না থাকাতে, তাহারা মনুষ্যের ন্যায় প্রগাঢ় কৌ-শল ও গুরুতর মন্ত্রণা পূর্ব্বক দল-বদ্ধ হইয়া কাহারও অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং আপনার দোষ প্রকাশের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা গোপন করিতেও চেষ্টা করে না। অত্যাচারি আততায়িদিগের নি-কৃষ্টপ্রবৃত্তির ক্ষণিক উদ্রেকে যত দুর অনিষ্ট

ঘটনা হইতে পারে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে; পরে অত্যাচরিত জন্তুদিগের ক্ষণিক ক্রোধ দ্বারা তাহার দমন হয়।

কিন্তু মনুষ্যের বিষয়ে সেরূপ নহে; জগদীশ্বর সমুদয় বাহ্য বিষয়কে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যের উপযোগি করিয়া দিয়াছেন। অতএব, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান তাঁহার পক্ষে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। মনুষ্য আপন দোষ গোপনার্থে ও অসিদ্ধ করণার্থে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করে, অতএব তাহার এপ্রকার আশা থাকে, যে শাস্তি প্রাপ্ত না হইলেও না হইতে পারি। আর তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতাই যদি তাহার কুপ্রবৃত্তির যথার্থ কারণ হয়, তবে কেবল শাস্তি দ্বারা কোন ক্রমেই তাহার দমন হইতে পারে না; কারণ সে স্থলে যে কারণে কুপ্রবৃত্তি হয়, তাহা শাস্তি প্রাপ্তির পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনি থাকে। কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। অতএব, লোকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার দুষ্কর্ম্মে রত হয়। এই হেতু সকল দেশের পুরাবৃত্তই পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া

রহিয়াছে এবং ভূমণ্ডলে কুকর্ম্ম-স্রোত চির-
কাল সমান বহিতেছে। তিন সহস্র বৎসর
পূর্ব্বকার মনুষ্যেরা যেরূপ পাপাসক্ত ছিল,
এক্ষণকার লোকেরাও সেইরূপ রহিয়াছে।
অতএব, চিরকাল যেরূপ রীতিক্রমে কুকর্ম্মের
দণ্ড বিধান হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন
নিতান্ত নিষ্ফল হইল, তখন উপায়ান্তর চেষ্টা
করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি
দণ্ড বিধান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এবং কে-
বল তদ্দ্বারাই মানব বর্গের পাপ বিমোচন
ও ধর্ম্মবর্দ্ধন হওয়া সম্ভব; কারণ পরমেশ্বর
আমারদের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বা-
পেক্ষা প্রধান করিয়াছেন এবং সমস্ত বাহ্য
বস্তুকে তাহার উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করি-
য়াছেন।

কুক্কুর আততায়িকে যে প্রহারাদি ক-
রিতে যায়, কেবল ক্রোধমাত্র তাহার কারণ।
আততায়ির উপদ্রবে তাহার অর্জ্জনস্পৃহাদি
কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্ষোভোৎপত্তি
হয়, এবং জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি
তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া উপদ্রবকারিকে

শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের ক্রোধের কার্য্যও সেই প্রকার। কাহারও অর্থ অপহৃত হইলে তাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি ক্ষুভিত হয়। কাহাকেও নর হত্যা করিতে দেখিলে আমারদের উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়। পরে জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া চোর ও হত্যাকারিকে প্রতিফল প্রদান করিতে ব্যগ্র হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের এই দণ্ডবিধান বিষয়ক ব্যবহারের সহিত কুক্কুরের তদ্বিষয়ক কার্য্যের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ, বিভিন্নতা না থাকিবারই সম্ভাবনা; কারণ, এস্থলে উভয়েই নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া কর্ম্ম করে। কিন্তু এরূপ দণ্ড বিধান আমারদের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায়ের সম্মত নহে; তাহারদের আদেশানুসারে দোষিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যহার করা কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

চৌর্য্য ও নরহত্যা উপচিকীর্ষার অনুমোদিত নহে, কারণ ঐ উভয় কুকর্ম্মই এ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। ন্যায়পরতা বৃত্তিও ইহাতে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়, কারণ কাহারও ন্যায্য বিষয়ের উপর

আক্রমণ করা এ প্রবৃত্তির নিতান্ত অনভিমত। আর যাহাতে পরমেশ্বরের প্রীতি-ভাজন জীবদিগের দুঃখোৎপত্তি হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা কোন ক্রমেই ভক্তিবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। ফলতঃ, যাবতীয় দুষ্কর্ম্মই সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, এবং তাহার উৎসেদ সাধনা করাই তাহারদের অভীষ্ট। দুষ্কর্ম্মকারির স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে এই যথার্থ তত্ত্বের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না। উন্মত্ত ব্যক্তিকে নরহত্যা করিতে দেখিলেও দয়াবানের যাতনা বোধ হয়, এবং তাহা নিবারণ করিতে একান্ত অভিলাষ জন্মে। চৌর্য্য-ক্রিয়া জড় ব্যক্তির দ্বারা কৃত হইলেও তাহা ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করা ভক্তিবৃত্তির সম্মত নহে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সংযমে অসমর্থতা বশতঃ দুষ্কর্ম্ম করিলেও যে তাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় ঘৃণা প্রকাশ করে, তাহার কারণ আছে। প্রথমতঃ, পরমেশ্বর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের এই

প্রকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে যে কোন কারণে অনিষ্ট ঘটনা হউক না কেন, তাহা তাহারদিগের অনভিমত ও বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ, আততায়ী ব্যক্তি অবশ-চিত্ত বলিয়া হত বা আহত ব্যক্তির যে ক্লেশের হ্রাস হয় এমত নহে; বুদ্ধিমান্ ও উন্মত্ত উভয়ের অস্ত্রাঘাতই সমান ক্লেশদায়ক, এবং ধূর্ত্ত চৌর ও নির্ব্বোধ জড় উভয়েরই চৌর্য্য-ক্রিয়া দ্বারা ধনির সমান ধন-হানি হয়।

অতএব, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুদায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে কুকর্ম্ম মাত্রই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অনভিমত, এবং যাহাতে তাহা সমূলে নির্মূল হয়, তাহাই তাহারদের প্রার্থনীয়। কোন স্থলে ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায় সম্পাদনার্থ সমুচিত উপায় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল উপায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্মত, আর যাহা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রযোজিত, এ উভয়ে অনেক বিশেষ আছে। লোকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কুকর্ম্মের দণ্ড বিধান করে, এ প্রযুক্ত কুপ্রবৃত্তির কারণ ও দণ্ড বি-

ধানের ফলাফল কিছুই বিবেচনা করে না। তাহারা আততায়িকে ধৃত করে, রুদ্ধ করে, এবং হত বা আহত করে। এই পর্য্যন্ত নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির কার্য্যের মীমাংসা,এই স্থলেই তাহার পর্য্যাপ্তি।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য এরূপ নহে। তাহারা দোষি ব্যক্তিরও কল্যাণ চেষ্টা করে। উপচিকীর্ষা বৃত্তি তাহাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত করিতে ও তদ্দ্বারা সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত করিতে উৎসুক হয়। ভক্তিবৃত্তির এই আদেশ, যে তাহাকে অবজ্ঞা না করিয়া সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সেইরূপ করাই উচিত। ন্যায়পরতার এই উপদেশ, যে যেপ্রকার দণ্ড দ্বারা তাহার পাপাসক্তির মূলোন্মূলন ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতএব, আমারদের প্রধান প্রধান বৃত্তির যেপ্রকার উপদেশ, তাহাতে, সর্ব্বাগ্রে দুষ্প্রবৃত্তির মূল ও দুষ্কর্ম্মির দুষ্কর্ম্ম নিবারণের উপায়, এই দুই বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ করা আবশ্যক।

আমারদিগের যে সমুদায় মনোবৃত্তি আছে, তাহারই কোন না কোন বৃত্তির অনুচিত নিয়োগ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইঁতে পারে, তাহারদের অনুচিত নিয়োগেরই বা কারণ কি? তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে; যথা প্রথমতঃ কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল থাকাতে, তাহার আতিশয্য দ্বারা আপনা হইতেই পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়; দ্বিতীয়তঃ বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়; তৃতীয়তঃ কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা না জানাতেও অনেকানেক কুকর্ম্ম ঘটিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে এই ত্রিবিধ কারণের বিষয় লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ।—ব্যক্তি বিশেষের প্রবৃত্তি বিশেষ যে স্বভাবতঃ প্রবল হয়, পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ দোষই ইহার এক মাত্র কারণ। তাঁহারদের যে সমুদায় মনোবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী থাকে, সন্তানেরও সেই সকল বৃত্তি অতিশয় বল প্রকাশ করে। অতএব, ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে কোন কোন ব্যক্তি এ

প্রকার বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যে আপনা হইতে তাহারদের বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে সম্বরণ করিয়া রাখা এক প্রকার অসাধ্য। তাহারা দুষ্কর্ম্ম না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তাহারদের স্বভাব বৃক্ষে পাপ রূপ ফল ফলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অন্নের অসংস্থান, সুরাপান, কুদৃষ্টান্ত দর্শন, প্রবৃত্তি বিশেষের বিষয় সং-ঘটন ইত্যাদি অনেকানেক কারণে কোন কোন প্রবৃত্তির অতিমাত্র উত্তেজনা হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—আমারদের মানসিক প্র-কৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকাতেও পৃথিবীতে পাপ-প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়াছে। সতীর সহমরণ গমন, গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, নরবলি প্রদান প্র-ভৃতি বিস্তর দুষ্কর্ম্ম ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। ভারত-বর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই প্রকার বিষম ব্যাপার সমুদায়ের বিধি আছে, এবং বহু কালাবধি লোকে তাহা স্বর্গ-সাধন জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।

এই ত্রিবিধ কারণ উৎপাদন ও পরিত্যাগ করা পাপি ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন নহে। সে আপনার স্বভাব-সিদ্ধ নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতাও উৎপাদন করে নাই; যে সকল বাহ্য ব্যাপার দ্বারা কোন কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি প্রদান করে, সে ব্যক্তি তাহারও কারণ নহে; এবং আপনার অজ্ঞান রূপ রোগেরও উৎপাদক নহে। কিন্তু যদিও সে আপনার দুষ্প্রবৃত্তির কারণ না হউক, তথাপি তাহার ও সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে আদেশ করিতেছে। অত-এব, কি প্রকারে এই পরম প্রার্থনীয় মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বুদ্ধি অনুমতি করিতেছেন, দুষ্ক্রিয়ার কারণ নিরাস করিলেই দুষ্ক্রিয়া নিরাস হইবে। অত-এব, কিরূপে কোন্ কারণের কি প্রকার নিরা-করণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—কোন কোন প্রবৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা দুষ্প্রবৃত্তির প্রথম কারণ। একাল

পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক যত নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে এ দোষ সহসা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে এস্থলে বুদ্ধিবৃত্তির এই উপদেশ, যে দোষি ব্যক্তিকে যে স্থানে যেরূপ নিয়মে রাখিলে তাহার প্রবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল বর্দ্ধিত ও চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই স্থানে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা করিবেক। যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া একবার কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ তাহাতে রত হইয়া জনসমাজের অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে; অতএব, সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তদনন্তর, যাহাতে তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে, তাহা কর্ত্তব্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার সংস্রব রাখা উচিত নহে। কুসংসর্গ, পরিশ্রম পরিত্যাগ ও মাদক সেবন করিলে দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়; অতএব, কুকর্ম্মি ব্যক্তিরা যাহাতে এই সমস্ত

দোষ পরিবর্জ্জিত হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক। এক্ষণকার কারাগারের যে রূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে তাহারদিগকে দিবারাত্রই কুসংসর্গে থাকিতে হয়। যত দুর্দ্দান্ত পাপাসক্ত নরাধম পরস্পর একত্র সহবাস করিয়া পরস্পরের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল করিতে থাকে। এক্ষণকার কারাগারের ন্যায় পাপিদিগের পাপ শিক্ষার পাঠশালা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব,বন্দীদিগকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত, এবং যখন তাহারদিগের একত্রে থাকিবার প্রয়োজন হয়, তখন যাহাতে তাহারা পরস্পর অসদালাপ, অসদভিপ্রায় প্রকাশ ও কুপ্রবৃত্তি প্রদান করিতে না পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। আর, তাহারদিগকে কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যক। পরিশ্রমের পর দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু যে সকল কর্ম্মে প্রধান প্রধান বৃত্তির চালনা হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তাহাতে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজোহানি হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—বাহ্য বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা দুষ্প্রবৃত্তির দ্বিতীয় কারণ। পূর্ব্বোক্ত প্রথম কারণ প্রশমনার্থ যে যে ব্যাপার সাধন করা কর্ত্তব্য, তাহাতেই দ্বিতীয় কারণের নিরাকরণ হইবেক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় দ্বারা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার সহিত পাপাসক্ত ব্যক্তির সংস্রব রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

তৃতীয়তঃ।—অজ্ঞান দুষ্প্রবৃত্তির তৃতীয় কারণ। যথা নিয়মে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা দান করিলেই ইহার প্রতীকার হইতে পারে। উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিয়া কারাগারস্থ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিরা তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক কথা প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করিলে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে।

যদি এ প্রকার ব্যবহারকে দণ্ড বলা যাইতে পারে, তবে কুকর্ম্মিদিগকে এইরূপ দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এরূপ আচরণ আমা-

রদের সমস্ত প্রধান বৃত্তির অভিমত ও পরি-তৃপ্তিজনক। এরূপ আচরণ দ্বারা দোষি ব্য-ক্তির চরিত্র শোধন ও জনসমাজের উপকার হইয়া উপচিকীর্ষা বৃত্তি চরিতার্থ হয়, দোষির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়া ন্যায়পরতা বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ না হইয়া যথোচিত আদর প্রকাশ হওয়াতে, ভক্তি বৃত্তির তৃপ্তি লাভ হয়, এবং কারাগারের এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন হইলে সংসারের পাপ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হয়।

অতএব, দুষ্কর্ম্মিদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের এইরূপ রীতিই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত, আর এক্ষণে প্রায় সকল দেশে যেরূপ দণ্ড বিধা-নের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা কেবল নি-কৃষ্টপ্রবৃত্তির কার্য্য। প্রথমোক্ত রীতিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত এবং শেষোক্ত রীতিকে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত বলিয়া উল্লেখ করা গেল। এই উভয় রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্ত রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা শুভদায়ক বলিয়া প্রতীত হইবেক।

কেবল ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা করা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু লোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের প্রবলতা বশতঃ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অতএব, তাহার নিরাকরণ না হইলে তাহারদের দুষ্কর্ম্মের নিবারণ হওয়া কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কারণ নিরাস না হইলে কার্য্য নিরাস হইতে পারে না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির এরূপ তাৎপর্য্য নহে। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি দেখিলেই সেই কুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি চেষ্টা করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের উদ্দেশ্য; তাহা না করিয়া তাহারা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। এক্ষণে, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে রাজপুরুষেরা দোষিকে দণ্ড দিয়া মোচন করিয়া দেন। তাহার দুষ্প্রবৃত্তির কারণ সমুদায় পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকে; সুতরাং সে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনর্ব্বার লোকের উপর উপদ্রব আরম্ভ করে। কিন্তু কুকর্ম্মির কুপ্রবৃত্তির কারণ নিরাকরণ করা ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার দুষ্কর্ম্ম নিবারণ হয়।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে শাস্তি প্রদান করিলে, দোষি ব্যক্তি এবং জন-সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল সচেষ্টিত রাখা হয়; কারণ, তদীয় দণ্ড দণ্ড-দাতার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল উত্তে-জিত করে। দেখ, প্রহারাদি কায়-দণ্ড দণ্ড-দাতার জিঘাংসা হইতে উৎপন্ন হইয়া দণ্ডি-ত ব্যক্তির ভয় ও ক্রোধাদি উৎপাদন করে। প্রাণ-দণ্ডও দণ্ডকর্ত্তার ঐ জিঘাংসা বৃত্তি হই-তে উৎপন্ন হয়। ফলতঃ, কেবল দণ্ডিত ব্যক্তির নহে, এই সকল দণ্ড দর্শন করিয়া দর্শকদি-গেরও জিঘাংসা প্রভৃতি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ব-র্দ্ধিত হইতে থাকে। আর, এরূপ দণ্ড বি-ধানের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কোন সংস্রব নাই। ইহা দেখিয়া কি দণ্ডদাতা, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড দর্শক কাহারও কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালিত হয় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে দু-ষ্কর্ম্মির দুষ্প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করিতে হই-

লে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল নি-
য়োজিত করিতে হয়। যদিও কোন কোন নিকৃ-
ষ্টপ্রবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা
ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের কিঙ্কর স্বরূপ থাকিয়া
তাহারদেরই শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতে থাকি-
বে। যাহারা এরূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন করি-
বে, তাহারদের উপচিকীর্ষা বৃত্তি কি কুকর্ম্মা-
সক্ত ব্যক্তি কি অপর লোক সকলেরই উপকার
উদ্দেশে অত্যন্ত উত্তেজিত থাকিয়া সর্ব্বতো-
ভাবে চরিতার্থ হইবে। এবম্প্রকার দণ্ড বিধা-
নের সমুদায় ব্যাপারই জন-সমাজের কল্যাণ-
দায়ক ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত দণ্ড-বিধান বিষয়ে
যখন যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, ও যাহারা
তাহা দর্শন করে, তাহারদের তৎকালোৎপন্ন
সন্তানেরা শারীরিক নিয়মানুসারে প্রবল নি
কৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে, এক জনের
প্রাণ-দণ্ড বহু জনের প্রাণ-দণ্ডের হেতু হইতে
পারে।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির ফল ইহার
সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা তৎ সম্পাদনে নি-
যুক্ত থাকিবে, তাহারদের সন্তানেরা পিতা

মাতার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিবে; এবং যাহারা এই সুচারু শুভকর নিয়মানুসারে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, তাহারদেরও উত্তর-কালবর্ত্তি সন্তানেরা আপন আপন পিতা মাতা অপেক্ষা পুণ্যশীল হইবে। তাহারদের পাপ-পঙ্কে পতিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে যেরূপ দণ্ড বিধান হইয়া থাকে, তাহাতে, যথার্থ সাক্ষি পাওয়াও দুষ্কর। যদি দোষি ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনে স্বচক্ষে তাহাকে দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখে, তথাপি তাহাকে বিচারস্থলে উপস্থিত করিতে ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় না; কারণ কাহাকেও দণ্ড-দাতার কোপানলে নিক্ষেপ করা উপচিকীর্ষাদি প্রধান প্রবৃত্তির অভিমত নহে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি প্রচলিত হইলে, পরমাত্মীয় ব্যক্তিও তাহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে আশঙ্কা করিবেক না। তখন কারাগার বিদ্যাগার স্বরূপ হইবে। বিদ্যাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে কাহার অমত? যাহাতে আত্মীয় ব্যক্তির

দুষ্প্রবৃত্তি দমন, জ্ঞান বর্দ্ধন ও চরিত্র শোধন হয়, তাহা কাহার অনভিপ্রেত?

এক্ষণে যে প্রাণ-দণ্ডের নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অপকারী ও ঘৃণাকর। তাহা কোন ক্রমেই আমারদের উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এই প্রাণ-দণ্ড সম্পাদনার্থ যে প্রাণ-ঘাতক নিযুক্ত থাকে, তাহার পদও অতি ঘৃণাকর। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীত্যনুসারে দোষি ব্যক্তিকে যাঁহারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারা শিক্ষক, চিকিৎসক ও ধর্ম্মোপদেশক। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-ঘাতকদিগের ন্যায় অনাদরণীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারদের কার্য্য আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যেরূপ স্ফূর্ত্তিকারক, তাহাতে তাঁহারদিগকে পরম পূজনীয় প্রধান মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব, ইহা অবধারিত হইল, যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে যেরূপ দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অশেষ-দোষাকর, আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি নিরবচ্ছিন্ন-কল্যাণকর।

এক্ষণে রাজপুরুষেরা যেমন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া দোষির দণ্ড বিধান করেন, জন-সমাজস্থ অপর সাধারণ লোকেও পরস্পর তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডলে নিষ্পাপ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যাঁহারা গুরুতর দুষ্কর্ম্মে আসক্ত নহেন, তাঁহারাও সচরাচর অল্প অল্প দোষ করিয়া থাকেন। তাহার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে, আমারদের যে সমস্ত নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা গুরু পাপের উৎপত্তি হয়, তাহারই অল্প অল্প উত্তেজনা দ্বারা লঘু পাপে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে আত্মাদর ও জিঘাংসাদির বশবর্ত্তি হইয়া লোকের কুৎসা করি, তাহারই অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা প্রহার ও প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহার অনুবর্ত্তি হইয়া কোন পণ্য বস্তুর গুণ আরোপিত করিয়া বর্ণনা করি, অথবা তাহার উচিত মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, তাহারই অত্যন্ত অবৈধ উত্তেজনা দ্বারা চৌর্য্য-ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব, আমারদের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের অত্যল্প অন্যথাচরণও অবশ্যই

কোন না কোন মনোবৃত্তির অবৈধ নিয়োগের ফল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, গুরু বা লঘু কোন পাপ আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত নহে, কারণ সকল প্রকার কুকর্ম্মই তাহারদের বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত। যাহাতে অজ্ঞান-কৃত ও মোহ-প্রবর্ত্তিত সকল দুষ্কর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই তাহারদের অভিপ্রেত।

এক্ষণকার লোকের যেপ্রকার রীতি নীতি, তাহাতে সকলেই কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া দোষিদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা, কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা, কেহ পাপ করিলে প্রতিপাপ করা, এক্ষণকার লোকের রীতি। যদি ভদ্র লোকের মধ্যে কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মনের অবস্থা ও তাহার কুপ্রবৃত্তির অন্যান্য কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কোপান্বিত হইয়া তাহাকে কটূক্তি বা প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। লোকে সচরাচর এই প্রকার ব্যবহার করিযা থাকে, কিন্তু এরূপ দণ্ডে

ও পশুদিগের প্রদত্ত দণ্ডে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

এরূপ দণ্ড বিধানে যে কিছুই উপকার নাই এমত নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বকীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ আপনা হইতে দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তাহারা তথাপি লোক ভয়ে ও শাস্তি ভয়ে অধর্ম্মানুষ্ঠানে কতক ক্ষান্ত থাকিতে পারে। কিন্তু এতাবন্মাত্রেই এরূপ দণ্ড বিধানের ফলাফল পর্য্যাপ্ত হয়, ইহার দ্বারা অত্যাচারি ব্যক্তির দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইয়া ভয়াদি প্রবল হয়, এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ইহাতে লোক-সমাজে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতা রক্ষা পাইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক চালনা ব্যতিরেকে সদনুষ্ঠানে ও অসৎ পরিত্যাগে অভ্যাস পায় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের ফল আর এক প্রকার। আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি দোষির দোষোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করে, এবং সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি

দোষিকে অবজ্ঞা ও অনাদর না করিয়া তাহার দোষাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করিতে চাহে। কেহ কাহারও অপমান করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হয়, যে ঐ দুরাচারের জিঘাংসা ও আত্মাদর এই দুই বৃত্তির অতিমাত্র প্রবলতা, অথবা ঐ অপমানিত ব্যক্তির কোন প্রকার অন্যায়াচরণ দ্বারা তাহার ক্রোধোদয় হওয়া, কিম্বা তাহার ভ্রম ক্রমে অপমানিত ব্যক্তিকে আপনার অনিষ্টকারি জ্ঞান করা, এই তিন কারণের কোন কারণে তাহার এই ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। যদি কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে, তবে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হয়, যে তাহার ন্যায়পরতা অপেক্ষা জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা, অথবা সম্মুখোপস্থিত বিষয়ের লোভ সম্বরণে অসমর্থতা, কিম্বা প্রবঞ্চনা দ্বারা পরিণামে প্রবঞ্চকের নিজেরও অনিষ্ট হয় ইহা জ্ঞাত না থাকা, এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার প্রতারণায় প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। সমুদায় অবৈধ কর্ম্মেরই এই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই সমুদায় কারণের নিরাকরণ করা বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, কেন না কারণের ধ্বংস হইলেই তাহার অধর্ম্ম রূপ কার্য্যের ধ্বংস হয়। যে প্রকারে এই শুভ সংকল্প সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাও উপদেশ দেওয়া ঐ সমুদায় প্রধান বৃত্তির কার্য্য। যদি কোন ব্যক্তির এ প্রকার উগ্র প্রকৃতি থাকে, যে সে সকল লোকেরই সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ও সকলেরই অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে সকল বিষয় দ্বারা তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, সে সকল বিষয়ের সহিত তাহার কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল বুদ্ধিমান্ শান্ত-স্বভাব ব্যক্তিদিগের দ্বারা তা-হাকে বেষ্টিত রাখা কর্ত্তব্য। যদি সে লোভী হয়, তবে যাহাতে তাহার সমক্ষে লোভ-জনক সামগ্রী উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি সে অজ্ঞানাবৃত ও ভ্রমাচ্ছন্ন হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাহার অজ্ঞান তিমির দূর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি এরূপ প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল, যে তাহারা লোকা-লয়ে বাস করিলে কুকর্ম্ম না করিয়া থাকিতে

পারে না, এবং সহস্র প্রকারে বিবিধ যত্নে উপদিষ্ট হইলেও অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এ প্রকার ব্যক্তিরা কেবল লোকের উপর উপদ্রব করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অতএব, তাহারদিগকে যাবজ্জীবন রুদ্ধ রাখিয়া কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত নির্ব্বোধ যে জড় ও উন্মাদগ্রস্ত লোক, তাহারদিগকে প্রতিপালন করা যদি উচিত হয়, তবে যাহারদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে এক প্রকার জড় বলা যাইতে পারে, তাহারদিগকে প্রতিপালন করাও কেন না কর্ত্তব্য হয়? খঞ্জ ও অন্ধদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যদি শ্রেয়ঃ হয়, তবে যাহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহারদিগকে পোষণ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কাহাকেও এ প্রকার দুর্দ্দান্ত পাপাসক্ত জানিলে, কেহ তাহাকে আপনার ভৃত্য স্বরূপে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হয়েন না। আপনার কর্ম্মে যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারা যায়, তাহাকে রুদ্ধ না করিয়া জন-সমাজে যথেষ্টাচার করিতে দেওয়া কিরূপে উচিত হইতে

পারে? অতএব যে সকল দোষির দুষ্প্রবৃত্তি বিমোচন হইয়া চরিত্র শোধন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য, আর যাহারদের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাহারদিগকে রুদ্ধ রাখিয়া ভরণ পোষণ করা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে এ মতে পাপ পুণ্যের বিশেষ কি? যদি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতা, লোভ-জনক দ্রব্যের সন্নিধান, ও অজ্ঞান এই তিন কারণে মনুষ্যের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং এই ত্রিবিধ দোষেরই কারণ না হন, তবে কি প্রকারে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ হইতে পারে?

এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। আমারদের মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, পাপ পুণ্যের পরস্পর বিভিন্নতা স্পষ্ট রূপে প্রতীত হয়। নরহত্যা করা পাপ, কারণ তাহা উপচিকীর্ষা বৃত্তির বিরুদ্ধ। পর-ধন অপহরণ করা পাপ, কারণ তাহা ন্যায়পরতা বৃত্তির বিরুদ্ধ। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করা পাপ,

কারণ তাহা ভক্তি বৃত্তির বিরুদ্ধ। আমার-
দের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে সর্ব্ব-প্রধান,
এবং নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে যথা নিয়-
মে নিয়োজন ও শাসন করা যে তাহা-
রদের কর্ত্তব্য, এ জ্ঞানও আমারদের স্বভা-
ব-সিদ্ধ। আর যাহাতে এই সকল প্রধান
বৃত্তির প্রাধান্য থাকে ও তাহারদেরই অনু-
মতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তুর
তদুপযোগি শৃঙ্খলা করিয়া দিয়াছেন। যদি
উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা এই উভয় বৃত্তি নর-
হত্যা ও চৌর্য্য-ক্রিয়াকে অতি দূষ্য বলিয়া প-
রিত্যাগ করিতে আদেশ করে, এবং আর
আর সমুদায় মনোবৃত্তি ও সমস্ত বাহ্য বস্তু
বিষয়ক নিয়মের সহিত সেই আদেশের ঐক্য
থাকে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হই-
বে, যে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম আমারদের স্বভা-
ব-সিদ্ধ ও অতি প্রামাণিক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করি-
তে পারে, যে যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আমারদের
স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে এ বিষয়ে সকল দেশীয়
লোকেরই এক প্রকার অভিপ্রায় থাকা সম্ভব ;
কিন্তু তাহার বিপরীত দেখ, তাতার দেশীয়

লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ করা শ্লাঘ্য বলিয়া জানে।

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নহে। আমারদের যেমন উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা আছে, সেইরূপ, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক মনোবৃত্তি আছে। বুদ্ধিবৃত্তি যদি উত্তম রূপে মার্জ্জিত না হয়, অনভিজ্ঞ ও ভ্রমাচ্ছন্ন থাকে, তবে তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রধান বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও কুপথে সঞ্চারিত হইতে পারে। তাতার দেশীয়দিগের ভিন্ন জাতীয় লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই হেতু তাহারা ভিন্ন দেশীয়দিগের প্রাণ বধ ও অর্থাপহরণ করা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জানে। তাহারা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি মাত্রকে চৌর ও দস্যুবৎ জ্ঞান করে, এবং তদনুসারে, তাহার অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া এ ভ্রম দূরীকৃত হইত, তবে আর চৌর্য্য ও দস্যু-বৃত্তিকে বিহিত কার্য্য বোধ হইত না। যদি তাহারদের এ প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া দিতে পারা যায়,যে কোন জাতীয় লোক তাহারদের বৈরী নহে, সকল লো-

কই তাহারদিগকে ভাল বাসে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহারদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে ভিন্ন জাতি মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা কর্ত্তব্য কি না, তবে তাহারা কখনই এরূপ অবিহিত কার্য্যকে বিহিত বলিয়া স্বীকার করিবেক না। এদেশীয় লোকেরাও যে জীবিত দেহে সতী স্ত্রীর চিতা-রোহণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, দেব সন্নিধানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি দারুণ দুষ্কর্ম্ম সকল বৈধ কর্ম্ম জ্ঞানে অনুষ্ঠান করিয়া আসি-য়াছেন, তাঁহারদের বুদ্ধির দোষই ইহার এক মাত্র কারণ। তাঁহারা এই সকল ক্রিয়া-কে স্বর্গ-সাধন ও শুভ-সাধন বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং শিক্ষকদিগের দোষে শিক্ষিতেরা দূষিত হইয়া আসিয়াছেন। নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ ইহা তাঁ-হারা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন, এক্ষণে যদি জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জা-নিতে পারেন, যে এ সকল কার্য্য কোন ক্রমেই স্বর্গ-সাধন নহে, শোক, দুঃখ, পর-পীড়া প্র-ভৃতি ইহার ফল, যে শাস্ত্রে এই সমস্ত দুষ্ক্রি-য়ার বিধি আছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তবে

আর তাঁহারা কখনই এই সমুদায় নিষ্ঠুর কর্ম্মকে বিহিত বোধ করেন না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে না। এ কথা যথার্থ কি না তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানুশীলন দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা আর এই সমুদায় ঘৃণিত কর্ম্মকে স্বর্গ-সাধন জ্ঞান করেন না; বরং এ সকল কুপ্রথাকে নিতান্ত অসভ্যতার চিহ্ন বোধ করেন। অতএব, আমারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বভাব ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান, কেবল তাহারা ভ্রান্তিবিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইলেই অশুভ ফল উৎপাদন করে। স্বভাব দোষেই হউক, বা অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সুধাময় উপদেশ অবহেলন করিলেই দুঃখ রূপ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড বিধানের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে, যে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর আমারদিগের হিতার্থেই

নিয়োজন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অপার করুণা ও অনবচ্ছিন্ন ন্যায়পরতার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। এক বার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর সে দুষ্কর্ম্ম না করি, এবং এক জনের দণ্ড দেখিয়া অন্যে শাস্তি ভয়ে ভীত হইয়া সাবধান হয়, এই দুই পরম প্রয়োজন প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ি দণ্ড দ্বারা সাধিত হইতেছে। অতএব, দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন এই স্বভাব-সিদ্ধ শাস্তির উদ্দেশ্য। দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ হইলে দুঃখ নাশ হয়, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইলে আনন্দ লাভ হয়, অতএব, মনুষ্যের আনন্দ বৃদ্ধিই ইহার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুষ্পের সহিত যেমন গন্ধের সংযোগ, ধর্ম্মের সহিত সেই রূপ সুখের সম্বন্ধ। যাঁহারা কহিয়া থাকেন, অনশন, শীতোষ্ণ-সহিষ্ণুতা, অঙ্গ বিশেষের অবশতা, শর-শয্যায় শয়ন ইত্যাদি অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাঁহারা ঘোরতর অজ্ঞানে আবৃত। আমারদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার ক্লেশ

ভোগ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। সকল প্রকার ক্লেশই তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখ রূপ প্রতিফল যে মনুষ্যের হিতার্থে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহারও এই তাৎপর্য্য। পাপাচরণের দুঃখময় ফল প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ও অন্যে তদ্দৃষ্টে সাবধান হইয়া দুষ্কর্ম্মে বিরত থাকে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অশেষ প্রকার অসুখের কারণ উপস্থিত হয়। প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সতেজে চালনা করিলে যে নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়; লোকের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া মহা অসুখে কাল যাপন করিতে হয়; ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য

না হইয়া নৈরাশ ও বিরক্তি রূপ ফল ভোগ করিতে হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম পরিপালনে সম্যক্ সমর্থ না হইয়া পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মাচরণের এই সকল অশুভ ফল দৃষ্টি করিয়া আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, এই অভিপ্রায়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। অতএব, সংসারে অধর্ম্ম ও দুঃখ নাশ এবং ধর্ম্ম ও সুখ বৃদ্ধি এ প্রকার দণ্ড বিধানের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এবং আমারদের সমস্ত মনোবৃত্তি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলাও তাহার সম্যক্ উপযুক্ত।

অষ্টমাধ্যায়

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য

পরমেশ্বর যে নিয়ম প্রতিপালনের যে প্রকার ফল বিধান করিয়াছেন, এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যে প্রকার শাস্তি নিয়োজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু সংসারে দুই, তিন বা অধিক নিয়ম পরস্পর সহকারি বা বিরুদ্ধকারি হইয়া এক এক কার্য্যের উৎপত্তি করে, এ নিমিত্ত কোন্ নিয়মের কি ফল ও কোন্ কারণের কি কার্য্য তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তাহা নিরূপণ করিতে না পারাতেই, লোকে নানা প্রকার অমূলক কারণ কল্পনা করিয়া থাকে।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে যেরূপ ফলোৎপত্তি হয়, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কাম, বুভুক্ষা প্রভৃতির বশবর্ত্তি হইয়া নানা প্রকার অহিতাচরণ পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলে শারীরিক অসুস্থতা হয়। এস্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই আনুষঙ্গিক শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া উঠে।

যদি কেহ ব্যয়-কুণ্ঠ হইয়া দুর্গন্ধময় কদর্য্য স্থানে বাস ও অহিতকারি দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে তাহার শরীর অসুস্থ ও মন নিস্তেজ হয়। এস্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন ইহার মুখ্য কারণ, কিন্তু তাঁহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতেই শারীরিক নিয়ম পালনের ব্যাঘাত জন্মে।

সুনিপুণ নাবিকের সুনির্ম্মিত দৃঢ় নৌকা ভাড়া করিলে অধিক ভাড়া লাগিবে, এই ভয়ে যে কৃপণ ব্যক্তি কোন অনিপুণ নাবিকের

পুরাতন জীর্ণ নৌকায় আরোহণ করে, তাহার জল-মগ্ন হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। যদিও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে এপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তির প্রবলতাকে ইহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে, সামাজিক নিয়মের যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে অনেকে ঐক্য হইয়া কার্য্য বিশেষে কোন প্রধান ব্যক্তির বশবর্ত্তি হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু যে ব্যক্তি তৎকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং তৎ প্রতিপালনে সম্যক্ রূপে সমর্থ, তাঁহাকেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এ নিয়মের অন্যথা হইলে উপকার দূরে থাকুক, অপকারেরই সম্ভাবনা। যৎকালে ফরাশিশদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন কতকগুলি ইংলণ্ডদেশীয় রণতরি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাল্টিক্ সাগরে গমন করিয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রতিগমন কালে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়াতে, কখুন্ কোন্ জাহাজ কোন্ স্থান দিয়া চলিতেছে, তাহা উত্তমরূপে নিরূপিত হইল

না। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন পোতাধ্যক্ষ এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন, যে রাত্রে নৌকা চালনা না করিয়া কেবল দিবসে চালনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু পোতাধিপতি স্বীয় স্ত্রী পরিবারে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এ নিমিত্ত শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া তাহারদের সহিত একত্রে য়িশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব সম্পাদন করণার্থ ব্যগ্র ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিবারাত্র সমভাবে জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। যে দিন এই আদেশ দিলেন, সেই দিন রাত্রেই সমুদায় জাহাজ ওলন্দাজদিগের দেশের নিকট এক চড়ায় গিয়া লাগিল। দুই খান জাহাজ এক কালে চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। আর এক খান গিয়া সমুদ্র-তটে লগ্ন হইল; সে জাহাজের মাল্লারা যদিও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। যদিও ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এই বিপদ্ ঘটনার মুখ্য কারণ, কিন্তু পোতাধিপতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। যদি তাঁহার আসঙ্গলিপ্সার ন্যায় উ-

পচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিবৃত্তি বলবতী থাকিত, এবং তাঁহার এ প্রকার বোধ হইত, যে আত্ম পরিবারের ইষ্ট চেষ্টা করা যেমন আবশ্যক, আপন অধীনস্থ পোতস্থ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল চেষ্টা করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ যদি তাঁহার এরূপ বোধ হইত, যে এপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিলে আপনার প্রাণ নাশ হইয়া স্ত্রী পরিবারেরও অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তবে তিনি এ প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহারে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না।

এক জন পোতবাহ কুম্ব্ সাহেবকে কহিয়াছিল, যে আমি একবার এক জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলাম ; তাহার পোতাধ্যক্ষ অতি উত্তম লোক। তিনি দেশ বিশেষের জল বায়ুর গুণ অবগত ছিলেন, এবং ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিতেন। এক দিন তিনি ব্যস্ত হইয়া উপরকার মাস্তুল নামাইলেন, পালের দণ্ড নত করিলেন, কামান সকল বন্ধন করিলেন, এবং পোতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছয় প্রহরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া

রাখিতে কহিলেন। এই সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই ঝটিকা উপস্থিত হইল। জাহাজের লোকেরা সকলেই এপ্রকার সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, যে যখন যে কার্য্য আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহাতে সে জাহাজ অনায়াসে বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। তাহার সমীপবর্ত্তি আর আর সমুদায় জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং অনেক খানা ভগ্ন ও জল-মগ্নও হইল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য যে কি পর্য্যন্ত হিতকারক, তাহা এই উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করিলেক, তাহারা প্রবল-বায়ু-মুখে পতিত হইয়াও রক্ষা পাইল, এবং যাহারা তদ্বিষয়ে অবহেলা করিলেক, তাহারা মৃত্যু-গ্রাসে পতিত বা অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হইল।

বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া পদার্থ-জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করা তত সুগম হইয়া আসিবেক। এক্ষণে অনেকানেক বিদ্যা-

বিশারদ মহাশয় ব্যক্তি ঝটিকার নিয়ম নি-
রূপণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারা ত-
দ্বিষয়ে যত কৃতকার্য্য হইবেন, লোকে ঝটিকা
বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে তত সমর্থ হইতে
থাকিবে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, নবজীলণ্ড-
বাসি লোকে ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া
এমন বুঝিতে পারে, যে তাহা শুনিয়া বিস্ময়া-
পন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন ক্রুজ্ সাহেব স্বীয়
বয়স্যদিগের সমভিব্যাহারে জল পথে ভ্রমণ
করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারদের নৌকায় ন-
বজীলণ্ডবাসী এক ব্যক্তি ছিল। এক দিবস
সায়ং কালে সেই ব্যক্তি আকাশ মণ্ডলে কিছু
মাত্র মেঘ না দেখিয়াও কহিলেক, কল্য অত্যন্ত
বৃষ্টি হইবেক। বাস্তবিক, পর দিবস প্রা-
তঃকালে ঘোরতর জলবর্ষণ হইয়া তাহার
ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল।

ঝটিকা বিষয়ক নিয়ম সুন্দর রূপে নিরূপিত
হইলে পরে, কি প্রকারে তাহার উৎপত্তি
হয় ও তদ্দ্বারা কি উপকারই বা দর্শে, তাহা
সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবেক। কিন্তু যে
সকল ভৌতিক নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা
প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলেও, এক্ষণে

ঝটিকা-সম্ভাবিত অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। কত শত নৌকা পুরাতন ও জীর্ণ এবং অনভিজ্ঞ নাবিকদিগের দ্বারা চালিত হওয়াতে ভগ্ন ও জল-মগ্ন হয়। অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির হীনতাই ইহার মূল কারণ।

সংসারে একেবারে কত শত কার্য্য-কারণ-প্রণালী চলিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কিন্তু অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া সে কার্য্যের সুবিধা করিতে বা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। লোকে সমুদায় কার্য্যের সমুদায় কারণ নিরূপণে অসমর্থতা বশতঃ শুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, দৈব-বিড়ম্বনা প্রভৃতি কতক গুলি শব্দ লইয়া মহা গোলযোগ করিয়া থাকে। যদি কোন নৌকা যথা নিয়মে চালিত না হওয়াতে জল-মগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা রক্ষা পায়, এবং অবশিষ্ট সকলে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে লোকে এই প্রকার জ্ঞান করে, যে যাহারা উত্তীর্ণ হইল, পরমেশ্বর

বিশিষ্ট রূপে প্রসন্ন হইয়া তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন, এবং যাহারা জল-মগ্ন হইয়া নষ্ট হইল, পরমেশ্বর তাহারদিগকে বিড়ম্বনা করিয়া নষ্ট করিলেন। এরূপ বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। পরমেশ্বর যে স্বয়ং সময় বিশেষে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কোন শুভাশুভ ফলের উৎপত্তি করেন, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে নৌকা জল-মগ্ন হয়, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনিপুণ নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলে সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, জগদীশ্বর জলের সহিত মানব-দেহের যেরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে সন্তরণ করিতে না পারিলে, নদী বা সমুদ্র-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। ইহার সমুদায় ব্যাপারই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ ঘটনার পূর্ব্বে কাহা-

রও শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট নিরূপিত থাকে না, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহও ইহার কারণ নহে।

আমরা কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক যে সঙ্কল্প করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া তৎ সাধনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহাকে দৈব ঘটনা কহিয়া থাকি। যদি কোন বণিক্ নৌকা করিয়া দূর দেশে পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করেন, আর পথ মধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা জল-মগ্ন হয়, তবে লোকে ইহাকে কুগ্রহ, দুরদৃষ্ট ও পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার ফল বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবিক, ইহা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফলও নহে এবং পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার কার্য্যও নহে। সুগ্রহ কুগ্রহ এ দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক*। সমুদায় ব্যাপারই জগদী-

* মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকল প্রস্তরাদির ন্যায় জড়পদার্থ। বুদ্ধিজীবি জীবের ন্যায় তাহারদের সঙ্কল্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ নিগ্রহ থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আর যদি তাহারদের এই সকল গুণ থাকিত, তাহা হইলেও মর্ত্য লোকস্থ মনুষ্যদিগের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমেশ্বর যে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন

শ্বরের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থলাভ প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকে, তাহার অলক্ষিত ঝটিকাদি বিষয়ক নিয়মানুযায়ী অন্য ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার সে আশা ভঙ্গ করে। কিন্তু বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়ম ও ঝটিকা সম্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, এবং উভয়ই স্বতন্ত্র থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য্য করিতেছে। আমরা সেই সমুদায় নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে না পারাতেই, দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

যেমন অলক্ষিত কারণান্তর দ্বারা লক্ষিত কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কখন কখন সুবিধাও হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক্ দূর দেশে কোন পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করে, আর সেই সময়ে সে দেশে তাহার মূল্য একেবারে চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বণিকের আশাতীত অর্থ লাভ হয়। লোকে এপ্রকার ঘট-

হয়। গ্রহের তুষ্টি রুষ্টিতে লোকের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এ কথা সদ্বিদ্যাশালি বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট কহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

নাকে সুগ্রহ, শুভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, ঈশ্বরানু-গ্রহ প্রভৃতি বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনার পূর্ব্বেও বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল না, এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বশতঃও ইহা ঘটে নাই। তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সকল প্রকার শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হয়।

যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে। তবে সংসারে নানা প্রকার কারণ মিলিত হইয়া এক এক কার্য্যের উৎপত্তি করে. ইহাতেই সকল সময়ে সকল কারণের সমান কার্য্য প্রত্যক্ষ হয় না। যদি দুই ব্যক্তি সমান পরিমাণে গুরু-পাক দ্রব্য ভক্ষণ করে, আর তাহাতে এক ব্যক্তির উদরাময় জন্মে, এবং অন্য ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা ও পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, তবে যে সেই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে এমত নহে। মানব দেহের সহিত তাহার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। ব্যক্তি বিশেষের পরিপাক-শক্তির তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

কোন কারণ অতিক্রম বা কোন নিয়ম স্থগিত করাও যায় না। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, মানব দেহও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য বেলুন যন্ত্র সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া, লোকে জ্ঞান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুতঃ, আকর্ষণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ইহা ঐ আকর্ষণ শক্তিরই কার্য্য। যেমন শোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে বাস্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদায় বেলুন তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ু রাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। অতএব, এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতি গ্লাস্‌গো নগরে একবার

জ্বর-রোগ প্রবল হইয়া অত্যন্ত মরক উপস্থিত হয়। তথাকার ধনী, নির্দ্ধন, ভদ্র, অভদ্র প্রায় সকল পরিবারেই ঐ রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে তথাকার কারাগারের এক ব্যক্তিও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে, যে কারাগারের অধ্যক্ষেরা শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিবার কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বায়ুর সহিত অহিতকারী দুষ্ট বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে জ্বর রোগের আবির্ভাব হয়, এবং যাহারদের শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, তাহারা তদ্দ্বারা আশু আক্রান্ত হয়। এই নিয়ম অবগত থাকাতে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা তথায় উত্তম রূপ বায়ু সঞ্চারের ও পরিষ্কারের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত হিতকারি খাদ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতেই তথায় মরক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতএব, শারীরিক

নিয়ম অতিক্রম করা দূরে থাকুক, তাহা প্রতি-পালিত হওয়াতেই, কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা মারী-ভয় হইতে নিস্তার পাইয়াছিল।

ফলতঃ, পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন,—যে সকল অখণ্ড্য আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা যায় ও তাহা অতিক্রম করিলে সুখ লাভ হয়, এ প্রকার জ্ঞান করাও নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এবং যে কার্য্যের যে ফল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

নবমাধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-জনক কি না তাহার বিচার

কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, যে যখন সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমু-দায় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন তাহারা কেবল ক্লেশের কারণ রূপে প্রতীয়-মান হয়। বিচার কালে জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা অতি সুচারু বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্য কালে তাহার অন্যথা হইয়া উঠে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূর্ব্ব প-ক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। যাহা সর্ব্ব সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক

ব্যক্তিরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। যে নিয়মকে মানব-জাতির সুখদায়ক বলা যায়, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরও সুখদায়ক বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য কখন মনুষ্য-জাতি হইতে ভিন্ন নহে। যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বা উপবন বলা যায়, সেইরূপ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিকে মনুষ্য-জাতি বলে। যেমন বৃষ্টির জল বন বা উপবনের পক্ষে উপকারজনক বলিলে, উহাকে তত্রস্থ প্রত্যেক বৃক্ষের পক্ষে উপকারজনক বলা হয়, সেইরূপ যে নিয়ম মানব-জাতির শুভদায়ক, তাহা প্রত্যেক মানবেরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। কাহারও অনিষ্ট সাধন করা কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, সমুদায় অমঙ্গলই নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। গল্পচ্ছলে অতি সুগম করিয়া এবিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেছিল, হঠাৎ পদ-স্খলন হওয়াতে, ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে আহত ও ভগ্ন-পাদ হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বিধাতার

প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল,
"হে বিধাতঃ! কে তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করে? তুমি অতি নির্দ্দয়। তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অশক্ত করিয়াছ, যে আমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেও জানিতে পারিলাম না, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময়ে তাহা আর নিবারণ করিতেও সমর্থ হইলাম না।" বিধাতা তাহার কথায় কর্ণ পাত করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার কোন্ নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ বল, তাহার প্রতীকার করি।" স্থপতি উত্তর করিল, "হে ব্রহ্মন্! যে নিয়ম থাকাতে পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়, লোকে যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে, তদ্দ্বারা আমার এই বিষম বিপত্তি ঘটিয়াছে। আমি ছাদের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলাম," হঠাৎ তাহার এক খান শিথিল ইষ্টকের উপর পদার্পণ করাতে, একেবারে ভূতলে পতিত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন, "আমি তোমারদের মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, ইহাতে

তুমি যদি সন্তুষ্ট না হইলে, তবে যে বর তোমার অভীষ্ট হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।” তাহাতে স্থপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিবেদন করিল, “হে করুণাময় লোকনাথ! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে দারুণ বেদনা হইয়াছে, তাহার শান্তি কর, এবং যাহাতে আমাকে তোমার ঐ মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দেও।” ইহাতে ভগবান্ ‘তথাস্তু’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

স্থপতি পরম পুলকিত হইয়া পুনঃপুনঃ বিধাতা পুরুষের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তদ্গত চিত্তে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তাহার সমুদায় গাত্র-বেদনা দূরীকৃত হইল, এবং শরীর পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ছাদের উপর স্থাপিত হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল, এবং আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইল। পরে ছাদের উপরে পদ বিক্ষেপের চেষ্টা করিয়া দেখে, যে পূর্ব্ববৎ আর চলিতে পারে না। সে আর পূর্ব্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়-

মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ থাকা আর না থাকা তুল্য হইল। শরীরের ভারবত্ত্ব বশতঃ পৃথিবীতে পদ বিক্ষেপ করা যায়, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই ভারের কারণ; অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পদ চালনা করা সম্ভাবিত হয় না। পরে সে কর্নিকে করিয়া ছাদের উপর চূণ শুর্কি দিবার চেষ্টা করিলেক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহা ছাদে পতিত না হইয়া শূন্যেতেই থাকিল; কারণ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে কোন দ্রব্য পতিত হয় না। স্থপতি এই সমস্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পদ দ্বয় ভূতলে আকৃষ্ট না হওয়াতে, বেলুন যেমন আকাশে স্থির হইয়া থাকে, সেং তেমনি শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। আর যাতনা সহিতে না পারিয়া স্বীয় শরীর ভূতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল, তথাপি তাহা অধঃপতিত হইল না।

ইহাতে স্থপতি অত্যন্ত ভীত ও যাতনাগ্রস্ত হইয়া, ‘হা বিধাতা’ ‘হা বিধাতা’ বলিয়া

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পরম কৃপালু প্রজাপতি তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আবার তোমার কি বিপত্তি ঘটিয়াছে, যে তুমি পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতেছ। তোমার অসন্তোষের বিষয় আর কি আছে? তুমি যে ভৌতিক নিয়মের অধীন থাকাতে ছাদ হইতে পতিত হইয়াছিলে, তাহা তোমার পক্ষে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গাত্র-বেদনার শান্তি হইয়াছে, আর হস্ত পদাদি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিলাপ করিতেছ?"

ইহা শুনিয়া স্থপতি কহিলেক, "হে ব্রহ্মন্! অপরাধ ক্ষমা কর। কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া এমন বিরুদ্ধ বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাকে পূর্ব্ববৎ বেদনাগ্রস্ত করিয়া রাখ সেও ভাল, তথাপি পুনর্ব্বার মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক নিয়মের অধীন করিয়া দেও।"

বিধাতা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। স্থপতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হইল, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ

রোগ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল, এবং পূর্ব্ববৎ ছাদের উপর আরোহণ করিয়া গৃহ-সংস্কার আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়ম মহোপকার-জনক জানিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তদ্বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক ঐ নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা ও তৎপ্রতি-পালন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে লাগিল। এ বিষয় যত আলোচনা করিলেক, ততই পরম বিধাতা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিল, এবং তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল পরি-চালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাহার বোধ হইল, আমি এক অভিনব সুখ-রাজ্যে আগ-মন করিয়াছি।

বিধাতা স্থপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যেমন অন্তর্হিত হইলেন, অমনি এক কৃষকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। কৃষক উচ্চৈঃ-স্বরে কহিতেছে "হে বিধাতঃ! তুমি আ-মাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য করিয়াছ? আমি যাতনায় অস্থির হইয়া অতি ক্লেশে কাল

যাপন করিতেছি। আমার এক এক দিবস এক এক বৎসর জ্ঞান হইতেছে।” বিধাতা তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি কি দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা এত খেদ করিতেছ? আমার কোন্ নিয়মই বা তোমার ক্লেশকর হইয়াছে?” কৃষাণ প্রত্যুত্তর করিলেক “হে বিধাতঃ! দেখ, তোমার নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, জল সেচন প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য কর্ম্ম না করিলে অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি তোমার নিয়মানুসারে শস্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিলাম, এমন সময় বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। সে জল যদি কেবল ভূমিতে বর্ষিত হইত, তবে হানি ছিল না, আবার আমার গাত্রেও পতিত হইল। তাহাতে আমার বস্ত্র আর্দ্র হইল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইল, অবশেষ জ্বর হইয়া ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে দাহ পিপাসায় অধীর হইয়া মুহুর্ম্মুহু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছি। হে বিধাতঃ! তুমি সন্তানের প্রতি অতি নির্দ্দয়।”

প্রজাপতি তাহার খেদোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার হিতার্থে

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি; তুমি তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। এ ক্লেশও এই নিমিত্ত নিয়োজন করিয়াছি, যে তুমি নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ থাকিবে। আর আমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ও তোমার নিরবচ্ছিন্ন-সুখজনক করিয়া দিয়াছি। এখন তোমার কি প্রার্থনা বল, তাহাই পূর্ণ করি।"

কৃষক কহিল, "হে ব্রহ্মন্! তোমার নিয়ম দ্বারা কি প্রকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? যখন আমি তোমার সমুদায় নিয়ম অবগত ও তৎ প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ নহি, তখন তদ্দ্বারা কেবল ক্লেশ ঘটনারই সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভিক্ষা, তোমার নিয়ম রূপ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর, অন্য বর প্রার্থনা করি না।"

বিধাতা কহিলেন, "আমি তোমার রোগ শান্তি করিলাম, এবং যে সকল নিয়ম তোমার এ প্রকার ক্লেশকর হইয়াছে, তাহাও স্থগিত করিয়া রাখিলাম। অদ্যাবধি তোমার শ-

রীর ও বস্ত্রাদি জলে আর্দ্র হইবে না, তোমার গাত্র আর শীতল ও উষ্ণ বোধ হইবে না, এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদনা-গ্রস্ত হইবে না। এখন সন্তুষ্ট হইলে?"

ইহাতে কৃষক পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেক, "হে করুণাময় বিধাতঃ! আমি তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইলাম, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইল, আমি তোমাকে পরম মঙ্গলাকর জানিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

কৃষক এই কথা কহিতে কহিতে নীরোগ, বলিষ্ঠ ও প্রফুল্ল-চিত্ত হইল, এবং তন্নিমিত্ত বিধাতা পুরুষকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। পরে ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিল। তখন শরৎ কাল; বারম্বার পর্য্যায় ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে লাগিল; কিন্তু জলে তাহার গাত্র ও বস্ত্র আর্দ্র হইল না, এবং রৌদ্রেও তাহার শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল না। তাহার পক্ষে কতক গুলি ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষক হৃষ্ট চিত্তে ক্ষেত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জল আহরণ

করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিল, কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় স্নিগ্ধ বোধ হইল না; কারণ বিধাতার বরে তাহার শীতোষ্ণাদি অনুভব করিবার শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল। তদনন্তর নিকটবর্ত্তি নদীতে অবগাহন করিলেক, তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় আর শরীর স্নিগ্ধ ও সুখানুভব হইল না,এবং পরিধেয় বস্ত্র জল-সিক্ত না হওয়াতে তাহার মলা দূর হইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কৃষক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি মনঃ-কল্পিত বর প্রার্থনা করিয়া বুঝি চির কালের নিমিত্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম। অবগাহনানন্তর অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্পর্শ-সুখ লাভ করিত, সেরূপ অনুভব হইল না। তাহাকে দৃষ্টি করিলেক, এবং তাহার বাক্য শ্রবণ করিলেক. কিন্তু তাহাকে যে স্পর্শ করিতেছে এমত বোধই হইল না। সেই কৃষকের স্পর্শানুভব-বিষয়ক শারীরিক নিয়ম স্থগিত হওয়াতে, সমুদায় গাত্র

স্পর্শহীন হইয়াছিল। সে স্নেহাভিষিক্ত নেত্রে সেই শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত ঔৎ-সুক্য সহকারে তাহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই পূর্ব্ববৎ স্পর্শ জ্ঞান ও সুখানুভব হইল না। অবশেষ তাহার কঠিন হৃদয় দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, উক্ত শিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কৃষক মনে মনে শোচনা করিতে লাগিল, "আমি না বুঝিয়া কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি। আমার পক্ষে কতিপয় শারীরিক নিয়ম একেবারে স্থ-গিত হইয়াছে!" পরে অতিশয় রৌদ্র সেবা-দি অহিতাচার করাতে তাহার শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিলেক না। ইহাতে কৃষক অকস্মাৎ আপনার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিলেক, পূর্ব্বাবধি আমার দেহ-যন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ক্লেশানুভব-শক্তি না থাকাতে, পীড়া অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং রোগ শান্তির চেষ্টাও করি নাই। ইহাতে সে দুঃখে অভিভূত ও ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া ব্যাকুলিত

চিত্তে কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! ভূ-মণ্ডলে আমার পর ভাগ্যহীন মনুষ্য আর কেহ নাই। আমি সমুদায় সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শরীর ভগ্নপ্রায় হইল, তথাপি আমি রোগানুভব করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারি নাই। হে প্রজাপালক! তুমি আমাকে এমন দুর্ভাগ্য কেন করিলে?"

বিধাতা তাহার রোদন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! যে সকল ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা তোমার জ্বর ও ক্লেশ হইয়াছে বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্থগিত করিয়াছি। তোমার শরীরে আর বেদনা বোধ ও উত্তাপাদি-জন্য ক্লেশানুভব হইবেক না। তবে আর তুমি কি নিমিত্ত অসুখী, এবং কি নিমিত্তই বা এত অসন্তুষ্ট?"

কৃষক কহিলেক, "হে ব্রহ্মন! যাহা বলিলে যথার্থ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে বিকলেন্দ্রিয় করিয়া অতিশয় দুর্ভাগ্য করিয়াছ। পূর্ব্বে যেমন শস্য-ক্ষেত্রে আগমন করিলে সুশীতল নির্ম্মল বায়ু-হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইত, এখন আমার আর সে অপূর্ব্ব সুখ

অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। আমার সন্তানেরা আমার ক্রোড়স্থ হইলে পূর্ব্ববৎ সুখানুভব হয় না। আমি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছি, তথাপি রোগ-জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা হইতেছে না। হে বিধাতঃ! আমি অতিশয় দুর্ভাগ্য হইয়াছি। আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি।"

বিধাতা বলিলেন, "আমি তোমাকে কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিব? যখন আমি তোমাকে স্পর্শ-সুখাদি বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়া প্রতীকার চেষ্টা করিবে, এই অভিপ্রায়ে শারীরিক ক্লেশ বিধান করিয়াছিলাম, তখনও তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না। পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও ফলবতী করিবার নিমিত্ত বারি বর্ষণ হয়; মনুষ্যাদির রোগোৎপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তুমি বৃষ্টির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-জলে সিক্ত হইয়াছিলে, ইহাতেই তোমার জ্বরোৎপত্তি হয়। বৃষ্টির

জলে আর্দ্র হওয়াতে, তোমার শারীরিক নি-
য়ম যত দূর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তাহার অ-
ধিক আর না হয়, ইহাই জ্ঞাপন করণার্থ জ্বর-
জন্য ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম; কারণ ক্রমা-
গত এরূপ অত্যাচার করিলে তোমার প্রাণ বি-
য়োগ হইত। যদি আবার তোমাকে আমার
শুভকর নিয়মের অধীন করিয়া রাখি, তবে
তুমি পুনর্ব্বার আমার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ
করিয়া আমাকে অন্যায়কারি বলিয়া নিন্দা
করিলেও করিতে পার।"

ইহা শুনিয়া কৃষক অতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন
পূর্ব্বক কহিলেক, "হে করুণাময় বিধাতঃ!
এক্ষণে তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার ক-
রুণা স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেছি, এবং আমার
মূঢ়তাও অঙ্গীকার করিতেছি। আমাকে
তোমার পরম মঙ্গলকর নিয়ম-প্রণালীর অধী-
ন করিয়া দেও। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার
করিতেছি, তৎসমুদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলে
যে প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও হিত-
কারক। আমার ত্বগিন্দ্রিয় ও মাংসপেশী
সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ
স্পর্শাদি-জনিত সুখে অধিকারি কর। তৎ

সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা আমি অম্লান বদনে স্বীকার করিব।”

বিধাতা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাহার জ্বর ও যাতনা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল, কিন্তু ঔষধ সেবন দ্বারা অবিলম্বে প্রতীকার হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বাস্থ্য লাভ ও বলাধান হইল, এবং ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ববৎ সতেজ ও সবল হইল। কৃষক এইরূপ চরিতার্থ হওয়াতে, তদবধি কোন দিবস বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া জল গ্রহণ বা অন্ন ভোজন করিত না, এবং সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিলে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি-রসে আর্দ্র না হইয়া নিরস্ত হইত না। তদবধি সে যখন কোন নিয়ম পালন করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নির্ম্মল সুখ লাভ করিত, তখন উৎসাহ পুরঃসর সানন্দ চিত্তে বিধাতা পুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইত, তখন অবিলম্বে বিধাতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গুরুতর দুঃখ-ঘটনা নিবারণ করিত।

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কৃষকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবা মাত্র আর এক ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সে ' হা বিধাতা হা বিধাতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " বৎস! তুমি আবার কি কারণে আক্ষেপ করিতেছ ?" সে কহিলেক, " হে ব্রহ্মন্! আমার পিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানা প্রকার অহিতাচার করিয়া স্বীয় শরীর ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দুষ্কর্ম্ম ফলে আমি পীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি বাতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি; আমার অস্থি সকল ব্যথিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে। তুমি আমার পিতার পাপের ফলে আমাকে পীড়িত করিয়া ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ। হে বিধাতঃ! যদি কৃপালু ও ন্যায়বান্ হও, তবে আমাকে এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার কর।"

বিধাতা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন " পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তে এই যে শারীরিক নিয়ম সংস্থা-

পিত আছে, তুমি ইহারই দোষোল্লেখ ক-রিতেছ। ভাল, জিজ্ঞাসি, তুমি পিতা হইতে বাত রোগ ভিন্ন অন্য কোন স্বাভাবিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ কি না?" রোগী উত্তর করি-লেক, " হাঁ আমি অন্যান্য অনেক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অশেষ-সুখদায়ক ধমনী, মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকল অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন বাতের বেদনা না ধরে, তখন আমার সর্ব্ব শরীর স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হয়। আ-মার ইচ্ছা মাত্রে মাংসপেশী সকল তদনুযায়ি কার্য্য করিতে তৎপর হয়। ইন্দ্রিয় সমুদা-য়কে সুখ-রত্নের আকর স্বরূপ বলিলেও বলা যায়। প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে কি নিমিত্ত পিতার পাপাচরণের প্রতিফল স্বরূপ বাত রোগ প্রদান করিলে?"

বিধাতা বলিলেন, " তুমি অতি অদূরদর্শী, এই নিমিত্ত এ প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করি-তেছ। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন। তোমার জন্ম

গ্রহণ কালে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত ছিল, অতএব তুমিও রোগার্হ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যে নিয়মানুসারে তাঁহার বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছ, সেই নিয়-মানুসারেই তাঁহার ন্যায় অসুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এ নিয়ম তোমার পক্ষে অ-নিষ্টকর হয়, বল, তাহা স্থগিত করিয়া রাখি।

ইহা শ্রবণ করিয়া রোগী কহিল, " হে করুণাময় বিধাতা পুরুষ! অগ্রে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি এই নিয়ম স্থগিত কর, তবে আমি বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও কি নষ্ট হইবে?" বিধাতা বলিলেন, " তাহার আর সন্দেহ কি? তৎসমুদায়ই নষ্ট হইবে। যে নিয়মানুসারে তৎসমুদায় লাভ করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই পৈতৃক রোগও প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব, সে নিয়ম র-হিত হইলে তাহার শুভাশুভ সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইবে।"

বিধাতা পুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে রোগী বলিয়া উঠিল, " হে ব্রহ্মন্! ক্ষমা কর, আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার এই

শারীরিক নিয়মের অধীন থাকিতে স্বীকার করিতেছি, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! পিতা তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহা প্রতিপালন করিলে ক্লেশ-লাঘব বা রোগের শান্তি হইতে পারে কি না বল।"

বিধাতা বলিলেন, "ক্লেশ লাঘব ও দূরীকরণ করাই আমার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার ন্যায় নিয়ত অহিতাচার করিতে, তবে এত দিনে তোমার শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির হইত। বাস্তবিক, তোমাকে পিতার পাপময় পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই পিতৃগত পীড়া প্রদান করিয়াছি। এই ক্লেশ তোমার রক্ষক স্বরূপ হইয়া তোমাকে সাবধান না করিলে, তুমি পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইতে। এক্ষণে আমার নিয়মানুযায়ি ব্যবহারে অবিরত নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে তোমারও দুঃখ হ্রাস হইবে এবং তোমার সন্তানেরাও বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিবে।"

রোগী প্রজাপতির এই সকল হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি ভক্তিভাবে বিধাতা পুরুষকে বারম্বার স্তুতি ও প্রণতি করিয়া তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইল। ইহাতে তাহার শারীরিক ক্লেশ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া স্বাস্থ্য-সুখের বৃদ্ধি হইল; এবং তন্নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিশ্ব-নিয়ন্তা বিধাতা পুরুষের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতা রূপ পুণ্য-পাশে বদ্ধ রহিল।”

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন, এমত সময়ে শুনিলেন, এক বালক রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া মুহুর্মুহু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা জিজ্ঞাসিলেন, “বৎস! কি কারণে রোদন করিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইয়াছে?” বালক ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্ত-স্বরে কহিল, “আমি পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। রোগে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া দিন যাপন করিতেছি। আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না; কথা কহিতেও ক্লেশ

হইতেছে।” বিধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি পিতা মাতা হইতে রোগ ও যাতনা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত হও নাই? শরীর ও মনের এমন কোন শক্তি প্রাপ্ত হও নাই, যে তাহা সঞ্চালন করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে পার?” বালক বলিল, আমার শরীর এমন দুর্ব্বল এবং অন্তঃকরণ এমন নিস্তেজ, যে বোধ হয়, আমি কেবল ক্লেশ ভোগের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছি।” বিধাতা কহিলেন, “তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি তোমার যাতনা শান্তি করিবেক, এবং আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান করিব।” এই কথা বলিতে না বলিতে শারীরিক নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ হইল, বালকের দেহ মৃৎপিণ্ডবৎ নির্জীব হইয়া যাতনা-শূন্য হইল, এবং তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিধাতা পুরুষের নিকট গমন করিল।

তদনন্তর এক সমুদ্র-বণিক্ সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিধাতা পুরুষের দোষোল্লেখ করিতেছে শুনিয়া, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি, যে আমার এত নিন্দা করি-

তেছ। আমাকে কি করিতে বল, তাহাই করি।”

বণিক্ কহিল, “হে ব্রহ্মন্! আমি কলিকাতা হইতে কতক গুলি পণ্য-সামগ্রী লইয়া চীন রাজ্যে গমন করিতেছিলাম, অদ্য সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমার সমুদ্র-পোতের এক পোতবাহ মদিরা-মত্ত হইয়া কি প্রকারে জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দেখ, আমার জাহাজ ঐ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আমার সমুদায় পণ্য দ্রব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্নি ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আমার আর জীবনের আশা নাই। অতএব, বলি, তুমি যদি ন্যায়বান্ হইবে, তবে দোষির দোষে নির্দ্দোষের অনিষ্ট ঘটনা কেন হয়?”

বিধাতা বলিলেন, “তুমি আমার সামাজিক নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ। ভাল, যদি তাহাতে অসন্তুষ্টই হইলে, তবে তাহা স্থগিত করিয়া তোমাকে পূর্ব্ববৎ পোতারূঢ় করিয়া দিতেছি।”

বণিক্ দেখিল, জাহাজের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, অঙ্গার সকল কাষ্ঠ রূপে পরিণত

হইয়াছে, আপনার ও আপন মাল্লাদিগের শরীর সুস্থ ও পোতস্থ হইয়াছে, এবং সকলেই হৃষ্ট-চিত্ত আছে। বণিক্ মহা আহ্লাদে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রজাপতির স্তব করিলেন, এবং মাল্লাদিগকে কহিলেন, "আমরা বিধাতা পুরুষের প্রসাদাৎ বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়াছি, এক্ষণে, চল জাহাজ খুলিয়া চীনাভিমুখে গমন করি।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিল না, এবং তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইল না। ইহাতে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তোমরা কি কারণ আমার বাক্য অবহেলন করিতেছ?" একথাতেও কেহ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তিনি দেখিলেন, সকলে পরস্পর কথোপকথন ও ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় মনোযোগ দেয় না। তিনি তাহারদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন, আবার নানা প্রকার বিনয়-বাক্যও বলিলেন, কিছুতেই তাহারদিগের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেন না।

তখন তিনি সভয় চিত্তে চিন্তা করিলেন, আর কিছু নয়, বিধাতা আমাকে সামাজিক-

নিয়ম-জনিত সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে রজ্জু ধরিয়া এক টা পাল তুলিয়া দিলেন, এবং আপনিই কর্ণধার হইয়া স্বাভিপ্রেত দিকে জাহাজ চালনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে লঙ্গর বদ্ধ ছিল, অতএব অত্যল্প দূর গমন করিয়াই স্থগিত হইল। পরে লঙ্গর তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তদ্রূপ প্রকাণ্ড লৌহ-রাশি উত্তোলন করা দশ জন মনুষ্যের কর্ম্ম, তিনি একাকী কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইবেন? ইহাতে অত্যন্ত ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার মাল্লাদিগকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই উত্তর দিলেক না। তাঁহার পক্ষে সামাজিক নিয়ম রহিত হইয়াগিয়াছিল, অতএব, তিনি যেমন অন্যের কুব্যবহার-জনিত ক্লেশ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পরস্পর সহকারিতা দ্বারা যে অশেষ উপকার দর্শে তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

তখন নিতান্ত নিরাশ না হইয়া এক খান ক্ষুদ্র ভেলক আরোহণ পূর্ব্বক স্থলে অবতরণ করিলেন। সিঙ্গাপুরে তাঁহার এক মিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনীত হইয়া সবিশেষ সমস্ত

অবগত করিলেন, এবং উপস্থিত বিপদুদ্ধা-রার্থে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! তাঁহার মিত্র তাঁহাকে সমাদর করা ও তাঁহার বাক্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি কটাক্ষ পাতও করিলেক না; নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিল। বণিক্ পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এক নিকটস্থ পান্থ-শালায় ভোজনার্থে গমন করিলেন; কিন্তু তথাকার পরিচারকেরা কেহই তাঁহার বাক্যে মনঃসংযোগ করিল না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন তিনি সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইতেন, তখন সেই পান্থশালাতেই আহারাদি করিতেন, এবং ঐ সকল ভৃত্যই তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, কিন্তু এবার কেহ তাঁহাকে চিনিতেও পারিল না। তিনি তথায় ভূরি ভূরি বণিক্, কর্ম্মচারি, ও ভৃত্য দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও যেন জন-শূন্য অরণ্যে স্থিতি করিতেছেন এইরূপ বোধ হইল। তখন বণিক্ দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ব্যাকু-লিত চিত্তে বিধাতাকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, “হে বিধাতঃ! আমি যে দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছি, ইহার অপেক্ষা

সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন ও অগ্নি-দাহে দগ্ধ হওয়া ভাল ছিল। আমার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। এখন, হয় আমাকে মৃত্যু-গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কর, নয় পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখ। আমি আর কদাপি তোমার নিয়মের নিন্দা করিব না।” ইহা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, “এখন তুমি কাতর হইয়া এ কথা কহিতেছ; কিন্তু পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন হইলে তোমার ঐ জাহাজ খানি দগ্ধ হইবে। তাহাতে তুমি এবং তোমার মাল্লারা এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতরণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু তুমি নির্দ্ধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। নির্দ্ধন হইলেই পুনর্ব্বার আমার প্রতি দোষারোপ করিবে।”

বণিক্ প্রত্যুত্তর করিল, “হে ব্রহ্মন্! তোমার সামাজিক নিয়ম যে কি প্রকার হিতকর ও সুখদায়ক, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের অধীন, সে গত-সর্ব্বস্ব হইলেও দুঃখে অভিভূত ও একেবারে নিরাশ হয় না। আর যদি কেহ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হই-

য়াও সামাজিক নিয়মের অধীন না থাকে, তবে ভূমণ্ডলে তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। আমার জাহাজ ও পণ্য সামগ্রী সকল দগ্ধ হইলে আমি নির্দ্ধন হইব তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি-বৃত্তি, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সঞ্চালন করিয়া পুনর্ব্বার জীবিকা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিব। এই সমুদায় সঞ্চালন করাই সুখের কারণ। দারিদ্র্যাবস্থা হইলে এসকল বিষয় কিছু নষ্ট হয় না, বরং ইহারদি-গকে চালনা করিবার আবশ্যকতা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিলে বন্ধুগণের স্বর শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধ হইব, এবং সহযোগিদিগের সহায়তায় অবলীলা ক্রমে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিব। আর অদ্যাবধি যে ব্যক্তি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিব। ইহাই তোমার অভিপ্রেত জানিলাম, অতএব এ অভিপ্রায় সম্পন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতি-ফল রূপ দুঃখ প্রাপ্তি অবশ্যই নিবারিত হইবে। হে করুণাকর! তুমি আমাকে পুনর্ব্বার সামা-

জিক নিয়মের অধীন করিয়া দেও, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা আমি অকাতরে স্বীকার করিব।"

বিধাতা পুরুষ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহার জাহাজ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর, তিনি বিধাতার বিধান ও মনুষ্যের স্বভাব শিক্ষা করিলেন, অল্প অল্প অর্থও সঞ্চয় করিলেন, এবং আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখি দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, এইরূপ অনেকানেক অত্যাচারি ব্যক্তি বিধাতা পুরুষকে স্ব স্ব দুঃখ অবগত করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের দোষোল্লেখ করিলেক। বিধাতা তাহারদিগের প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ না করিয়া তাহারদিগকে এক স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত স্থপতি, কৃষক, রোগি, ও বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইহারদিগকে আপন আপন বৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাপন কর। তাহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে যে নিয়মা-

নুসারে তাহার ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থগিত করিয়া দিব।” কিন্তু স্থপতি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেক না। তৎকালাবধি প্রজাপতির প্রজা সকল উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্বীকার পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

দশমাধ্যায়

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

ভক্তি প্রভৃতি যে সমুদায় প্রবৃত্তি দ্বারা পরমার্থে মতি ও পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা হয়, তাহারা অতি প্রধান বৃত্তি ; তদ্দ্বারা অতি গুরুতর ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন হয়। তাহারা সৎপথে সঞ্চালিত হইলে মহোপকার জন্মায়, কিন্তু অসৎপথে সঞ্চালিত হইলে বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। কোন কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ প্রত্যাশায় পরম শুভদায়ক কর্ম্মে যত্নবান্ হয়, কেহ বা ঘোরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলিদান প্রভৃতি তাঁহার পরিতোষজনক জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বস্তুতঃ, এই সকল প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, এবং যাহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জানা যায়, তাহা প্রতি-পালন করিতে শ্রদ্ধা ও যত্ন হয়। অতএব, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৈষয়িক, শারীরিক ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা যেমন বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-কার্য্য বিষয়ক বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া উচিত, সেইরূপ তাহা পরমে-শ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুসারে একান্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের এপ্রকার সংযোগ হইলে সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম ও বৈষয়িক কার্য্যাদি পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা উচিত নহে। সমুদায় সাংসারিক কার্য্যই পরমেশ্বরের নিয়মাধীন, ফলতঃ, তাঁহার নিয়মাধীন বলিয়াই তৎ সমু-দায় আমারদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহার নিয়মই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপা-রই অধর্ম্ম। অতএব, তাঁহার নিয়মানুযায়ি

বৈষয়িক ব্যাপারাদিকে ধর্ম্ম-বহির্ভূত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

যদি বালকেরা এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হয়, যে এই বিশ্ব বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মপুস্তক স্বরূপ; যে সমুদায় বিধানক্রমে আমারদের শারীরিক ও বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তাঁহারই নিয়ম; ভক্তি ও ন্যায়-পরতা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তৎসমুদায় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; তবে তাহারা এই সমুদায় ক-র্ম্মকে কেবল স্বার্থ-সাধক বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেক না, অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। তাহা হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই ত্রিবিধ বৃত্তিই তৎ সাধনে প্রবর্ত্তিত করিবেক; কারণ যে নিয়ম বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হ-ইবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতিপালন বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎ-সাহ জন্মিবে, এবং তাহাতে ইষ্ট লাভ হইবে জানিয়া কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। সকল প্রকার বৃত্তি যে কার্য্যের বিধি দেয়, তাহা অবশ্য অত্যন্ত প্রামাণিক ও

হিতজনক বলিতে হয়, এবং তাহা সাধন করিবার সামর্থ্যও বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সামান্য প্রবল নহে। সকল জাতিই এক এক প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, এক এক প্রকার পদ্ধতি-ক্রমে ঈশ্বরের বা মনঃ-কল্পিত দেবতা বিশে-ষের উপাসনা করে, এবং তদর্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। যাঁহারা ধর্ম্মযাজক, তাঁহারদের ক্ষমতার সীমা কি? অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহারদের আজ্ঞানুবর্ত্তি। ইহা-তে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের যোগ থাকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক নি-য়ম অবধারিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা তৎ প্রতিপালন বিষয়ে অন্তঃকরণ নিয়োজিত হ-ইলে, সংসারের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল সম্ভা-বনা, তাহা বলা যায় না। যত দিন দুঃখ-নিবারিকা সুখদায়িকা বিদ্যা জন-সমাজে উ-পযুক্ত পদ ধারণ না করিবেন,—যত দিন তিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বহন করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বতোভাবে উপদেশ প্রদান না করিবেন, তত দিন, মনু-ষ্যের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল

সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমেয় ক্ষমতা আছে, তাহা সম্যক্ প্রকাশ পাইবে না। যদি সর্ব্ব জাতীয় ধর্ম্মযাজকেরা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যানুশীলন বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তদ্দ্বারা সংসারে যে কিপর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বচনাতীত। তাঁহারা যদি এই সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, তাহা প্রতিপালন করা তাঁহার উপাসনা, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ সমুদায় যথার্থ শাস্ত্র স্বরূপ বলিয়া উপদেশ করেন, যাহাতে লোকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেই সকল নিয়ম যথা বিধানে শিক্ষা ও তদনুযায়ি ব্যবহার করে, তাহার উপায় করেন, এবং তাহা না করিলে তাহারদিগকে শাসন করেন, তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ প্রকার ভ্রম ও ক্লেশ নিবারিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বরের নানা প্রকার নিয়ম উপদেশ করিতে হইলে, তত্তদ্ বিষয়ক নানা প্রকার বিদ্যাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র স্বরূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ

করা ঐ সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন, তাহারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যার প্রয়োজন। তিনি যে প্রকারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমাধান করিয়াছেন এবং বহু প্রকার রূঢ় পদার্থের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা নানা প্রকার সাংসারিক উপকার সম্পাদন করা আমারদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপদেশ দেওয়া রসায়ন বিদ্যার উদ্দেশ্য। যে সমুদায় নিয়ম দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্মণ্ডল পরস্পর বদ্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে; যদ্দ্বারা জল, বায়ু, জ্যোতির গতিবিধি প্রভৃতি সম্পন্ন হইতেছে, এবং যে সমুদায় গতি-বিধায়ক নিয়ম দ্বারা শিল্প কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতেছে, তাহারই বিবরণ করা পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন। সুপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ করা প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের উদ্দেশ্য। মনোবৃত্তি সমুদায় নিরূপণ, তাহারদের কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা সম্পাদন ও তেজোবর্দ্ধনের নিয়-

ম নির্দ্দেশ করা মনোবিজ্ঞান ও হৃত্তত্ত্ববিবেকের উদ্দেশ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্ম্মনীতির প্রয়োজন। এই সমুদায় বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যার মূল। ইহার প্রত্যেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে,যে সমস্ত নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা; নিয়ম বিচার দ্বারা নিয়ন্তার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও শুভাভিপ্রায় নিরূপণ করা; এবং ঐ সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনই আমারদিগের চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানোন্নতি, ও ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল স্বরূপ সুখ, সুস্থতা, ও সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য। এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা। ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে, অন্যান্য বিদ্যার সহিত ইহাকে পৃথক্ বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। অন্যান্য বিদ্যা যে ধর্ম্মশাস্ত্রের এক এক অধ্যায় স্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্যা তাহার চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্যাই পরমেশ্বর-প্রণীত যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করা এবং ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা উচিত ; অতএব শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়েরই তাহা সম্যক্ রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায় পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপে উপদিষ্ট হইলে,বাল্যাবধিই লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা ও তৎপ্রতিপাদিত নিয়ম প্রতিপালনে যত্ন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে যে বর্ণ বিশেষ ও ব্যক্তি বিশেষ মাত্রের ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে, তাহা রহিত হইয়া সকল বিদ্যালয়ে সকল পণ্ডিত গণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মজ্ঞান প্রচারিত হইতে থাকিবে, এবং এক্ষণে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে যে সকল ভ্রম আছে তাহাও দূরীকৃত হইবেক। ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত যথার্থ নিয়ম অবগত না থাকাতে, তাঁহারদের উপদেশের সহিত লোকের ব্যবহারের ঐক্য থাকে না। এতদ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন,যে জপ, স্তুতি, ধ্যান, ধারণায় তাবৎ পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। তাঁহারা এ বি-

বেচনা করেন না, যে পরমেশ্বরের জ্ঞানালো-
চনা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা যেমন
আবশ্যক, তাঁহার নিয়ম পালন করাও সেই-
রূপ আবশ্যক। লোকে তাঁহারদিগের ঐ উপ-
দেশ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বিরোধি জা-
নিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়
না। তাহারা পরিবার প্রতিপালন, অধ্যয়ন
অধ্যাপন, সামাজিক কার্য্য সাধন ইত্যাদি
ব্যাপারেই অধিক কাল ক্ষেপণ করে। বাস্ত-
বিকও, ঐ ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষায় তাহার-
দের ব্যবহারকে শুভদায়ক বলিতে হয়, কারণ
পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা সকল
শিক্ষা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, পরমেশ্বর
প্রজা-পালনার্থে যে সমুদায় বৈষয়িক নিয়ম
সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন না
করিলে বিস্তর প্রত্যবায় আছে। জগদীশ্বর
আমারদিগের সুখ সৌভাগ্য উদ্দেশে যে
সকল উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা
অবলম্বন না করিলে তাঁহার প্রসাদ লাভে
বঞ্চিত হইয়া দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে
হয়। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা সং-
সারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যা-

সাশ্রম গ্রহণ করা পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ উপদেশ আমারদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমারদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগি, অতএব লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমারদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এস্থলেও ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশ অপেক্ষায় লোকের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়। অতএব, এক্ষণকার ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশের সহিত লৌকিক ব্যবহারের যে এই প্রকার বিরোধ আছে, তাহা ভঞ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। এই বিষম বিরোধ লোকের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যেমন প্রতিবন্ধক, এমন আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যথোচিত শ্রদ্ধা করা ও লোকদিগকে তাহা ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপে

শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ ভঞ্জনের এক মাত্র উপায়। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, তাহার অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। অতএব, যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে, যে যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন সাংসারিক সুখেরই কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহারদিগের তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মের সহিত লৌকিক ব্যবহারের আর অনৈক্য থাকিবে না। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা আমার-দের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় রূপে পরিগণিত আছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও বিষয় হওয়া উচিত। তাহা কেবল শিক্ষণীয় নহে, শ্রদ্ধানীয়ও বটে।

অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যে সমুদায় প্রাকৃ-তিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ মত কখনই যথার্থ মত নহে। নিরূ-পিত নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মের বিরোধ দেখা যায়, তাহাতে অবশ্যই ভ্রম আছে, তাঁহার

সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ সাধনার্থে তাঁহার প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা পরস্পর উপযোগি করিয়া দিয়াছেন। বালকদিগকে এই উভয় বিষয় এপ্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যে তাহারা ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ জ্ঞান করিয়া একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, এবং আপনার শরীর, মন ও জন-সমাজের উন্নতি সাধন করিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবি পুরস্কার স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম সমুদায়ের এই প্রকার পরিবর্ত্তন না হইলে, ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের যত দুর উপকার হওয়া সম্ভব, তাহা কথনই হইবে না।

শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ মনঃকল্পিত। কিন্তু জগদীশ্বর যে সমুদায় ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, তাহা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি পরম্পরা-শ্রুত বৈধাবৈধ ক্রিয়ার উপদেশ

দেওয়া ধর্ম্মোপদেশকদিগের কার্য্য হয়, তবে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশের অঙ্গ কেন না হইবে? দুই এক উদাহরণ দিয়া এবিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু তদ্বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। সুস্থকায় পিতা মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ; বাসস্থান শুষ্ক, পরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধ-বর্জ্জিত হওয়া এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা; প্রত্যহ পরিমিত হিতকারি দ্রব্য ভোজন ও দুই এক ঘণ্টা নির্ম্মল বায়ু সেবন করা; সাত আট ঘণ্টা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ও মন সঞ্চালন করা; নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎকাল যাপন করা; অন্তঃকরণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনা উদয় হইতে না দেওয়া; ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সকল

প্রতিপালন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এই সমুদায় পরম কল্যাণকর নিয়ম প্রতি-পালিত না হওয়াতে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ভূরি ভূরি লোকের উৎকট রোগ ও অকালে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। ইহার কারণ অবধারণ ও ইহার নিরাকরণ করা অপেক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গুরুতর কার্য্য আর কি আছে? কেহ পীড়িত হইলে ধর্ম্মোপদেশকেরা যে তৎপ্রতীকারার্থে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ি নহে। সে যাহা হউক, যদি রোগ শান্তির উপায় উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশকদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে রোগোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা তাঁহারদের কত দূর কর্ত্তব্য! যদি তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, পরম শ্রদ্ধেয়, স্বাস্থ্য-বিধায়ক নিয়ম সমুদায় আপনারা শিক্ষা করিয়া শিষ্য যজমানদিগকে উপদেশ করেন, এবং তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন, তবে এক্ষণে ভূমণ্ডলে রোগের যে প্রকার প্রাদুর্ভাব আছে, তাহার

অনেক নিবারণ হইতে পারে। লোকে অন্যত্র এ সকল বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা ধর্ম্মোপদেশকদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপে শিক্ষা করিলে, তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সমধিক যত্ন ও শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রোক্ত যথার্থ নীতি উপদেশ করেন, লোকে তাহা শুনিয়াও তদনুযায়ি আচরণ করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হয় না। কিন্তু যদি তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারে, যে অমুক কর্ম্ম জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ,বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য নাই, তাহার অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই অধিক যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন।' লোকে এই বচন মাত্র শুনিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে একান্ত যত্ন করে না। কিন্তু যদি তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায়, যে অতি ভোজনে রোগ জন্মে ; অতিশয় স্ত্রী সহযোগে ও অত্যন্ত ক্লান্তিকর পরিশ্রমে শরীর ও মন দুর্ব্বল,

নিবীর্য্য ও অসুস্থ হয়; অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমে অন্তঃকরণ বিকল ও শরীর অপটু হয়; অতিশয় ক্রোধ ও লোভে হতবুদ্ধি, হত-মান, এবং কখন কখন হত-সর্ব্বস্ব হইতে হয়; তবে তাহারা ঐ সকল প্রত্যক্ষলক্ষিত প্রতিফল প্রাপ্তি ভয়ে সাবধান হইতে অধিক যত্ন করে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব, ধর্ম্মোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা করিয়া তাহা শিষ্য যজমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ হইলে সংসারের মহোপকার সম্ভাবনা।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে এদেশে এই সমস্ত পরম প্রার্থনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ না থাকাতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তাহা বিশিষ্ট রূপ শিক্ষা করিবার সুবিধা নাই, এবং অদ্যাপি তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে, এতদ্দেশীয় জন-সাধারণেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার উপায়

নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় যাহা কিছু পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এবং তাঁ-হারদিগের মতানুগামি ব্যক্তিরা তাহা কেবল অর্থকরী বিদ্যা ও বৈষয়িক জ্ঞান বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। ইহাও জ্ঞান প্রচারের এক সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ইহা তাঁহারদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ঘোরতর অনভিজ্ঞতার ফল। যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাৎ-পর পরমেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ শাসন স্বরূপ নৈসর্গিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়, এবং তদনুসারে আপ-নারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়, তাহা যদি অশ্রদ্ধেয় হেয় বিদ্যা হয়, তবে আর কোন্ বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রতিপাদক বলা যাইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় বিদ্যা ও সমুদায় জ্ঞানই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের কার্য্য প্রতিপাদক। যে জ্ঞান দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধন না হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহা মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত। নতুবা ধর্ম্ম-জ্ঞানই হউক, শিল্প-জ্ঞানই হউক, কৃষি বিষয়ক জ্ঞানই হউক, গার্হস্থ্যাশ্রম ও রাজ্য-কার্য্য বিষয়ক জ্ঞানই হউক, সমুদায় যথার্থ

জ্ঞানই তাঁহার প্রতিপাদক; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয় আমারদের জিজ্ঞাস্য নহে,—তদ্ভিন্ন যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কি হিন্দু, কি মোসলমান, কি খ্রীষ্টান যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করুক, তাহা অবশ্যই ভ্রান্তি-মূলক, তাহার সন্দেহ নাই। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর ধর্ম্ম কিম্বা বিষয় ঘটিত কোন যথার্থ তত্ত্ব যে সময়ে নিরূপিত হউক না কেন, তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত ও তাঁহারই প্রতিপাদক, তাহার সংশয় নাই। তদনুসারে কার্য্য করিলে শুভ ভিন্ন কদাপি অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। অতএব, জগদীশ্বর যে বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান ও অবলম্বন করা আমারদের কার্য্য। তদ্ভিন্ন আর কিছুই আমারদের জিজ্ঞাস্য নহে,—আর কিছুই আমারদের কর্ত্তব্য নহে। শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, তিনি যে সকল শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা

সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। স্বীয় পরিবার ও অন্যান্য লোকের প্রতি কি রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে হইলে, তাঁহারই তদ্বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। দ্রুত বেগে গমনাগমনের উপায় করিতে হইলে, তিনি গতি বিধান, বাষ্প উৎপাদন, তদ্দ্বারা বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যে সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে হইবে। আহারার্থে শস্যোৎপাদন করিতে হইলে, তিনি ভূমিতে ও শস্যের বীজে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন; উভয়ের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এবং তদ্বিষয়ে যে ঋতুর যে প্রকার সাপেক্ষতা রাখিয়াছেন, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কৃষি-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর রূপ রঞ্জিত করিতে হইলে, বিশ্ববিধাতা বর্ণোৎপাদক দ্রব্যে যে সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত কার্পাস ও পশু-লোমের যে প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট রূপ শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিতে হইবে। এই সমস্ত

নিয়ম প্রতিপালন না করিলে মনোভীষ্ট সাধন বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়; আর তাহা পালন করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়া যায়; কারণ এ সমুদায় নিয়ম সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত। অতএব, এ সংসারে আমারদের যে কিছু কার্য্য আছে, তৎ সম্পাদনার্থে তাঁহারই অভিপ্রায় শিক্ষা করা উচিত; এবং তৎ প্রতিপাদক ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই সকল গুরুতর বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এতদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয়। এতদ্দেশীয় অনেক চতুষ্পাঠীতেই যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য, ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্র মাত্র পঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্য পাঠে আমোদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন যে জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি তাহার কিছুই হয় না। স্মৃতি শাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু সুনীতি প্রাপ্ত

হওয়া যায় বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ জ্ঞান-পথের কণ্টক স্বরূপ কতক গুলি এপ্রকার কাল্পনিক নিয়মে পরিপূর্ণ, যে তাহা অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার বিমোচন না হইয়া নূতন নূতন ভ্রমাঙ্কুর চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধ-মূল হয়। ন্যায় শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উপকারক বটে, তৎপাঠে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় এবং বিচার বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীর-বিধান, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, পরাৎপর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, এবং তিনি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়া অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে সু-প্রকাশিত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হয়, তা-হাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাহার এক এক বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এবং যাহাতে ভূমণ্ডলে তৎ সমুদায় সর্ব্বতো-ভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা ইউরোপীয়

ভাষা হইতে অনুবাদিত করিয়া এ দেশে প্রচলিত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে আমারদের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় তদ্বিষয়ক সুপ্রণালী-সিদ্ধ বোধ-সুলভ গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এ দেশের পরম হিতৈষি বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

একদাশ অধ্যায়

উপসংহার

পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সুখ ভোগের অ-ধিকারি করিয়া তদুপযোগি প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং তদর্থে তাঁহাকে নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া তৎপ্রতিপা-লনে সমর্থ করিয়াছেন, ইহা সম্যক্‌রূপে প্র-তিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করি-য়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা ব্যতিরেকে আমারদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ ও সুখ রূপ সম্পত্তি লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নি-য়ম লঙ্ঘনই অধর্ম্ম; অতএব, তাঁহার অভি-প্রায়ানুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পার-

ত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য, অতএব কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনাতে সমুদায় কাল ক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত; অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদিও বিশ্বনিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং তাহার উপরেই আমারদের সুখ সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থা-

কিবে, ততই সংসারে দুঃখ-প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে,এবং তাহারদের কার্য্যাকার্য্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা সে সমস্ত পাঠ করিয়াছেন, এইক্ষণ অবধিই তাঁহারদের সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা এবং বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা যথার্থ বটে, যে এক্ষণে, জনসমাজে যে রূপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুযায়ি সমুদায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য : কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয়, যে কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না। জ্ঞান প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, আচার ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

জনসমাজস্থ প্রভুত্বশালি লোকদিগের যে প্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ,

সহমরণ ও বলিদান আরব্ধ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি সংস্থাপকদিগের জিঘাংসাপ্রবৃত্তি প্রবল ও উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতেও কাতর হয়; এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগ-শূন্য থাকে; তাহারদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি যে উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক জাতীয় লোকেরই এই প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহারদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অবশেষে তদনুযায়ি সাংসারিক রীতি নীতি সংস্থাপন করা বিধেয়।

জগদীশ্বর বিশ্ব পালনার্থে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইহাই দোষাকর দেশাচার সমুদায় পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যুক্তিসিদ্ধ আচার ব্যবহার সংস্থাপনের প্রধান উপায়। বালকদিগের অন্তঃকরণে এ প্রকার কুসংস্কার জন্মে না, এবং যে সকল কুসংস্কার জন্মে, তাহা এ প্রকার প্রগাঢ় হইয়া উঠে না, যে নিরাকরণ করা অসাধ্য। অতএব, তাহারা যদি প্রথমাবধি যথোচিত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারি এবং সেই সকল প্রতিপালন করাই যে যথার্থ ধর্ম্ম ও তদ্বিরুদ্ধ সমস্ত দেশাচার ও কুলাচার যে মনুষ্যের মনঃকল্পিত ও অশেষ প্রকার অনিষ্টকারক, ইহা তাহারদের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেই এক্ষণকার কুপ্রথা সমুদায় উচ্ছেদ করিয়া যুক্তিসিদ্ধ সুনীতি সকল প্রচলিত করিতে যত্ন হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে,

ততই সত্য স্বরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশের প্রতি-
বন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচার সংস্থা-
পনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে
সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা
অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে,বোধ
হইলেই তদনুযায়ি ব্যবহার করিতেও প্রবৃ-
ত্তি হইবে, তদনুযায়ি ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা,ধর্ম্ম
ও সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান
প্রধান মনোবৃত্তি সকল তেজস্বি হইয়া উত্ত-
রোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা
বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নি-
য়ম পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভদা-
য়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত ও প্রবল হইয়া
পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে। কোন অভিনব
তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহা স-
হসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু
তাহা কাল ক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ্য
ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্র-
চলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

বালকদিগকে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা দেও-
য়া উচিত, এগ্রন্থের আদ্যোপান্ত সমুদায়
পাঠ করিলে, তাহা অনায়াসে বোধ হইতে

পারে। যখন জগদীশ্বর আমারদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও এ-প্রকার অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না, এবং এই উভয়ের পরস্পর এপ্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে তদনু-যায়ি ব্যবহার করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, তখন এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা পরম হিত-কারী, অতিশয় আবশ্যক ও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। এই সমু-দায় বিষয়ের যত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা-হাই যথার্থ জ্ঞান এবং যেরূপ শিক্ষা দ্বারা এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা যায়, তাহাই আমার-দের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখোন্নতি বিষয়ে যথার্থ উপকারী। এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহার-দের বিদ্যাভ্যাস গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সমাপ্ত হয়, তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করেন, তাহা বিদ্যা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা বর্ণ বিন্যাস ও সামান্য প্রকার ভূমি পরিমাণ ও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষা করিয়া আপ-নারদিগকে বিজ্ঞ ও কৃতকর্ম্মা জ্ঞান করেন,

তাঁহারা যথার্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হন। চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। যাঁহারা প্রধান প্রধান ইং-রেজি বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহার-দের মধ্যেও অনেকে ইংরেজি ভাষায় সামান্য প্রকার রচনা করিতে পারিলেই আপনার-দিগকে বিশিষ্টরূপ বিদ্যাবান্ বোধ করেন। যদিও উপদেশ প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা শিক্ষা করা সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমারদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখ সাধনার্থে যে সকল বিষয় অভ্যাস করা উচিত, তন্মধ্যে গণিত করা যায় না। বাস্তবিক,রচনা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞানপ্রচারের উপায় শিক্ষা মাত্র। ফলতঃ, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষার্থে যে সকল বিদ্যা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, এদেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়েও তাহার অধিকাংশ অধীত হয় না। অপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে অদ্যাপি আরব্ধ হয় নাই।

পরিশিষ্ট

সুরাপান

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ৫৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যে অনেকে সুরা-পান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং গুণকারি বোধ করেন; অতএব পরি-শিষ্টে এ বিষয়ের বিচার করা যাইবেক। তদনুসারে, এক্ষণে সুরাপানের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পাঠকবর্গ সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যথা বিহিত বিবেচনা করিবেন।

প্রথমতঃ।—সুরাপান-পরায়ণ হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি বিকল ও কাম ক্রোধাদি রিপু সকল

প্রবল হয়, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যাহারা অহরহ মদিরা পান করিয়া মত্ত হয়, তাহারা ক্রমে ক্রমে হত-জ্ঞান ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যা-হারদিগকে অন্য সময়ে শিষ্ট ও শান্ত দেখা যায়, তাহারাও মদিরামত্ত হইলে অত্যন্ত অশ্লীল বচন ব্যবহার করে এবং পরস্পর বিবাদ ও কলহে প্রবৃত্ত হয়। যাঁহারা দিবা-ভাগে সভ্য ভব্য হইয়া জনসমাজে শিষ্টাচরণ দ্বারা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারদের মধ্যেও কত কত ব্যক্তিকে রাত্রি কালে মদমত্ত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ ব্যবহার করিতে দৃষ্টি করা যায়। এতদ্দেশীয় কত কত সুশীল শান্ত-স্বভাব ভদ্র-সন্তান সুরা রূপ বিষম বিষ পান দ্বারা পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা ক-হেন, মদ্যপান করিলে যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাঁহারদের এ কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি মদিরা পান করিলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইত, তাহা হই-লে ভূমণ্ডল অত্যল্প কালে অক্লেশে ধর্ম্ম

রূপ সুধা-রসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। প্রত্যুত, তদ্দ্বারা কাম জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীতে পাপ তাপ প্রবল করিতেছে। সুশীল ব্যক্তিরা সুরাপান দ্বারা দুঃশীল হইয়া উঠে, ইহা সচরাচর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কে কোথায় দেখিয়াছে, দুঃশীল ব্যক্তিরা মদ্য পান করিয়া সুশীল হইয়াছে? ইউরোপীয় ইতর লোকেরা যে এতদ্দেশীয় ইতর লোকদিগের অপেক্ষায় দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত, প্রতি মাসেই যে ইউরোপ হইতে নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর দুষ্কর্ম্মের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সর্ব্বত্রই যে কাম রিপুর আতিশয্য ঘটিত লাম্পট্য দোষের বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, মদ্যপান ও অন্যান্য মাদক সেবন তাহার এক প্রধান কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বহুদর্শী বিখ্যাত সেনাপতি ডিউক্ আব্ ওয়েলিংটন্ পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন, দুরাচার ব্রিটিশ্ সেনারা যত দুষ্কর্ম্ম করে, মদমত্ততাই প্রায় সমুদায়ের কারণ*। সেরিফ্ এলিসন্

*The Bombay Temperance Repository, No. 3, p 104.

সাহেব গ্লাস্‌গো নগরের বিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে তথায় প্রতি বৎসর গড়ে ২৫০০০ ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া অত্যাচার করাতে কারারুদ্ধ ও দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে*। ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সেনাপতি গত ২৩এ ফিব্রুয়ারিতে সৈন্যদিগের পানদোষ বিষয়ে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া লেখেন, তাহারদের যাবতীয় অত্যাচারের বৃত্তান্ত সেনাপতির কর্ণগোচর হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মদমত্ত ব্যক্তিদিগের কৃত¶। কর্ণেল্‌ সাইক্‌স এ বিষয়ে যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তিনি অপরিমিতপায়ি, পরিমিতপায়ি, অমদ্যপায়ি এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, যে তাহারা লোকের উপর উপদ্রব করাতে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া যত দণ্ড প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে

---

*The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 71.

¶The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

অপরিমিতপায়িরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পরিমিতপায়িরা তাহার তিন ভাগের এক ভাগ, এবং অমদ্যপায়িরা আট ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে*। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, দস্যুগণ যখন কোন গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিতে যায়, তখন আপনারদের কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত মদ্যপান করিয়া থাকে। গণনা দ্বারা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, যে স্থলে এক জনও অমদ্যপায়ী সৈন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয় না, সে স্থলে গড়ে ২৮ জন মদিরাসক্ত সৈন্য দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে¶। সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফলোৎপত্তি বিষয়ে ইহার অপেক্ষায় অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাঠ করিতে করিতে কাহার না অশ্রুপাত হয়?

অতএব, মদিরা পানে প্রবৃত্ত থাকিলে যে অনেকানেক অনিষ্টকর নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তে-

---

*The Calcutta Christian Advocate of the 22nd November. 1851.

¶The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 103.

জিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব করিতে থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। সুরাপান সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল ও দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি। তাহারা সংসার সাগরের কর্ণধার স্বরূপ এবং তাহারদের অমৃতময় উপদেশ পরাৎপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। অতএব, যে কর্ম্ম দ্বারা তাহারদিগকে দুর্ব্বল ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে প্রবল করা হয়, তাহা কদাপি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও পাপ-নিবর্ত্তক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, অতএব তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ।—অনেকে কহেন, সুরাপান করিলে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে, অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহারদের এই অনর্থকর অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক ও অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবেক। মদিরা পান করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, নাড়ী বলবতী হয় এবং শারীরিক শক্তি সমুদায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু ইহা শারীরিক

স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে হিতকারী হওয়া দূরে থা-
কুক, ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অহিতকারী হইয়া
উঠে। যদিও কোন কোন প্রকার মদ্য ব্যব-
হার দ্বারা শরীর হৃষ্ট পুষ্ট থাকিলে থাকিতে
পারে, কিন্তু সুরারূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত
হইয়া শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্ষীণ
হইয়া পড়ে। এইহেতু, প্রথমে যে পরিমাণে
মদিরা পান করিলে, শরীর সতেজ ও স্ফূর্ত্তি-
যুক্ত বোধ হয়, পরে তদপেক্ষায় অধিক পান
না করিলে আর সেরূপ বোধ হয় না। এই
রূপে, ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায়,
অবশেষ মদিরার বশীভূত হইয়া নিতান্ত অ-
কর্ম্মণ্য ও নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।
তখন পরিপাক-শক্তি ও অন্যান্য শারীরিক
শক্তি এত ক্ষীণ হয়, যে সুরাপান না করিলে
আর ভোজনে রুচি হয় না, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ
হয় না, এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্ম ও আ-
মোদ প্রমোদাদি কিছুই করা যায় না। যে
সমস্ত শারীরিক শক্তি দ্বারা শারীরিক ব্যা-
পার সকল সম্পন্ন হইয়া শরীর সজীব ও
সতেজ থাকে, তাহার হ্রাস হইলে যে নানা
প্রকার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, ইহা

পরীক্ষা করিয়া না দেখিলেও সঙ্গত বোধ হয়। ডাক্তর্ পেরেরা এক জন প্রধান চিকিৎসক ও অতি প্রামাণিক গ্রন্থকার। তিনি লিখিয়াছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে যে শরীর সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ থাকিতে পারে এবং তাহা সচরাচর ব্যবহার করিয়া যে অনেকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তদ্দ্বারা অশ্মরী, পাদশোথ, উদরী, যকৃৎ, এবং মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর পীড়া উৎপন্ন ও প্রবল হইয়া থাকে *। শারীরবিধান-বিদ্যা-বিশারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুম্ব্ সাহেবও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে ঔষধ স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন স্থলে সুরাপান করা বিধেয় নহে ¶। আর ডাক্তর্ কার্পেণ্টর্ এ বিষয়ে এক স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রগাঢ় যুক্তি, প্রচুর প্রমাণ ও অপর্য্যাপ্ত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরাপান

---

*Treatise on Food and Diet by Jonathan Pereira, London. 1843, pp 425-427.

¶Physiology of Digestion by Andrew Combe 1845, pp. 142 and 143.

রূপ মহাপাপের প্রতিষেধ পক্ষে যে প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, মদ্য-প্রিয় মহাশয়দিগকে নিরুত্তর হইতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। তিনি ভূরি ভূরি বিখ্যাত চিকিৎসকের অভিপ্রায়. সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন,যে মদিরা-সক্ত হইলে অপস্মার, পক্ষাঘাত, অগ্নিমান্দ্য, বাত, যকৃৎ, মূত্র-রোগ, চর্ম্মের রোগ, মুখের ব্রণ ও ক্ষত এবং হস্ত পাদাদির কম্প প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়, এবং কারণান্তর দ্বারা উৎপৎস্যমান অনেকানেক রোগের পূর্ব্বাবস্থায় সুরাপান করিলে, তাহা অবিলম্বে প্রকুপিত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে *।

অনেকে কোন কোন সুরাপায়িকে স্থূল-কায় হইতে দেখিয়া বিবেচনা করেন, মদ্য পান দ্বারা বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহারদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। কোন কোন মদিরা পান করিলে শরীরে মেদ সঞ্চয় হইতে পারে বটে, কিন্তু মেদ কদাপি

*Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W. B. Carpenter, Chap. I. Sect. III.

বলোৎপাদক নহে ; প্রত্যুত, সমধিক মেদ সঞ্চয় হইলে শরীরের শক্তি ও কাঠিন্য হ্রাস হইয়া নানা প্রকার রোগের সঞ্চার হইতে থাকে। একারণ, ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা সমধিক মেদ সঞ্চয়কে এক স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুরাপায়িদিগের শরীর অধিক রোগার্হ হইয়া অত্যল্প কারণেই রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, আহত ও পীড়িত হইলে, অমদ্যপায়ি ব্যক্তিরা যেরূপ আশু প্রতীকার প্রাপ্ত হয়, মদিরাসক্ত ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই হয় না। তাহারদের রোগ অবিলম্বে কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে *। ফলতঃ, যখন উৎকট উৎকট মদিরা পান করাতে, কত কত ব্যক্তির জীবিত দেহ কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু সংযোগ ব্যতিরেকে আপনা হইতে দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ¶, তখন

---

*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B, Carpenter, 1850, Chap. I. Sect. III. pp. 74. and 75.

¶ জুলিয়া ডে ফন্‌টেনেল নামে এক ব্যক্তি এই প্রকার ১৫ টা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। Maunder's Scientific and Literary Treasury. Article 'Spontaneous.'

সুরা যে সুরাপায়ি ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি বিষবৎ গুণ প্রকাশ করে, ইহাতে সন্দেহ কি?

মদ্যপান উন্মাদ রোগের এক প্রধান কারণ। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ডস্থ উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উন্মাদ রোগের কারণানুসন্ধান করণার্থ, কতিপয় আমিন নিযুক্ত হইয়া, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েল্স দেশীয় ৯৮ টা ক্ষিপ্তনিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে তাঁহারদের বিবেচনানুসারে, ১৭৯৯ জন সুরাপান করিয়া ক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট সকলে ইন্দ্রিয়-দোষ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, পিতা মাতার উন্মাদ রোগ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে উন্মত্ত হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত কয়েক কারণেও সুরাপানের সাহচার্য্য ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গ্লাস্গো নগরস্থ ক্ষিপ্তনিবাসের সাত বৎসরের বিবরণ পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সুরাপান যে কি সর্ব্বনাশের হেতু তাহা অনায়াসে প্রতীত হয়।

খ্রীষ্টাব্দ	ক্ষিপ্তলোকের সংখ্যা	যত লোক পিতামাতার উন্মাদ রোগ প্রাপ্ত হয়।	যত লোকের ক্ষিপ্ত হইবার কারণ নিরূপিত হয় নাই।	অপরিমিত মদিরা পান করাতে যত লোক ক্ষিপ্ত হইয়াছিল।
১৮৪০	১৪৯	৩	৩৪	২০
১৮৪১	১৫৭	২০	৪৪	৩০
১৮৪২	১৯৯	৫৪	২০	৪৬
১৮৪৩	৩২৭	১১৬	৩৮	৩১
১৮৪৪	৩৯০	৭৭	৪১	৫৩
১৮৪৫	৩৬৪	৪৭	৩৮	৯০
১৮৪৬	৪১৪	৪৯	৬২	১০৫
সমুদায়ে	২০০০	৩৬৬	২৭৭	৩৭৫

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতি এবর্ডিন ও ডণ্ডী, এবং আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন্‌ প্রভৃতি নানা স্থানের ক্ষিপ্তনিবাসের যে সমস্ত বিবরণপুস্তক মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সুরাপান অনেকানেক ব্যক্তির উন্মাদ রোগের কারণ বলিয়া লিখিত আছে। ডাক্তর ম্যাক্‌নিশ্‌ ডব্‌লিন্‌ নগরস্থ এক চিকিৎসালয়ের বিষয়ে লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় ২৮৬ জন ক্ষিপ্ত অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অর্দ্ধেক লোক মদিরা পান করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছে* ।

সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফল কেবল পানকর্ত্তার প্রতিফল প্রাপ্তি মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, তদ্দ্বারা তাঁহার সন্তানদিগেরও অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে, মদ্যপায়ির সন্তানদিগের মানসিক দৌর্ব্বল্য, বীর্য্য হানি, পানাসক্তি, উন্মাদ রোগ ও জাড্য দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন ও নব্য অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহা

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 30-43.

প্রত্যক্ষ দেখিয়া মদিরা পান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। প্লুটার্ক নামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন, " এক মদোন্মত্ত অন্য মদোন্মত্তকে উৎপাদন করে " এবং ভুবন-বিখ্যাত এরিষ্টটল্ লিখিয়াছেন, " সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্ম সদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে"। ডাক্তর ব্রৌন্, হবিসন্, হো, প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। হো সাহেব লেখেন, ৩০০ জড়ের জনক জননীদিগের চরিত্রের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪৫ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকে প্রসিদ্ধ মদিরাসক্ত ছিল*। এই রূপ, একবার কোন পরিবারে পান-দোষ প্রবিষ্ট হইলে, পুরুষানুক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। ডাক্তর ডারুইন্ কহেন, যে সমস্ত রোগ পান-দোষ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে পারে, এবং যদি সুরাপায়ির পুত্র পৌত্রাদি মদ্যপানে বিরত না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার বংশ লোপ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B Carpenter, 1850, p. 44.

রোগ তাহার পরিবারকে অধিকার করিয়া থাকে * । অতএব, যাঁহারা স্বীয় সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষি, তাঁহারদের মদিরাপানে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে ।

যখন সুরাপানে আসক্ত হইলে অশেষ প্রকার উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়, তখন তদ্দারা আয়ুঃ ক্ষয়েরও সম্ভাবনা। মনুষ্যের পরমায়ুর উপর বিমা করা যাঁহারদের ব্যবসায়¶, তাঁহারা অপরিমিত-মদ্যপায়িদিগের উপর বিমা করিতে স্বীকার করেন না। যদি কাহারও মরণান্তে জানিতে পারেন, অমুক মদ্যপানে অনুরক্ত ছিল, তবে তাহার বিমা অগ্রাহ্য করেন। ইংলণ্ড দেশে ৪০ বৎসর বয়স্ক ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ১৩ জন করিয়া বৎসর বৎসর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, কিন্তু যাহারদের উপর পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিমা করা হয়, তন্মধ্যে সহস্রে ১১ জন করিয়া প্রতি

* Saturday Magazine, Vol. 2, No. 43.

¶ তাঁহারা যাহার জীবনের উপর বিমা করেন, তাহার নিকট হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এইরূপ অঙ্গীকার করেন, যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার উত্তরাধিকারিদিগকে এত মুদ্রা প্রদান করিব। সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে তাঁহারদের লাভ হয়, নতুবা ক্ষতি হয়॥

বর্ষে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তত্রস্থ টেম্পেরেন্স প্রাবিডেণ্ট ইনিষ্টিটিউসন্ নামক সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিরা সুরাপান একেবারেই পরিত্যাগ করে ইনিমিত্ত দীর্ঘায়ু হয়। ইংলণ্ড দেশস্থ যে সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষের ন্যূন এবং ৭০ বর্ষের অধিক নহে, তাহারদের মধ্যে বৎসর বৎসর গড়ে সহস্রে ২০ জন করিয়া মৃত্যু-গ্রাসে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ষে বর্ষে সহস্রে ৬ জন করিয়া মৃত হইয়া থাকে। তাহারদের এরূপ দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্তির অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু মদ্যপান পরিত্যাগ যে এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই*।

যখন শীতল প্রদেশেও মদিরাপান শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত অহিতকারী, তখন আমারদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে তদ্দ্বারা অধিক অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। ডাক্তর র, জ্যাক্সন্ সাহেব লিখিয়াছেন, উষ্ণ প্রদেশ-স্থিত যে সমস্ত ব্যক্তি

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W B. Carpenter, 1850, pp. 85-87.

তাদৃশ মদ্য মাংস ব্যবহার না করিয়া শস্যাদি ঔদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারাই সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমি * । ডাক্তর জান্‌সন্ স্ব-প্রণীত উষ্ণপ্রদেশ বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, মদমত্ততা রূপ মহাপাপ যেমন সকল পাপের প্রবর্ত্তক, সেইরূপ তদ্দ্বারা সকল রোগ প্রবল ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে ¶ ।

সুবিখ্যাত সেনাপতি সর্ চার্ল্‌স নেপিয়র্ সাহেব কলিকাতা নগরীস্থ ৯৬ শ্রেণী-ভুক্ত সৈন্যদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, " তোমরা যে দেশে আগমন করিয়াছ, এখানে মদ্যপান করিলে অবিলম্বে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। যদি সুরাপান-পরায়ণ না হইয়া স্থিরভাবে থাক, উত্তম থাকিবে; সুরাপান করিলেই নষ্ট হইবে। হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে, নয়, কাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইবে। আমি এতদ্দেশস্থ দুই দল ইউ-

---

* Calcutta Review, No. XXXI. p. 54.

¶ The Influence of Tropical climates on European constitutions, by James Johnson, 1813. p. 450.

রোপীয় সৈন্যের ব্যবহার দৃষ্টি করিয়াছি; এক দল মদিরাপানে প্রবৃত্ত ছিল, অন্য দল তাহাতে নিবৃত্ত ছিল। যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা অত্যুত্তম সৈন্য। তাহারা কোন দেশীয় কোন সৈন্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। আর যাহারা তাহাতে রত, তাহারা রুগ্ন ও ভগ্ন শরীর হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছে*।”

কর্ণেল্ সাইক্স সাহেব ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থিতি পূর্ব্বক অত্রস্থ সৈন্যদিগের আহার ব্যবহারাদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, স্বদেশ অপেক্ষায় ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অধিক রোগ জন্মে ও আয়ু হ্রাস হয়, তাহারদের পান ভোজনাদির দোষই ইহার প্রধান কারণ। তিনি বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এই তিন প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যদিগের যেরূপ মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

---

* Bombay Temperance Repository. No. 3, p. 102

২০ বৎসরে প্রতি বর্ষে গড়ে প্রতি শতে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সংগ্রহ।

	বাঙ্গলা	বোম্বাই	মান্দ্রাজ
ভারতবর্ষীয় সৈন্য	$১\frac{৭৯}{১০০}$*	$১\frac{২৯১}{১০০০}$	$২\frac{৯৫}{১০০০}$
ইউরোপীয় সৈন্য	$৭\frac{৩৮}{১০০}$	$৫\frac{৭৮}{১০০০}$	$৩\frac{৮৪৬}{১০০০}$ ¶

এই সংগ্রহ দর্শনে প্রতীত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সৈন্য অপেক্ষায় ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটনা হইয়া আসিয়াছে। কর্ণেল সাইক্‌স সাহেব কহেন, ইউরোপীয়দিগের মদ্য মাংস ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ প্রতীয়মান হইতেছে †।

পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহ অনুসারে অন্যান্য প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় মা-

---

* $\frac{৭৯}{১০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ১০০ ভাগের ৭৯ ভাগ; $\frac{২৯১}{১০০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ১,০০০ ভাগের ২৯১ ভাগ ইত্যাদি।

¶ Calcutta Review, No. XXXI. p. 34.

† Now, animal food, with the assistance of such an auxiliary (drinking), and combined with mental vacuity, go far to account for the excess of mortality amongst Europeans.—The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 64.

ন্দ্রাজ প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটনা হয়, অথচ তত্রস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় অল্প মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত সাইক্‌স সাহেব এ বিষয়ের যেরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সকলেই সঙ্গত বোধ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। বোম্বাই প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের আট ভাগের ছয় ভাগ হিন্দু, বিশেষতঃ সমুদায়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক লোক হিন্দুস্থানি। ইহারা মদ্যমাংস ব্যবহার করে না, গোধূমাদি শস্য ভোজন করিয়া থাকে। বাঙ্গলা প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশ যে সুরাপান ও আমিষ ভক্ষণ করে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, এই উভয় প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মধ্যে বৎসর বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাকার অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগ মোসলমান এবং এক ভাগ মাত্র হিন্দু,

আর পদাতিকদিগেরও প্রায় অৰ্দ্ধেক অথবা ২৷৷ ভাগের এক ভাগ মোসলমান। বিশেষতঃ, ঐ সমস্ত হিন্দু সৈন্যের মধ্যেও অনেক ইতর লোক আছে, তাহারা ভদ্র লোকদিগের ন্যায় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব, মান্দ্রাজ প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় মদ্যপান ও আমিষ ভক্ষণ করে এবং এই নিমিত্তেই তাহারদের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে। আর তত্রস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহারও এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে রম নামক মদিরা পান করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত উগ্র ও অনিষ্টকারী, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্যেরা পোর্ট ও এরাক নামে যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা তদনুরূপ অপকারী নহে; এই নিমিত্ত মান্দ্রাজ অপেক্ষায় বাঙ্গলা প্রদেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি বৎসর বৎসর কালগ্রাসে পতিত হয়। আর বোম্বাই প্রদেশীয় ইউ-

রোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু এরাক অপেক্ষায় অনিষ্টকারী ; তদনুসারে বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গলা অপেক্ষায় অল্প ও মান্দ্রাজ অপেক্ষায় অধিক সৈন্য বর্ষে বর্ষে মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করে। তদ্ভিন্ন, মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ ৮৪ শ্রেণী-ভুক্ত পদাতিক সৈন্যদল সুরাপান বিষয়ে অন্যান্য সকল সৈন্য অপেক্ষায় সাবধান, এ কারণ তথাকার অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় সুস্থ, দীর্ঘজীবি ও শান্তস্বভাব। এই সুন্দর মীমাংসা কাহার মনোগত না হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিয়া লইবেন* ?

শীতপ্রধান জর্ম্মনি দেশের সৈন্যদিগের বিষয়েও এই প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুরাপান শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে হিতকারী কি অহিতকারী ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, তথাকার রাজপুরুষেরা কতিপয় সৈন্যদলকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া কতক দিন পরে দেখিলেন, অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় তাহারদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। সুরাত্যা-

---

* Calcutta Review, No. XXXI. pp. 48-53.

গিদিগের মধ্যে গড়ে যত ব্যক্তির প্রাণত্যাগ হয়, সুরাপায়িদিগের মধ্যে তাহার দ্বিগুণ লোক কালগ্রাসে প্রবেশ করিতে লাগিল* ।

তৃতীয়তঃ । কেহ কেহ কহেন, অপরিমিত মদিরাপান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। কিন্তু তাঁহারদের এ অভিপ্রায়ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, বিষ পান করিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলে, তবে শীঘ্র আর বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। মদ্যপান আরম্ভ করিলে যে শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া মদিরার বশীভূত হইতে হয়, পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরিমিত-মদ্যপায়িরাও যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাসক্ত হয়, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনধিক মদ্যপান করিলেও পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হয়। কিন্তু যে

---

* The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

সকল শারীরিক শক্তি অহরহ 'সমধিক উত্তে-
জিত হইতে থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও
রোগগ্রস্ত হইয়া আইসে। তখন পাকস্থলী
সুরাভিষিক্ত না হইলে আর অন্ন পরিপাক ক-
রিতে পারে না, এবং যকৃৎ, মূত্রাশয়, ও অন্যান্য
অঙ্গ আবশ্যক মত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করি-
তে সমর্থ হয় না। এইরূপে, তৎ সমুদায় ক্রমে
ক্রমে বিশৃঙ্খল ও সর্ব্বশরীর রুগ্ন হইয়া
পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব, অন-
বিক মদিরাপান অভ্যাস করিলে, যদিও তৎ-
ক্ষণাৎ তাহার প্রতিফল উপস্থিত না হয়, কিন্তু
কাল বিলম্বে একেবারে সমুদায় শাস্তি প্রাপ্ত
হইতে হয়,—যৌবন কালের পাপের ফল
বৃদ্ধকালে ভোগ করিতে হয়। কর্ণেল্ সা-
ইক্স সাহেব পরিমিত সুরাপানেরও প্রতি-
পক্ষে যে প্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন,
তাহা সম্যক্ আদরণীয়। তিনি পরিমিত-
পায়ি, অপরিমিতপায়ি, অমদ্যপায়ি এই ত্রি-
বিধ সৈন্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ইহা
সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তাহারদের মধ্যে
প্রতি বৎসর গড়ে যত অমদ্যপায়ি ব্যক্তির
মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরি-

মিতপায়ি ও চতুর্গুণ অপরিমিতপায়ি ব্যক্তি বৎসর বৎসর কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে *। আর যে সমস্ত ব্যক্তি সুরাপানে বিরত, তাহারা আহত ও পীড়িত হইলে যে-মন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে, মদ্য-পায়ি ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই পারে না। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ যৎ কালে নব-জীলণ্ড দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তত্রস্থ লোকেরা অত্যন্ত সুস্থ ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। তাহারদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে, বিনা ঔষধ প্রয়োগে তাহার প্রতীকার হইত। "তৎ কাল পর্য্যন্তও সুরা রূপ বিষম বিষ পানে তাহারদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।" ফলতঃ এ বিষয়ের দুই এক প্রমাণ কি, সহস্র সহস্র ইউরোপীয় চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধ পক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এক টিপ্পনী করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক।

চতুর্থতঃ। কেহ কেহ কহেন, সুরাপান করিলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হই-

---

* The Calcutta Christian Advocate of the 22d November 1851.

য়া অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়; অতএব প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান কর্ত্তব্য। শারীরবিধানবেত্তা ও রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে পদার্থ দ্বারা শরীরে বলাধান হয়, সুরার সার* ভাগে তাহার কিছুই নাই। তবে কোন কোন সুরার সহিত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু তাহা সুরা রূপ সাংঘাতিক গরলের সহিত ভক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? গোধূম মসূরিকাদি প্রসিদ্ধ পুষ্টিকর দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, তৎসমুদায় ভোজন করিলেই বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হওয়া যায়। যদিও অল্প পরিমাণে মদিরা পান করিলে শরীরস্থ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হইয়া বল-সাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু রক্তের সে তেজ অবিলম্বে হ্রাস হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। একারণ, মদ্যপায়িরা অমদ্যপায়িদিগের ন্যায় ক্রমাগত

* সকল প্রকার সুরাতে সুরাসার নামে এক সামগ্রী আছে, তাহাতেই সুরাপায়িদিগকে মত্ত করে। রম, ব্রাণ্ডি, জিন প্রভৃতি যে সকল মদ্যে তাহা অধিক আছে, তাহাই অধিক অনিষ্টকারী, আর সেরি, বিয়র প্রভৃতি যে সমস্ত মদ্যে তাহা অল্প আছে, তাহা তত অনিষ্টকারী নহে। কিন্তু সকল প্রকার মদ্যই অহিতকারী তাহার সন্দেহ নাই।

অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহে। ইহাতে, যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা গড়ে যত পরিশ্রম করিতে পারে, সুরাপায়িরা তত কখনই পারে না। ডাক্তর কার্পেণ্টর ভুবন-বিখ্যাত বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্, ডাক্তর ফার্বেস প্রভৃতি কতিপয় সদ্বিদ্যাশালি বহু-পরিশ্রমি ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা মদ্যপান করিতেন না, অথচ আপনারদের সুরাপায়ি সহযোগিদিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কান্স্টাণ্টিনোপল্ নামক প্রসিদ্ধ নগরের শ্রমোপজীবি লোকেরা সুরাপান করে না, অথচ তাহারদের বল ও পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়। তথাকার ভারবাহকেরা ইংলণ্ডদেশীয় মদ্যপায়ি ভারবাহকদিগের অপেক্ষায় গুরুতর ভার বহন করিতে পারে। এক্ষণে আমেরিকা প্রদেশীয় অনেকানেক বণিক্‌পোতের অধ্যক্ষেরা মাল্লাদিগের মদিরাপান নিবারণ করাতে, তাহারা ইংলণ্ডীয় মদিরাসক্ত মাল্লাদিগের অপেক্ষায় উত্তম রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। লীড্স নামক স্থানের ২৪

জন বহু-পরিশ্রমি শ্রমোপজীবি লোক একত্র হইয়া ডাক্তর কার্পেন্টরকে এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়াছিল, যে "আমরা পূর্ব্বে পরিমিত রূপ মদিরাপান করিতাম, পরে তাহা হইতে একেবারে নিবৃত্তই হইয়াছি। ইহাতে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে ও প্রসন্ন মনে আপন আপন কর্ম্ম করিতে পারি, এবং বোধ করি, আমারদের প্রভুরাও আমারদের কর্ম্ম দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর আমারদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।" কার্পেন্টর সাহেব শ্রম-সামর্থ্য বিষয়ে সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যে স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে অমদ্যপায়ি ব্যক্তিরা যে মদ্যপায়িদিগের অপেক্ষায় অধিক কাল ব্যাপিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব, সুরাপান শ্রমসামর্থ্য ও বলোৎপত্তির প্রতিকূল বিনা কদাপি অনুকূল নহে। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ বল, তাহাই স্থায়ী, এবং তদ্দ্বারাই ক্রমাগত অধিক

ক্ষণ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায় *।

শরীরের সহিত মনের যেরূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহাতে যে বিষয় শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষে অপকারী, তাহা মানসিক পরিশ্রমের পক্ষেও অপকারী হইবে সন্দেহ কি? মদিরা ব্যবহার করিবার কিছু কাল পরেই যে অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হয়, ইহা অনেকেরই বিদিত আছে। যদিও পান করিবা মাত্র কোন কোন মনোবৃত্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া কবিদিগের রসনা হইতে দুই এক অত্যুত্তম রসগর্ভ সুমধুর কবিতা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অহরহ মদ্য ব্যবহার করিলে মনের তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। বিশেষতঃ, মানব জাতির প্রধান গুণ যে বিচার-শক্তি, মদ্যপান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হয় না। আর সুরাপান না করিয়া যে প্রগাঢ় রূপ মানসিক পরিশ্রম করা যায়, বিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত নিউ-

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 103-124.

টন সাহেব তাম্রকূট ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যা বিষয়ে বিপুল-যশস্বী বল্‌টেয়র্, ফণ্টেনেল্, ডিমস্থিনিস্, হেলর্, হব্‌স ইহাঁরা কেহই মদ্যপানে রত ছিলেন না। বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তর জান্‌সন্ জীবনের শেষভাগে চা অপেক্ষায় উগ্রতর কোন বস্তু ভক্ষণ করিতেন না। মনোবিজ্ঞান-বিশারদ লাক্ সাহেব যে প্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি সচরাচর বারি ব্যতিরেকে অন্য কোন পেয় দ্রব্য পান করিতেন না, এবং স্বয়ং এইরূপ বিবেচনা করিতেন, আমি মদিরাপানে বিরত থাকাতেই দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ডাক্তর্ কার্পেণ্টর স্বপ্রণীত সুরাপান বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “ পূর্ব্বে আমি মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে মদ্যপান করিতাম, পরে ইহা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তদবধি আমি যত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি, জন্মাবচ্ছিন্নে এত আর কখনই পারি নাই। বিশেষতঃ, এখন পরিশ্রম করিতে পূর্ব্বের মত ক্লেশ বোধ হয় না, এবং পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে প্রকার অবসাদ

উপস্থিত হইত, তাহারও বিস্তর লাঘব হই-য়াছে * ।”

অতএব সুরাপান শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের অনুকূল হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ . প্রতিকূল।

পঞ্চমতঃ। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সুরাপান দ্বারা শরীরের শীত নিবারণ ও উষ্ণতা সাধন হয়, অতএব শীতকালে ও শীতল দেশে সুরাপান কর্ত্তব্য। কিন্তু রসায়ন ও শারীরবিধান বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতেরা নিরূ-পণ করিয়াছেন, ঘৃত, তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন্ ও হৈয়দ্রজন্ নামক পদার্থ আছে, তৎ সমুদায় দ্বারা শরীরের উষ্ণতা সাধন হইয়া থাকে। মদিরাতেও তাহা যথেষ্ট আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা দেহের উত্তাপ উৎ-পন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন অন্যান্য দ্রব্য আহার করিলে সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, তখন সুরাপান করিয়া আয়ুঃ ক্ষয় এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম নাশ করিবার প্রয়ো-জন কি? বিশেষতঃ, রসায়ন বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন-কেশরী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রৌট্ ও বীরোর্ট

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 124-132.

সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যত ক্ষণ শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের সহিত মদিরা মিশ্রিত থাকে, তত ক্ষণ শরীরস্থ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ রীতিমত দগ্ধ হয় না, এবং রক্তও পরিষ্কৃত হয় না। অতএব, যৎকালে অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, তখন সুরাপান উষ্ণতা সাধন বিষয়ে কোন ক্রমেই উপকারী নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবেই অপকারী *।

শীতকালে হিন্দুস্থানে এতদ্দেশ অপেক্ষায় অধিক শীত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান করিতে হয় না। শীতপ্রধান ইংলণ্ড দেশস্থ বাইবেল খ্রীষ্টান নামক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ি লোকেরা সুরাপান না করিয়া সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছে। ভূমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত হিমাবৃত জনপদ সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, তথাকার লোকে মদ্যপান না করিয়া অক্লেশে শীত নিবারণ করে। কেনেডা ও গ্রীন্‌লণ্ড অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, p. 142.

অবলম্বন করিতে হয় না, অথচ তাহারদের শীত-সহিষ্ণুতা শক্তি স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন পেরি তৎ প্রদেশে গিয়া দেখিয়াছিলেন, যত শীত হইলে জল জমিতে আরম্ভ হয়, তদপেক্ষায় ৭২ তাপাংশ ন্যূন*.

---

* তেজ দ্বারা বস্তুর বিস্তার বৃদ্ধি হয় ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতের বায়ু ও আর আর পদার্থের উষ্ণতা পরিমাণার্থে তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। নানা দেশে নানা প্রকার তাপমান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশে যে প্রকার তাপমান সচরাচর চলিত, তাহার আকৃতি এইরূপ। এই তাপমান কেবল একটি কাচের নল মাত্র। তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি ; সেই কুণ্ডে পারা থাকে। যখন যত গ্রীষ্ম হয়, তখন ঐ পারা বিস্তৃত হইয়া তত ঊর্দ্ধে উঠে। কখন্ কত দূর উত্থিত হয় তাহা নিশ্চিত জানিবার নিমিত্তে, ঐ নলের পার্শ্বে একাবধি ২১২ পর্য্যন্ত অঙ্ক সমুদায় যথাক্রমে অঙ্কিত থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে ঐ নলের পারা ২১২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এবং যত শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়, তত শীতে ঐ পারা, ৩২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। জীবিতবান্ মনুষ্যের রক্ত যত উষ্ণ, তত উষ্ণ হইলে ঐ পারা ৯৮ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সকল বিষয় রীতিমত বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, যে জীবিত মনুষ্যের রক্তের তাপাংশ ৯৮ ইত্যাদি॥

প্রমাণ শীতের সময়ে এস্কুইমাক্স জাতীয় এক স্ত্রী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া স্বীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল। ডাক্তর কিঙ্গ্‌ ও সর্‌, জ, রিচার্ডসন্‌ সাহেব সুমেরু প্রদেশে, এবং ডাক্তর হূকর্‌ সাহেব সর, জ,রস্‌ সাহেবের সমভিব্যাহারে কুমেরু প্রদেশে গমন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,ঐ সকল শীত-প্রধান জনপদে সুরাপান করিলে, শীত-সহিষ্ণুতা-শক্তির হ্রাস ব্যতিরেকে কদাপি বৃদ্ধি হয় না। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ জন লোক এক খান ডেনিশ্‌ জাহাজ আরোহণ করিয়া হড্‌সন্‌ বে নামক প্রসিদ্ধ শীতপ্রধান স্থানে শীত ঋতু ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা সকলেই উৎকট উৎকট মদ্য ব্যবহার করত, ইহাতে,বসন্ত ঋতুর আগমন না হইতে হইতেই ৫৮ জন ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। সেই স্থানে ২২ জন মাল্লা আর এক খান জাহাজ আরোহণ করিয়া ছিল, তাহারা সেরূপ সুরাপান করিত না, এ কারণ তাহারদের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্রের প্রাণ নাশ হয়*।

---

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B Carpenter, 1850, pp. 147 150.

অতএব শীতল প্রদেশে শীত নিবারণার্থ সুরাপান করা কর্ত্তব্য এই অশ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় কোন মতেই প্রামাণিক নয়। কি শীতল কি উষ্ণ কোন দেশীয় কোন জাতীয় লোকের মদ্যপান অভ্যাস করা বিধেয় নহে।

ষষ্ঠতঃ। মদিরাপান মনুষ্যের অর্থনাশ ও দারিদ্র্য-দশা প্রাপ্তির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মদ্যপায়িদিগের মধ্যে ধনশালি ব্যক্তিরা উত্তমোত্তম বহু-মূল্য মদিরা ক্রয় করিয়া দিন দিন নির্দ্ধন হইতে থাকেন, এবং অপরাপর লোকে সুরা রূপ প্রখর বিষ ক্রয়ার্থে উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া আপনার ও আপন পরিবারের অত্যন্ত ধন-কষ্ট ও দারুণ দুর্দ্দশা উৎপাদন করে। এক জন গ্রন্থকর্ত্তা গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়র্লণ্ড নিবাসিদিগের মদিরা ক্রয়ার্থে বর্ষে বর্ষে ৬৫০০০০০০০ পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। তথাকার সমুদায় রাজস্ব অপেক্ষায়—সৈন্য, রণতরি, শান্তিরক্ষা, বিচার সাধন, রাজকীয় ঋণের বৃদ্ধি প্রদান, প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার সম্পাদনার্থ যত ধন ব্যয় হয় তদপেক্ষায়—অধিক অর্থ মদিরা রূপ প্রখর গরল

গলাধঃকরণ করণার্থ নষ্ট হইয়া থাকে * ।
ভারতবর্ষেও মদ্যাদি মাদক দ্রব্য আহরণার্থে
যে বিপুল অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহার
অবিদিত আছে ? এতদ্দেশীয় লোকেরা সহ-
জেই নির্দ্ধন, তাহাতে আবার নানা প্রকার
অনর্থক বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিয়া দিনে দিনে
দৈন্য-দশা বৃদ্ধি করিতেছেন । সেই প্রভূত
ধন-রাশি লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, জ্ঞান
ও ধর্ম্ম প্রচার এবং স্বদেশের শুভোন্নতি সম্পা-
দনার্থে ব্যয় হইলে, পৃথিবীর কত শ্রীবৃদ্ধিই
হয় ! প্রত্যুত, যে অশেষ অনিষ্টকর বিষয়ে
তাহা নষ্ট হইয়া থাকে, নীরোগ শরীরে
রোগাশ্রয়, সধবা স্ত্রীর বৈধব্য দশা, অপো-
গণ্ড বালকের পিতৃ মাতৃ বিয়োগ, সুশীল
ব্যক্তির দুঃশীলতা প্রাপ্তি, অর্থনাশ ও মনস্তাপ
এই সমুদায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল ।

সপ্তমতঃ । জল, দুগ্ধ প্রভৃতি পানীয়
বস্তুর ন্যায় সুরাপান অভ্যাস করা যে কোন
রূপেই শ্রেয়স্কর নহে, তাহা এক প্রকার প্রতি-
পন্ন হইল । তবে যেমন অন্যান্য বিষ কখন
কখন ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই
রূপ স্থল বিশেষে ও রোগ বিশেষে সুরা রূপ

---

* Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 84.

মহাবিষও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তাহা ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে।

অতএব, সুরাপান অশেষ দোষাকর বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম*। পাপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্য ও অকাল-মৃত্যু ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করা পাপ, তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা পাপ, ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াও পাপ। এই প্রবল পাপ এতদ্দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি করিতেছে। এক্ষণে যে সকল কারণে এদেশের ভয়ঙ্কর দুঃখ-প্রবাহ ক্রমাগত বলবৎ রহিয়াছে, মাদক সেবন তাহার এক প্রধান কারণ। এতদ্দেশস্থ পূর্ব্বতন ব্যক্তি সকল মাদক ব্যবহারে বিরত থাকিয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন, কিন্তু অত্রত্য অধুনাতন মনুষ্যেরা চরস, গাঁজা, মদ্য, অহিফেণ প্রভৃতি বহু প্রকার মা-

---

* এ প্রস্তাবে কেবল সুরাপানের বিষয় লিখিত হইল। কিন্তু পাঠকবর্গ জানিবেন, চরস, গাঁজা, অহিফেণ প্রভৃতি সমুদায় মাদক দ্রব্যই অনিষ্টকারী।

দক ব্যবহার করত শরীর ও মনোবৃত্তি সমস্ত নিস্তেজ করিয়া রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া দিন দিন স্বদেশের দারুণ দুরবস্থা উৎপাদন করিতেছেন। মহিমার্ণব রাজপুরুষেরা, এই দুর্নীতি দমন করা দূরে থাকুক, অর্থ লোভের বশীভূত হইয়া তদ্বিষয়ে অবিরত উৎসাহই প্রদান করিতেছেন। তাঁহারদিগের গরলময় আবগারি তন্ত্র আমারদিগের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে মদিরালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া তদীয় কর সংগ্রহ দ্বারা রাজকোষ পরিপূরিত হইতে থাকে, ইহাই তাঁহারদের মনোগত অভিপ্রায়। এ নিমিত্ত তৎসঙ্ক্রান্ত কর্ম্মচারিরা তাঁহারদিগের প্রিয়পাত্র হইবার অভিলাষে স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে মদিরাপানে প্রবৃত্তি ও মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ পাপানলে দগ্ধ হউক, দারিদ্র্য রূপ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া উচ্ছিন্ন যাউক, অকর্ম্মণ্য ও বিচলিত-চিত্ত হইয়া প্রজাকুল নির্ম্মূল হউক, কিছুতেই তাঁহারা ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করেন না। প্রজাবর্গের সুখ সৌভাগ্যে জলা-

ঞ্জলি দিয়াও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি-
লেই আপনারদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে-
ন। এবিষয়ে আমেরিকাখণ্ডের সাধারণতন্ত্র-
নিবাসি মহাশয় ব্যক্তিদিগের বারম্বার সাধু-
বাদ করা কর্ত্তব্য। তত্রস্থ বিদ্যা-ব্যবসায়ি,
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি, চিকিৎসা-ব্যবসায়ি, ও অন্যান্য
স্বদেশ-হিতৈষি মহাত্মারা এই সর্ব্ব-পাপ-প্রব-
র্ত্তক সর্ব্ব-সুখ-সংহারক মহাপাপকে বিষবৎ
পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং
রাজ্য হইতে দুরীভুত করিবার নিমিত্ত প্রাণ-
পণে চেষ্টা করিয়া কৃত-কার্য্য হইয়াছেন।
তথাকার ভূরি ভূরি ব্যক্তি সুরাপানকে অতি
নিষিদ্ধ যুক্তি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম জানিয়া তাহাতে
নিবৃত্ত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র সুরা-ব্যব-
সায়ি বণিক্ স্বীয় ব্যবসায় জনসমাজের অ-
ধর্ম্ম-প্রযোজক ও দুঃখ-প্রবর্দ্ধক বুঝিয়া স্বকীয়
ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অক্ষুব্ধ ও অসঙ্কুচিত
চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাহারা
স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হয়
নাই, ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজপুরুষেরা প্রবল রাজ-
শাসন দ্বারা তাহারদিগকে নিবৃত্ত করিয়া-

ছেন*। পূর্ব্বে তথায় যে সমস্ত মহোৎসব উপলক্ষ্যে মণ পরিমাণে মদিরা ব্যয় হইত, এক্ষণে বিন্দুমাত্র মদ্য ব্যয় না হইয়া তাহা সুচারু রূপে ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কি শুভ দৃষ্টান্ত! কেমন মহৎ কর্ম্ম! তথাকার প্রধান প্রধান নগরের, শত শত প্রদেশের ও সহস্র সহস্র গ্রামের এক ব্যক্তিও যে মদিরার ব্যবসায়ে অধিকারী নহে, ইহা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে৭?

ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের অনেকানেক নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এ নিমিত্ত তাঁহারদের এরূপ শুভানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মে নাই। তাঁহারা অর্থকেই সর্ব্ব-সেবনীয় পরম পূজনীয় পদার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু যখন আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতি সাধারণতন্ত্রের রাজপুরুষেরা এ প্রকার পরম কল্যাণ-

---

* মেইন নামক রাজ্য-খণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত হইলে পর, সুরা-ব্যবসায়িদিগের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেক। আর যাহারা অবিলম্বে তাহাতে নিবৃত্ত না হইল, শান্তিরক্ষক স্বয়ং তাহারদিগের মদিরা সমুদায় গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা সাগর-সলিলে বিসর্জ্জন দিলেন।

৭ Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 77.

কর ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন,তখন তাঁহা-রদের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া সে পথ অবলম্বন না করিলে, অতি অধমের মধ্যে গণ্য হইতে হয়।

রাজপুরুষেরা এই পাপ-পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন এবং আমরাও তাহা অবলম্বন করিয়া আপনারদের উচ্ছেদ-দশা সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ,এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। এই মহা-পাতক নিবারণার্থে ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ভূরি ভূরি সভা সংস্থাপিত এবং অনেকানেক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই, নীলগিরি, কোইম্বেটুর, সাগর, পুনা, বেলগাম, করাচি, করঞ্জ প্রভৃতি বহুতর স্থানে এই প্রকার সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতঃ পূর্ব্বে এরূপ সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, যে সিংহল দ্বীপে এরূপ একাদশ সমাজ এবং পশ্চিম প্রদেশেও এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা এমন অধম ও অনুৎসাহি, যে এই সর্ব্ব-সুখ-সংহারক সর্ব্ব- পাপ-প্রবর্ত্তক মহাপাপ বিমোচনার্থে তদনুরূপ কিছু মাত্র চেষ্টা ক-

রিনা* । এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য মদ্য-প্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে ধিক্কার দিতে হয়; তাঁহারা এই জঘন্য গরল গলাধঃকরণ পূর্ব্বক পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছেন, এবং তদ্দ্বারা স্বদেশের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিয়া দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিতেছেন। যে সমস্ত সভ্য জাতির দৃষ্টান্তানুগত হইয়া তাঁহারা এই মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারদের মধ্যেও প্রধান প্রধান জ্ঞান-সম্পন্ন ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সুরাপান রূপ পাপ-পিশাচকে স্ব স্ব দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আমেরিকার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুইডেন্ রাজ্যের বর্ত্ত-

* পূর্ব্বে কতিপয় ইংরেজ ঐক্য হইয় এখানে সুরাপানের আতিশয্য নিবারণার্থে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে সভা কালক্রমে কালের হস্তে পতিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, খ্রীষ্টান মিশনরিরা ও ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা কোম্পানির চার্টর পরিবর্ত্তন উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোম্পানির মাদক-ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদান নিরাকরণার্থে প্রার্থনা করিয়া সদ্বিবেচনা-সিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন।

মান রাজা ও তাঁহার পিতা এবং তত্রস্থ অ-
ন্যান্য মান্য ব্যক্তিরা সুরাপানের প্রতিপক্ষে
বিশিষ্ট রূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং
ইউরোপের অন্তঃপাতি অপরাপর অনেক
স্থানে, বিশেষতঃ স্কট্লণ্ডের প্রায় প্রত্যেক
গ্রামে তদর্থে সমাজ সকল সংস্থাপিত হই-
য়াছে। এক্ষণে এই সমুদায় সমাদরণীয় শুভ
দৃষ্টান্তের অনুগামি হওয়া কি এতদ্দেশীয়
সদ্বিদ্যাশালি মহাশয়দিগের অত্যন্ত উচিত
নহে? তাঁহারা চিরকালই কি পানদোষ রূপ
কুৎসিত রীতির দাসানুদাস হইয়া মদ্যের
স্রোতে স্বদেশ প্লাবিত করিতে থাকিবেন?
তাঁহারদের মধ্যে অনেকে যে এই প্রবল পা-
পের বশীভূত হইয়া লাম্পট্য-দোষে লিপ্ত
রহিয়াছেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে?
এই বিষ-পূর্ণ বিস্বাদ ফল ফলিত হইবার নি-
মিত্ত কি তাঁহারদের বিদ্যা-বৃক্ষ প্রগাঢ় যত্ন
সহকারে রোপিত হইয়াছিল? পরম পূজ-
নীয় জনক জননীরা কি এই নিমিত্তে স্নেহাভি-
ষিক্ত চিত্তে সর্ব্বপ্রযত্নে বিপুল অর্থ ব্যয় স্বী-
কার করিয়া তাঁহারদিগকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত
করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা তথা হইতে

এক মহাপাতক অভ্যাস করিয়া আপনাকে ও আপন বংশকে অধর্ম্ম কূপে নিক্ষিপ্ত করি-বেন এবং গতানুগতিক অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়া স্বকীয় দৃষ্টান্ত বলে তা-হারদিগকে বিপথগামি করিবেন? তাঁহারা বিদ্যালোক লাভ করিয়া সদসদ্ বিবেচনায় সমর্থ হইয়াছেন। পানদোষে দোষি হই-য়া আয়ুঃশেষ ও ধর্ম্ম-নাশ করা তাঁহারদের পক্ষে লজ্জাকর ও ঘৃণাকর। এখনও যদি তাঁহা-রদের চৈতন্য হইয়া পরম কারুণিক পরমে-শ্বরের শুভকর আজ্ঞা পরিপালনে যত্ন ও শ্রদ্ধা হয়, তথাপি মঙ্গল, তথাপি তিনি ক্ষমা করিয়া রক্ষা করেন।

টিপ্পনী

২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ইউরোপীয় চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধ পক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এক টিপ্পনী করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক। তদনুসারে এই স্থলে তাঁহারদের অভিপ্রায় প্রকটিত হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়র্লণ্ড-স্থিত দুই সহস্রাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় চিকিৎসক পশ্চাল্লিখিত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন* ।

---

*" He (Dr. W. B. Carpenter) has the satisfaction of finding himself supported by the recorded opinion of a large body of his Professional brethern ; upwards of two thousand of whom in all grades and degrees,—from the court physicians and leading metropolitan surgeons who are conversant with the wants of the upper ranks of society, to the humble country practitioner, who is familiar with the requirements of the artizan in his workshop, and the labourer in the field,—have signed the following certificate."—Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, Preface, p XVIII.

সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসক-দিগের ব্যবস্থা

" We, the undersigned, are of opinion

" 1. That a very large proportion of human misery, including poverty, disease, and crime, is induced by the use of Alcoholic or fermented liquors as beverages.

" 2. That the most perfect health is compatible with total Abstinence from all such intoxicating beverages, whither in the form of ardent spirits, or as wine, beer, ale, porter, cider, &c. &c.

" 3. That persons accustomed to such drinks may, with perfect safety, discontinue them entirely, either at once, or gradually after a short time.

" 4. That total and universal Abstinence from Alcoholic beverages of all sorts would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race.*"

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

১—" মদ্যপান অভ্যাস করাতে, মনুষ্যের রোগ, দারিদ্র্য, দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি বিস্তর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

২—" কোন প্রকার মদিরা পান না করিয়া শরীর সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ রাখা যায় তাহার সন্দেহ নাই।

৩—" যাঁহারদের মদিরা পান অভ্যাস আছে তাঁহারা একেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে, পরিত্যাগ করিলে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেকে এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারদের নাম পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে।

J. Glen, Physician General, Bombay.

R. Wight, Inspector General of Hospitals :

J Kinnis, Deputy Inspector General, H. M's Hospitals, Bombay.

W. R. Barrington, L. L. D , Surgeon, 9th Regiment, N. I.

P. W. Hockin, Surgeon, 23rd Regiment, N. I.

G. Merrill, Surgeon.

T. Harrison, Staff Surgeon.

C. Morehead, M. D., Principal of the Grant Medical College.

J. C. G. Price, M. D , Surgeon, H M's 8th King's Regiment

A. Montgomery, Surgeon, 1st Battalion. Artillery.

Alex. Thom. Surgeon, H. M's 86th Regt.

J. P Malcolmson, Surgeon Civil Staff Surgeon, Shikarpore.

D. Davis, Residency Surgeon.

H. Pitman, Assistant Surgeon, 10th Regt. N. I.

৪—"যাবতীয় মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার সুরাপানে বিরত হইলে, মানব বর্গের স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম ও সুখের সমধিক উন্নতি হইবে।"

C. G. Wiehe, Assistant Surgeon.

D. P. Barry, Assistant Surgeon, H. M's 22nd Regt.

H. Giraud, M. D., Professor of Chemistry and Materia Medica, in the Grant Medical College, Bombay.

J. C. Batho, 6th Regiment, N. I.

T. F. Young, Assistant Surgeon, N. G. Hospital, Hydrabad

T. McGrath, Assistant Surgeon, H M's 22nd Regt.

J. Bean, Assistant Surgeon.

A. Ramsay, M D.

A. Larkworthy, Surgeon.

The following signatures to the preceding were added in Bombay, January 1852

E. W. Edwards, Superintending Surgeon, P. D.

W. Chambell, M. D. Superintendent Lunatic Asylum.

John Grant Nicolson, M. D. Assistant Surgeon, 2nd Scinde Horse.

John McLennan, Physician General, Bombay.

Robert Haines, Acting Professor of Chemistry, Grant Medical College.

A. H. Leith, M. D. Garrison Surgeon.

Henry J. Carter, Assistant Civil Surgeon.

Rich. D. Peele, Oculist.

John Peet, Professor of Anatomy, Grant Medical College.

M. Stovell, Surgeon European General Hospital.

P. Gray, Surgeon, 2nd Battalion Artillery.

J. Yuill, M.D.

The following signatures to the preceding statement of opinions were obtained at Madras.

R. Sladen, Physician General, Madras.

D. Currie, Surgeon General, Madras.

G. Pearse, M. D. Surgeon, and Secretary Medical Board, Madras.

D. Boyd, Inspector General of Hospitals, Madras.

R. Cole, Surgeon, S. E. District of Madras.

J. Richmond, Surgeon, N. W. District of Madras.

G. Harding, Surgeon, Madras General Hospital, Superintendent Medical School, and Professor of the Theory and Practice of Medicine.

W. G. Davidson, Surgeon, Black Town, District Madras.

W. B. Thomson, Superintendent Eye Infirmary, Madras.

J. Sanderson, Port and Marine Surgeon, Madras.

T. L. Bell, Assistant Surgeon, Madras.

T. Stack, M. D., Assistant Surgeon H. M. 8th Regt. Madras.

F. W. Innes, M. D. Asst. Surg. H. M. Regt. Madras.

D. S. Young, F. R. C. S., Superintending Surgeon, Pres. Divison, Madras.

J. Hichens, Assistant Surgeon, Chunar, 27th Regiment N. I.; Madras.

W. Tweddell, Garrison Surgeon, Chunar.

A. Duncan, M. D., 5th Battalion Artillery.

W. Watson, Superintending Surgeon, Benaras Division.

J. M. Brande, M. D. Surgeon, 21st Regiment N. I.

D. Brotten, M. D. Civil Surgeon, Benaras.

M. F. Anderson, Assistant Surgeon, Madura.

J. Doig, Staff Surgeon, Belgaum.

J. Morrice, M. D. Surgeon, 2nd Bengal European Regiment, Loodiana.

F. Anderson, M. D. Assistant Surgeon, Horse Artillery, Loodiana.

A. Colquhoun, Surgeon, 3d Cavalry.

G. E. Brown, M. D. Surgeon Artillery

———The Bombay Temperance Repository, N. I. and Use and Abuse of Alcoholic Liquors by W. B. Carpenter, preface.

"বোম্বে টেম্পেরেন্স রিপজিটরি" নামক পুস্তকের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আর এক ব্যবস্থা প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা

"An opinion handed down from rude and ignorant times and imbibed by Englishmen from their youth, has become very general, that the habitual use of some portion of Alcoholic drink, as of wine, beer, or spirit,

is beneficial to health, and even necessary for those subjected to habitual labour.

" Anatomy, Physiology, and the experience of all ages and countries, when properly examined, must satisfy every mind well informed in Medical science, that the above opinion is altogether erroneous. Man, in ordinary health, like other animals, requires not any such stimulants, and cannot be benifitted by the *habitual* employment of any quantity of them, large or small ; nor will their use during his life-time increase the aggregate amount of his labour. In whatever quantity they are employed, they will rather tend to diminish it.

" When he is in a state of temporary debility from illness or other causes, a temporary use of them, as of other stimulant medicines, may be desirable ; but as soon as he is raised to his natural standard of health, a continuance of their use can do no good to him, even in the most moderate quantities, while larget, quantities, (yet such as by many persons are though moderate,) do sooner or later prove injurious to the human constitution, without any exception.

" It is my opinion that the above statement is substantially correct. *"

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

যৎকালে লোক অসভ্য ও অশিক্ষিত ছিল, তৎকালাবধি এই পরম্পরাগত মত চলিয়া আসিয়াছে, যে মদ্য

পান অভ্যাস করা শরীরের পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ যাহারদিগকে অহরহ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এই মত এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংরেজেরা তরুণ বয়সেই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

" চিকিৎসা শাস্ত্রে যাঁহারদের উত্তমরূপ সংস্কার জন্মিযাছে, তাঁহারা শারীরস্থান, শারীরবিধান, ও সকল কালে সকল দেশে এ বিষয়ের যেরূপ ফলাফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এই সমুদায় রীতিমত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নিশ্চয় করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাণির ন্যায় মনুষ্যেরও সহজ শরীরে এরূপ কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার আবশ্যক করে না, এবং অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, তাহা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিলে তাঁহার কিছু মাত্র উপকারও দর্শিবে না। আর তিনি মদ্যপানে বিরত থাকিলে জীবনাবধি মোটে যত কর্ম্ম করিতে পারিবেন, তাহাতে রত থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক পারিবেন না, বরং অল্পই হইবেক।

" রোগ অথবা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবনের ন্যায় কিছু দিন মদ্যপানও বিহিত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে পর, যদি অত্যল্প মাত্রায়ও পান করা যায়, তথাপি কিছু মাত্র উপকার দর্শে না। আর অধিক মাত্রায় পান করিলে, সকলেরই শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। অনেকে যাহা অল্প মাত্রা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক অল্প নহে। তত মাত্রায় পান করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় তাহার সন্দেহ নাই।"

wifery at the Medical Royal Institution, Liverpool.

Baylis, C. O., Surgeon to the South Dispensary, Liverpool.

Beaumont, Thomas, M. R. C. S, Bradford.

Berry, Samuel, M. R. C. S. Surgeon, to the Town Infirmary, Birmingham.

Birbeck, George, M D.

Blundell, James, M. D.

Brodie, Sir Benjamin C, Bart, F. R. S., Serjeant—Surgeon to the Queen, Surgeon to St. George's Hospital, &c.

Brookes, Benjamin, M. R. C. S., Surgeon to the Brit, Lying-in Hospital.

Burrows, John, Esq, Liverpool.

Chambers, W. F. M. D. F. R. S., Physicain to the Queen, and the Queen Dowager, and to st George's Hospital.

Chavasse, Thomas, M. R. C. S. St. George's Hospital, Birmingham.

Chowne, W. D. M. D. Lecturor on Midwifery and Physician to Charing Cross Hospital.

Churton, Joseph, M. R. C. S. Liverpool.

Clark, Sir James, Bart. M. D. F. R. S. Physician to the Queen and the Queen's Household, &c.

Clutterbuck, J. B., Esqr.

Conquest, J. T., M. D, Physician to the city of London Lyin-in Hospital.

Cooper, Bransby, M. R. C. S. F. R. S., Lecturer on Anatomy, and surgeon to Guy's Hospital.

Cooper, George, L. M, R. C. S.

Dalrymple, J., M. R. C. S. Lecturer on surgery at Sydenham College.

Davies, Thomas, M. D., Lecturer on Medicine, and Physician to the London Hospital.

Davies, John Birt. M. D. Liverpool.

Davies, David D., M. D., Physician to the Dachess of Kent, and Professor of Obstetric Medicine in university college.

Davis, J. Esqr.

Eyre, Sir James, M. D.

Ferguson, Robert, M. D., Physician to the Westminister Lying-in Hospital

Fowke, Frederick, M. R. C. S.

Frampton, Algernon. M. D., Physician to the London Hosptal.

Gill, William, M. R. C. S, Surgeon, to the Northern Hospital, Liverpool.

Godfry, J. J., M. R. C. S., Liverpool.

Grant, Klein, M. D., Professor of Therapeutics at the North London School of Medicine.

Granville, A. B., M. D. F. R. S., Physician Accoucheur to the Westminister General Dispensary.

Green Thomas, M. R. C. S., Surgeon to Town Infirmary Birmingham.

Charles Butler, Esqr. Liverpool.

Hall, Marshall, M D., F. R. S. L. and E. Lecturer on Medicine at Sydenham College, and consulting Physician to the Westminster General Dispensary.

Hay, Alexander, Surgeon to the south Dispensary, Liverpool.

Hope, I., M. D., F. R. S., Lecturer on medicine at Aldersgate Street School, and Assistant Physician to St. George's Hospital.

Howship, John, M. R. C. S, Surgeon to Charing Cross Hospital.

Hughes, John, M. D. Liverpool.

Jeffreys, Julius, Esqr. M. R. C. S.

Julius G. C. M. D.

Julius G. C. Jun. M. D.

Key, C. Aston, M. R. C. S, Lecturer on surgery. and surgeon to Guy's Hospital,

Knight, Arnold James, M. D, Sheffield.

Ledsman, J. J., M. R. C. S., surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Lee, Robert, M. D. F. R. S., Lecturer on Midwifery at Kinnerton Street Medical School, and Physician to the British Lying-in Hospital.

Lewis, William. Esqr., Manchester.

Long, David M. Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

Lymm, W. B. Esq. Surgeon to the Westminister Hospital.

Macilwain, George, M. R. C. S., Surgeon to the

Finsbury Dispensary,

Mackenzie, J. D., M. D., Physician to the Liverpool Infirmary, Lock Hospital.

Macrorie, D., M. D. Physician to the Fever Hospital, Liverpool.

Manifold, J., M. R. C. S., Liverpool.

Matterson, William, M. R. C. S. York.

Matterson, William, Jun, M. R. C. S. York.

Mayo, Herbert, M. R. C. S. F. R. S., Surgeon to the Middlsex, Hospital.

Nelson, John Barritt, A. B. M. B. F. C. P. S. &c. Birmingham.

Marriman, Samual, M D, Physician Accoucheur, to the Westminister General Dispensary.

Middlemore, Richard, M R. C. S. Surgeon to the Eye Infirmary. Birmingham.

Morgan, John, M. R. C. S. Lecturer on Surgery &c. and Surgeon to Guy's Hospital.

Morley, George, M. R. C. S. Lecturer to the Leeds, School of medicine.

Nightingle, Robert, S M. R. C. S. Surgeon to the Eastern Dispensary, Liverpool.

Parkin, John, M. R. C. S.

Partridge, Richard, M. R. C. S. F. R. S. Professor of Anatomy at Kings' College, and Surgeon to Charing Cross Hospital.

Pinching, R. L. M. R. C. S. D.

Quain, Richard, M. R. C. S. Professor of Anatomy

at the London University, and Surgeon to the North London Hospital.

Reid, James, M. D.

Roots, H. S, M. D. Physician to st. Thomas's Hospital.

Roupell, G. L. M. D. Lecturer on Materia Medica, and Physician to St. Bartholomew's Hospital.

Scott, John, M. D.

Stanley, Edward, Esq. M. R. C.. S. F. R. S. Professor of Anatomy, and Surgeon to St. Bartholomew's Hospital.

Teale, T. P. M. R. C. S., F. R. C. S., F. L. S., Surgeon to the Leeds General Infirmary.

Teale, Joseph, M. R. C. S. Leeds.

Thompson, Anthony Dodd, M. D, F. L. S., Lecturer on Materia Medica and Physician to the London University.

Thompson, Henry, U., M. D.

Toulmin, Frederick, Surgeon, Clapton.

Travers, Benjamin, M. R. C. S. F. R. S. Surgeon Extraord. to the Qeen, and Surgeon and Lecturer on Surgery to St. Thomas's Hospital.

Ure, Andrew, M. D. Lecturer on Chemistry at the North London school of Medicine

Vaux, George, M. D., Birmingham.

Walker, W., M. D.

The following testimoney to the truth of the prece-

ding declaration was in 1845, given in Bombay :—

" It is my opinion that the above statement is substantially correct."

H. Franklin, Deputy Inspector General of Her Majesty's Hospitals.

" J, Robertson, Surgeon.

M. J. Kays, M. D.

Thomas Robson, Surgeon 2 Batt. Artillery.

John McLemnan, Civil Surgeon.

A. Graham, Surgeon, European General Hospital

M. Stovell, Surgeon.

C. Morehead, M. D., Surgeon, Native General Hospital.

A. H. Leith, Surgeon.

The following testimoney was given to the truth of the above declaration by medical gentlemen at Maulmain :—

" It is my opinion that the above statement is substantially correct."

James G. Coleman, M. D., Staff Surgeon, T. P.

D. Richardson, Civil Surgeon

T. L. Matthews, Surgeon 52d N. I.

Henry Carnegie, Assistant Surgeon, in Medical Charge, Artillery.

Robert Hicks, Assistant Surgeon, 17th Regt.

J Tait, Assistant Surgeon, Local Corps.

C. N. English, M. D, Assistant Surgeon, 84th Reig.

Matthew Kane M. B. Assistant Surgeon.

James Reid, Assistant Surgeon, Madras Army.

Similar testimonies have been subscribed by thousands of the first medical authorities of Europe and America.

সম্পূর্ণ

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ

অধিবেদন........ Polygamy.

ক্ষিপ্তনিবাস ...... Lunatic Asylum.

জাড্য..............Idiotism.

পদার্থবিদ্যা.........Natural Philosophy.

পরিমিতি ....Faculty of size, or power of taking cognizance of size, length, breadth, height &c.

পান্থশালা .... Hotel.

মনোবিজ্ঞান.. .. .. Mental Philosophy.

রূঢ় পদার্থ .. .. .. Elements.

লোকযাত্রাবিধান .. .. Political Economy.

বংশ মর্য্যাদা... .. .. Hereditary distinction of rank.

বাণিজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্রতা....Freedom of trade.

বাষ্পীয় রথ........ Steam-carriage.

শিল্পযন্ত্র.. .... Machine.

সাধারণতন্ত্র..... .. . Republic.

সামাজিক নিয়ম .. ..Social laws.

মুণ্ডজ্ঞাবিবেক.. .. .. Phrenology.